শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রণীত

(শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত টীকা সমেত)

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিরত্ন ঠাকুর-সম্পাদিত

সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার হইতে

শ্রী প্রমোদ গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বিরচিত-টীকা।

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতো নরহরি প্রেষ্ঠঃ স্বরূপ-প্রিয়ো।
নিত্যানন্দ-সখঃ সনাতন গতিঃ শ্রীরূপ-হৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মী-প্রাণপতি গদাধর-রসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ।।

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরুং প্রতি নমোঽস্তু। কিম্ভূতায়? যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ নেত্রম্ উন্মীলিতং। মম কিম্ভূতস্য অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য।

শ্লোকার্থ — আমি অনাদিকাল হইতে অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ হইয়াছিলাম। যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা আমার নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।১।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লক্ষ গ্রন্থের টীকা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাই শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুররূপে আবির্ভূত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

অজ্ঞানমেব তিমিরমক্ষিরোগস্তেনান্ধস্য দৃষ্টিশক্তিরহিতস্য। কিংবা অজ্ঞানমবিদ্যা তদেব তিমিরমন্ধকারস্তেন অন্ধস্য। অজ্ঞানতমসো নাম কৈতবং। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব।।

মহাশয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট নির্ম্মল, সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ স্বয়ং জগতে আচার ও প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও যাবতীয় গোস্বামী গ্রন্থের পরম নিষ্কর্ষ উপদেশস্বরূপ শুদ্ধভক্তিযোগের অতি সারাৎসার শিক্ষাগুলি অল্পাক্ষরে এই শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা গ্রন্থে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি প্রেমভক্তি-পথের চন্দ্রিকা (আলোক) সদৃশ বলিয়া ইহার নাম 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'। ত্রিতাপ অনলে তাপিত জীবের পক্ষে শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকাই তাপশান্তিকর ও নবজীবনপ্রদ। তাই শুদ্ধভক্তগণের ইহা হৃদয়ের ধন। ইহার একটি উপদেশ পালন করিতে পারিলে মানবজন্ম সার্থক হয়, অজ্ঞান আঁধার কাটিয়া যায়, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়।

শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থারম্ভে শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করিতেছেন, 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য' শ্লোকে।

তাৎপর্য্যার্থ

'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য'—আমরা অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ। বাহ্য চক্ষুর দ্বারা আমরা যে বস্তু দর্শন করি, যে জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহ করি, তাহাতে আমাদের অজ্ঞান-তিমিরের অন্ধতা কাটে না-বাড়িয়া

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।
কৃষ্ণভক্তিবাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম।।"

কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণমিত্যনেন" "কৃষ্ণস্তু-ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন চ "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার" ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তেঃ।।১।।

যায়। প্রকৃত বাস্তব বস্তুর দর্শন এই জড় চক্ষু দ্বারা হয় না। জড় চক্ষু দ্বারা জড়ীয় বস্তুই দেখা যায়। অনুচৈতন্য ও কৃষ্ণদাসস্বরূপ 'আমি' বা আত্মা চৈতন্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশস্বরূপ। 'আমি' এই দেহ নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ আমার বা আত্মার আবরণ বা উপাধি; জড়বস্তু আমার সেব্য বা ভোগ্য নহে— চৈতন্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই আমার নিত্য প্রভু ও সেব্য। সুতরাং চৈতন্যানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নিত্যবস্তুর দর্শনই আমার বা আত্মার চেতনচক্ষুর কার্য্য। আমার বা আত্মার সেই চেতন চক্ষুটী অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়া আছে। অজ্ঞান শব্দের অর্থ—স্বরূপজ্ঞানহীনতা। ইহা দুই প্রকার। (১) অস্মৃতি (২) বিপর্য্যয়। অস্মৃতি—স্বরূপতঃ 'আমি' কে, শ্রীকৃষ্ণ কে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি স্মৃতি না থাকা। আর বিপর্য্যয়—যাহা আমি বা আমার নয় তাহাকে আমি বা আমার বুদ্ধি করা। এই বিপর্য্যয় বা দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে বর্ণাশ্রমাভিমান ও কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া অন্যাভিলাষ বা কৈতবরূপ

অন্ধকার আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণনাম, বৈষ্ণব, গুরু, মহাপ্রসাদ, ধাম ইত্যাদি নিত্য ও চিদানন্দময় বস্তু; কিন্তু বাহ্য বা জড় চক্ষে এই সমস্ত নিত্য বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাই না বা দেখিলেও চিনিতে বা অনুভব করিতে পারি না। কারণ চেতন বা জ্ঞান চক্ষুটী অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ হইয়াছে।

অজ্ঞানতিমির — শব্দের অর্থ কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনা প্রভৃতি সমস্তই নিজসুখৈকতাৎপর্য্যক বলিয়া কৈতব। এখানে ধর্ম্ম শব্দে কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভ ও অশুভ কর্ম্ম। যদিও এই সকল ধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ লাভ হয়, তথাপি ঐ স্বর্গাদি ভোগও নিজেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে; কাজেই এই ধর্ম্মজনিত কাম বা সুখ লাভ করিয়া দেহী জীব উত্তরোত্তর মায়াপাশে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। অতএব এই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মায়ার কুহক; কাজেই অজ্ঞানতম বা কৈতব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এমনকি, যে সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীব চিরতরে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, সেই মোক্ষবাসনাকেও সর্ব্বপ্রধান কৈতব বলা হইয়াছে। কারণ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বাসনারূপ কৈতব হৃদয়ে থাকিলেও কদাচিৎ ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ঐ সকল কৈতবরূপ অজ্ঞানতম বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু মোক্ষবাসনা রূপ প্রধান কৈতব থাকিলে জীবের সে সৌভাগ্য লাভ সংঘটিত হয় না। যেহেতু, মুমুক্ষুর চিত্তে প্রথম হইতেই 'সোহহং'—আমি সেই ব্রহ্ম, এই অভেদ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, কাজেই ''কৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস''—এই নিজ সম্বন্ধ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। এজন্য 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।' বস্তুতঃ উক্ত পুরুষার্থ চতুষ্টয় পাইবার বাসনা অজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের

হৃদয়ে উদিত হয়। শ্রীগুরুর কৃপায় অজ্ঞান দূর হইলে চিৎকণ জীব কৃষ্ণদাসত্বরূপ স্বীয় স্বরূপ অনুভব করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যান। মুক্তি তখন 'আমাকে গ্রহণ কর' আমাকে গ্রহণ কর' বলিয়া সেই ভক্তের সেবা করিতে উদ্যত হয়।

জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া — এখানে 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ থাকিলেও এখানে ব্রহ্মসংহিতা প্রোক্ত—'যিনি সমস্ত জগতের আদি, এমনকি ঈশ্বর সকলেরও আদি, যাঁহার আদি কেহই নাই, সেই অনাদি গোবিন্দই নিখিল কারণ সমূহেরও কারণ অর্থাৎ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর বা স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—'যত যত ভগবদবতার আছেন, তন্মধ্যে কেহ অংশ, কেহ বা কলা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান'। এই প্রকার জ্ঞানোপদেশরূপ অঞ্জন-শলাকা।

চক্ষু-উন্মীলিত — "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।" এই জ্ঞানোপদেশরূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমার অজ্ঞানরূপ চক্ষুরোগ বিনাশ করিয়া দিব্য জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আমার প্রভু, আমি তাঁহার নিত্য দাস, তদীয় প্রেমসেবাই আমার প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন প্রাপ্তির সাধন বা অভিধেয় একমাত্র ভক্তি—এইরূপ দিব্যজ্ঞান আমাকে প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানচক্ষু বিকাশ করিয়া দিয়াছেন।

যিনি প্রকৃত সদ্‌গুরু তিনি শিষ্যের দেহে ও দেহসম্বন্ধী বস্তুতে আত্মবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমাভিমান ও অন্যাভিলাষ সমূহ দূর করিয়া কৃষ্ণদাসস্বরূপ ও কৃষ্ণসেবাভিলাষের উদয় করিয়া দেন। ইহাকেই বলে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান দান। যিনি তদ্বিপরীত দেহে আত্মবুদ্ধিমূলক বর্ণাশ্রমাভিমান ও অন্যাভিলাষ শিষ্যের হৃদয় হইতে দূর না করিয়া বরং আরও বৃদ্ধি করেন, কেবল দীক্ষাদানের ভানে কানে ফুঁ দিয়া নিজের কনক-কামিনী আদি অন্যভিলাষ পূরণ করেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না এবং ঐ দীক্ষাও প্রকৃত দীক্ষা নয়। শিষ্য যেই তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে রহিল; অথচ গুরু কানে ফুঁ দিয়া কিছু ধন-বস্ত্রাদি লইয়া চলিয়া গেলেন। শিষ্যের অজ্ঞান তিমির দূর করা চাই, তাহার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের

তাৎপর্য্যার্থ ঃ—

উদয় করান চাই, হরি ভজনের দ্বারা শিষ্যের হৃদয়ে যাহাতে ভগবদ্ অনুভূতি হয় তদ্রূপ শক্তি সঞ্চার করা চাই, তবেই তাহাকে দীক্ষা বলা যায় এবং তাদৃশ গুরুকেই গুরু বলা যায়।।১।।

শ্রীলঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুবন্দনার পর এই শ্লোকে শ্রীবৈষ্ণববন্দনা করিতেছেন।

'বৈষ্ণব' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণসেবক। কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত কৃষ্ণদাস আখ্যা হইতে পারে না। 'সেবা' শব্দে অনেকে জল তুলসী ও কিছু উপকরণ আদি দিয়া কৃষ্ণপূজা বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সেবারসিক গোস্বামী মহাজনগণ লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণের বা ইষ্টদেবের চিত্তানুবৃত্তিই সেবা। 'সেবনং চিত্তানুবৃত্তিং' (শ্রীবৃঃ ভাঃ)

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।২।।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভো মনোঽভীষ্টং মনোঽভিলষিতং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি-রসশাস্ত্রং ভূতলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতং, সোঽয়ং রূপঃ স্বপদান্তিকং নিজচরণনিকটং কদা ভাগ্যবশেন মহ্যং দদাতি। শ্রীরূপস্য কৃপয়া নিজানুচরত্বেন ত্বৎসেবনকর্ম্ম করবানীতি ভাবঃ।।২।।

শ্লোকার্থ — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অর্থাৎ মনের একমাত্র অভিলষিত ভগবদ্ভক্তিরস-শাস্ত্র ভূতলে যৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই শ্রীরূপ গোস্বামী কবে স্বয়ং আমাকে শ্রীচরণসান্নিধ্য প্রদান করিবেন।।২।।

উপাস্য বা ইষ্টদেবের মনের সুখ বুঝিয়া সেই সুখ সম্প্রদান করাই প্রকৃত সেবা।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহারাই অনুগ। এইজন্য এই সম্প্রদায়কে রূপানুগ ও এই সম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালীর নাম রূপানুগ ভজনপ্রণালী বলে।

শ্রীগোলোকের গুপ্তবিত্ত শ্রীনাম ও শ্রীরাধার প্রেমরস মহিমা অর্থাৎ ব্রজজাতীয় প্রেমভক্তিবিশেষ জগতে প্রচার করাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মনের অভিলাষ। সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে নীলাচলে বাস করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সেবা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মনের অভিলাষ বুঝিয়া সহস্র ক্রোশ দূরে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক অশেষ ক্লেশ

সহনে শ্রীধাম প্রকটন, ভগবদ্ ভক্তিরসশাস্ত্র শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রনয়ণ করত শ্রীমহাপ্রভুর মনোভীষ্ট জগতে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ গোস্বামী কবে স্বয়ং নিজ চরণ নিকটে আমায় স্থান দিবেন। অর্থাৎ শ্রীরূপের কৃপায় তাঁহার নিজ অনুচররূপে এবং তদীয় নিয়োগানুসারে কবে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইব।

এই শ্লোকে আরও একটী গূঢ় রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেব্য বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে বাস করার প্রার্থনা শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় করেন নাই। তদীয় সেবকাগ্রগণ্য শ্রীরূপের শ্রীচরণ সমীপে বাস করারই প্রার্থনা করিয়াছেন। রহস্য এহ যে শ্রীকৃষ্ণ সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণব সেবা বড়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সেবা ও বৈষ্ণব সেবা দু'য়েরই রস পাওয়া যায়। সেবারসিক বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত স্বয়ং কেবল কৃষ্ণ সেবা করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের মনোভীষ্ট মত সেবা হয় না; সুতরাং পূর্ণ কৃপাও পাওয়া যায় না।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদই রাগমার্গের গুরু (সেবাবিধানকর্ত্রী) এ বিষয়টি স্তবাবলীতেও দৃষ্ট হয়—

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপ পূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা-সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ।।

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয়া

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হনে।।৩।।

রূপমঞ্জরী আমাকে রাগমার্গে শিক্ষাদান করিয়া নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন সেই অবধি তোমার অলক্তক-রাগরঞ্জিত চরণ কমল সন্দর্শন করিতে আমার অভিলাষ সঞ্জাত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, এই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদই শ্রীরূপ মঞ্জরী। বস্তুত এই শ্লোকের দ্বারা রাগমার্গের এক নিগূঢ় রহস্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। রহস্য এই যে, যিনি রাগমার্গের গুরু হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইবেন। বিশেষতঃ শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে সাধকদেহে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ প্রমুখ ছয় গোস্বামীর তথা, সিদ্ধদেহে, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখ মঞ্জরীগণের আনুগত্যে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবায় নিয়োজিত হইতে হইবে।।২।।

শ্রীগুরু চরণপদ্ম—শ্রীগুরু অর্থে শ্রীযুক্ত অর্থাৎ প্রেমভক্তি সম্পত্তিযুক্ত গুরু। 'শ্রী' শব্দে শোভা, সম্পদ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। প্রকট ব্যক্তিতেই 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ হয়। গুরুই জগতের একমাত্র শোভা, সম্পদ ও শ্রেষ্ঠস্বরূপ এবং তিনিই 'শ্রী' যুক্ত। তিনি নিত্যকাল প্রকট, তাঁহার প্রকটাপ্রকট নাই। 'চরণ' শব্দ এখানে উপলক্ষণে গৌরবার্থে বলিয়াছেন এবং শ্রীগুরুচরণকে পদ্মের সহিত তুলিত করিয়াছেন। ভ্রমরের আস্বাদ্য যেমন পদ্মমধু, শিষ্যের আস্বাদ্যও

তেমনি শ্রীগুরু চরণের কৃপামধু। পদ্ম যেমন জলে বা রসে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও অপ্রাকৃত চিদানন্দ ভক্তিরস সাগরের মাধুর্য্যময় সার সরস বস্তু। পদ্ম যেমন রূপমাধুর্য্যে নয়নের অভিরাম, স্নিগ্ধতায় চিত্তের আকর্ষক ও স্নিগ্ধকারক, তেমনি গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম যুগলও রূপমাধুর্য্যে সাধকের নয়নাভিরাম, স্নিগ্ধতায় চিত্তের আকর্ষক ও স্নিগ্ধকারক। শ্রীগুরুদেবের রূপ, গুণ, লীলা সমস্তই সাধকের নয়ন-মনোভিরাম। ধ্যানযোগে স্বরূপচক্ষু বা অন্তশ্চক্ষু দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিলে বা সাক্ষাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলে সাধকের নয়ন-মন-প্রাণ শীতল হয় ও ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইয়া যায়। পদ্ম যেমন নিজ সৌগন্ধের দ্বারা সর্ব্বাত্মাকে আহ্লাদিত করে, সেই প্রকার শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মও নিজগুণে শিষ্যের দেহ-মন-আত্মাকে সচ্চিদানন্দভাবে বিভাবিত করেন। ভ্রমর যখন কেতকীবনে কাঁটায় ছিন্নপক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হওত পদ্মের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন পদ্ম নিজ ক্রোড়ে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ, সুশীতল করত (বাহিরের তাপ হইতে নিবারণ করিয়া) স্বীয় মধুপান করাইয়া উন্মত্ত করায় ও তাহার স্বরূপ পুষ্ট করায় সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও জীবকে সংসারের ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত করত নিজ সুশীতল শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিয়া ও চরণ সীধু পান করাইয়া তাহাকে স্নিগ্ধ-শীতল করত তাহার স্বরূপ পুষ্ট করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন করেন।

পদ্ম মধ্যে যে মধু থাকে, তাহা চক্ষুরোগের এক মহৌষধ। পদ্মমধু চক্ষে লাগালে চক্ষুর ছানি কাটিয়া যায় এবং চক্ষু নির্ম্মল

হইয়া জ্যোতিস্মান্ হওত সূক্ষ্ম দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের সেবারস দিয়া জীবের স্বরূপচক্ষুর অজ্ঞান আঁধার কাটাইয়া ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের উজ্জ্বলজ্যোতি এবং ভগবৎস্বরূপ আস্বাদনের উপযোগী সিদ্ধ দেহ প্রদান করেন। পদ্মমধু নয়ন নির্ম্মল করে বটে, কিন্তু অন্তর নির্ম্মল করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে সেবামধু, তাহা স্বরূপের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করে এবং নয়নের পথে চিত্তকে শোধন করিয়া শ্রীভগবানকে পাইবার উপযোগী করিয়া দেয়।

মধুর আর একটা অদ্ভুত গুণ যাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই যে, রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া যখন মানুষের জীবনশক্তি কমিয়া যায়, অন্য কোন পথ্য চলে না, প্রাণরক্ষা পাওয়া কঠিন হয়, তখন নিয়মিত মধু পানে সেই রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় এবং জীবনীশক্তি পুনরুত্থিত হয়। সেইরূপ যখন ভবরোগের মুমুর্ষু অবস্থায় জীবের স্বরূপ-জীবন লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অন্য পথ্য অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি দ্বারা উদ্ধার হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন ভবরোগের নিদানবেত্তা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই জীবকে কেবল সেবামধু পান করাইয়া তাঁহার স্বরূপের জীবনীশক্তিকে উত্থিত করেন ও তাহার প্রাণ বাঁচান।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম মায়াতীত চিদানন্দ রসসাগরের বস্তু হইলেও শ্রীভগবৎ ইচ্ছাক্রমে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এই ভবসাগরে উদিত হয়েন বাস করেন ও নানা লীলা বিস্তার করেন। যদি বলা যায়, মায়িক জগতে ত্রিগুণের মধ্যে বাস করত লীলা

বিস্তার করিয়া কিরূপে নিত্য স্বরূপে অবিকৃত থাকেন? তাই শ্রীপদদ্বয়ের সহিত পদ্মের তুলনা করা হইয়াছে। পদ্ম যেমন জলের মধ্যে থাকে, জলের মধ্যে ক্রীড়া করে, জলে ডুবে, ভাসে কিন্তু জলের সংস্পর্শে বিকৃত বা জলের সহিত যুক্ত হয় না, অধিকন্তু নিজের মধ্যে মধুপানের জন্য আগত মধুকরকেও এমনভাবে আবৃত রাখে যে, মধুকরও জলে স্পৃষ্ট হয় না। সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মও এই সংসারে উদিত হইয়া বাস করেন, নানা লীলা বিস্তার করেন বটে, কিন্তু মায়িক ত্রিগুণরসের সহিত অস্পৃষ্ট ও অবিকৃত থাকেন; আর তাঁহার আশ্রিতগণকেও এমনভাবে আবৃত করিয়া রাখেন যে, তাঁহারাও এই সংসারের ত্রিগুণময় জড়রসে স্পৃষ্ট হয়েন না।

আবার পদ্ম যেমন সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্য্য অস্তাচলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুদিত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও জীবের ভক্তিবৃত্তি উদয়ের সঙ্গে আবির্ভূত হন, আবার জীবের যখন ভক্তিবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব, তাঁহার আদেশ, উপদেশ, বাণী, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি লইতে বা সেবা করিতে যখন শিষ্য কুণ্ঠিত হন, তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্তর্হিত হন। অবশ্য উচ্চ জাতরিতি সাধকের পক্ষে প্রকটাপ্রকট কিছুই নাই। তিন সর্বাবস্থায় শ্রীগুরুসেবা করিয়া থাকেন। আর নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধক কখনও প্রকট এবং কখনও অপ্রকট এই ভাবময় মানস মূর্ত্তিতে শ্রীগুরুদেবের দর্শনাদি পাইয়া থাকেন। আর নিষ্ঠাশূন্য সাধক শ্রীগুরুদেবের দর্শনাদি পান না। অবশ্য ইহাও শ্রীগুরুদেবের কৃপা। ইহাতে সাধকের আর্ত্তি, দৈন্যের বর্দ্ধন হয়।

না কাঁদিলে যেরূপ মায়েরও দুধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ সাধকও যখন প্রবল আর্ত্তির সহিত শ্রীগুরুদেবের দর্শন প্রার্থনা করেন, তখন পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবও কৃপা করিয়া দর্শন, স্বপ্ন ও অনুভবাদি দেন। সুতরাং শ্রীগুরুতত্ত্ব নিত্য সত্য ও প্রকট।

শ্রীগুরুদেব এখানে অর্থাৎ দৃষ্ট স্বরূপে শ্রীচৈতন্যের পরিকর ও সিদ্ধ স্বরূপে তিনি যূথেশ্বরী। যূথেশ্বরীর মধ্যে যদিও শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীললিতা দেবী প্রভৃতি মুখ্যা, তথাপি শ্রীরূপমঞ্জরীই সমস্ত মঞ্জরীর অধিষ্ঠাত্রী ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবারূপা মঞ্জরীগণের প্রতীক্।

'শ্রীগুরুচরণ' এখানে সমষ্টিগুরুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন এই সমষ্টি গুরুর স্বরূপ অভিন্ন ভগবদ্ স্বরূপ হইয়াও শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টস্থাপকরূপে শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যশক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সাধকের স্থূল দৃষ্টির গোচর হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের গৌর-পরিকরত্ব এবং ব্রপরিকরত্ব—এই উভয় স্বরূপই নিত্য। তাই সমষ্টি গুরুতত্ত্বের উদ্দেশ্যে 'শ্রীগুরুচরণ' বলিয়াছেন। 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য' শ্লোকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপাদকে ও 'শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং' শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী-পাদকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয়ে একই গুরুতত্ত্বের স্ফুরণ। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীপাদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপা শ্রীরূপমঞ্জরীর প্রকাশ মূর্ত্তি, অতএব সর্বথা অভেদ। সিদ্ধ স্বরূপে শ্রীগুরুদেবের যেমন রূপ-গুণ-লীলাদির আশ্রয়স্থল, গৌর-পরিকররূপে ঠিক সেইরূপ ভাবাদিময় বিপরীত বিহারের আস্বাদক

এবং ভাবময়। অবশ্য ইহা ব্যষ্টি গুরুর কথা, কিন্তু সমষ্টি গুরুরূপে তিনি সমস্ত আশ্রয়তত্ত্বের অবধি শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ গৌরপরিকর এবং অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অখিল রসের আস্বাদক। সাধক-গুরুস্বরূপে এই সমষ্টি গুরুরই মূর্ত্ত প্রকাশ। সুতরাং গুরু, কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভেদ; কিন্তু লীলায় শ্রীগুরু বিষয়জাতীয় রস আস্বাদনলোলুপ আশ্রয়তত্ত্বের স্ফূরণরূপ স্ব স্ব গুরুমূর্ত্তি বিশেষ হইলেও সমষ্টিভাবে 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন'—এই কথারই যাথার্থ্য প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ ভজন রাজ্যে এই প্রকার উপলব্ধি ব্যতীত সাধকের ব্রজ প্রাপ্তিই হয় না। শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে আমাদের নিকট আসিয়া লৌকিক বন্ধুর ন্যায় আমাদের মত দুর্গত পতিত জীবকেও কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি পরমাত্মাস্বরূপে অর্থাৎ চৈত্য গুরুরূপে বুদ্ধিযোগাদি প্রদান করিয়া যেরূপ কৃপা করেন, তাহার মহিমার তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু রূপে বাহির হইতে যে কৃপা করেন, তাহা অসীম। বস্তুতঃ দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুতে কোন ভেদ নাই। যদিও দাস, প্রকাশ, রূপ, স্বরূপ, অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠাতা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অর্থান্তর প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকৃপার চরম প্রকাশ অর্থাৎ কারুণ্যঘন মূর্ত্তিই শ্রীগুরুদেব। সুতরাং গুরুভক্তি হইতেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণভক্তি ও গুরুভক্তিতে কোন পার্থক্য নাই। অতএব গুরুভক্তিই কৃষ্ণভক্তি। সাধকের আকর্ষণে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেও গুরুর আবির্ভাব হয়। যেখানে গুরুদেব স্বতঃসিদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, সেখানে যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? শ্রীগুরুদেবকে গুরুরূপে অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ

ভক্তির বিষয়রূপে, সর্ব্বজ্ঞরূপে, অন্তর্য্যামীরূপে, অর্থাৎ ভগবদ্ গুণবিশিষ্ট ভগবদ্ স্বরূপই জানিতে পারিলে শ্রীজীব গোস্বামীপাদের বাণীর যাথার্থ্য অনুভব হইবে, আর জন্মে জন্মেও তিনি প্রভু থাকিবেন। তবে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাদাসীরূপে জানিলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে জানা হয়। গুরুতে, পরম গুরুতে, পরাৎপর গুরুতে কোন ভেদ নাই। মূল গুরু শ্রীনিতাইচাঁদই ক্রমানিম্নে অবতরণ করিয়া আমার গুরুর মূর্ত্তিতে আমাকে কৃপা করার জন্য আমার কাছে আগমন করিয়াছেন। এক শ্রীনিতাই চাঁদই দীক্ষা-শিক্ষা ও চৈত্য গুরুরূপে বিরাজিত। সুতরাং গুরুতত্ত্বে কোন ভেদ নাই। কেবল লীলাগত পার্থক্য।

সাধকের স্মরণ রাখা উচিৎ, আমার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর হইলেও সেই পরিকরত্বের জন্য আমার প্রিয় নন; যদি তত্তদ্গুণসম্পন্ন নাও হইতেন তথাপি তিনি আমাকে যে স্বরূপে কৃপা করিয়াছেন, সেই স্বরূপেরই সেবা সাধক ও সিদ্ধ শরীরে করিতে হইবে। নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটনহেতু তাঁহার নিত্য পরিকর (অধুনা গুরুরূপে আগত) সাধকের অননুসন্ধানে দৃষ্ট মূর্ত্তির আনুগত্যে তাঁহার পূর্ব্বস্বরূপের ভাব স্ফূর্ত্তি হইবে। এইটাই নিত্যসিদ্ধ গুরুর শিষ্য হওয়ার পরম লাভ।

কেবল ভকতিসদ্ম — একমাত্র ভক্তির আশ্রয় (গৃহ), অর্থাৎ কেবলা ভক্তির আশ্রয়। "**কেবলা ভক্তি**" বলিতে অন্যাভিলাষশূন্যা জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতা স্বরূপসিদ্ধা উত্তমা ভক্তি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপাস্য বৈকুণ্ঠপতি পরম ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণ। শ্রীভগবানে

যাঁহাদের ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান থাকে, তাঁহারা ঐ ভক্তির অধিকারী এবং ফল—চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া।।

আর কেবলা ভক্তি ব্রজেই বিদ্যমান ও ব্রজবাসিগণ এই ভক্তির অধিকারী। সেখানে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাই। কৃষ্ণের প্রতি মমতাধিক্যে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান লুপ্ত। কৃষ্ণের মধুর রূপ, মধুর গুণ, মধুর নাম, মধুর লীলার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পরমানুরাগভরে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি' বুদ্ধিতে প্রাণাধিকরূপে সেবা করিয়া থাকেন। ইহারই নাম কেবলা বা রাগাত্মিকা ভক্তি। শ্রীগুরু পাদপদ্মের কৃপাতে এই ভক্তি লাভ হয়। শ্রীগুরুচরণই এই কেবলা বা উত্তমা ভক্তির আবাসস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মেই এই ভক্তি থাকে। যেহেতু 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে'। শ্রীকৃষ্ণই আমাকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীগুরু মূর্ত্তিতে আমার নিকট প্রকট হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যেমন ভক্তি থাকে, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবও কৃষ্ণরূপ বলিয়া শ্রীগুরুচরণেও ভক্তি থাকে।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীগুরুচরণে কৃষ্ণভক্তি থাকিতে পারে না। যেহেতু তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। যেমন শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী ইত্যাদি দেওয়া যায় না, তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় এই কথা বলা যায় না। ইহার উত্তরে শাস্ত্র এই কথা বলিতেছেন

— 'ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। ইহা মানুষ গুরু বা ব্যবহারিক গুরু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্রীগুরু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আবার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম যেমন বাঞ্ছা কল্পতরু, তাঁর নিকট যা বাঞ্ছা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মেও জীব যা বাঞ্ছা (ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গলাদি) করে তাহাই পায়; আবার কেবলা ভক্তি বা সেবা প্রার্থনা করিলে তাহাই পাওয়া যায়।

বন্দোঁ মুঞি সাবধান মনে ✳ — যাহাতে কোন প্রকার অপরাধ না ঘটে সেজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া সাবধানে এবং অনাভিলাষশূন্য হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবানুসন্ধানযুক্ত মনে শ্রীগুরুদেবকে সেবা ও বন্দনা করিতে হইবে।

এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাবধান মনে বন্দনা করিতে বলিতেছেন। বন্দোঁ — অর্থাৎ বন্দনা করি। বন্দনা তিন প্রকার হয়। কায়িক, বাচিক, মানসিক। সাধারণতঃ শরীরের দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম, বাক্যের দ্বারা স্তব-স্তুতি-গুণগান ও মনের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই চিন্তন। অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিতে হইবে। এখানে কায়, মন ও বাক্যের প্রত্যেকটীর আবার তিনটী করিয়া ভেদ আছে। কায়িক অর্থে ধন-জন-বিত্ত। ঐগুলির দ্বারা সেবা করিতে হইবে। 'জন' বলিতে স্ত্রী-পুত্র-কলত্র-শিষ্যাদি নিজজনের দ্বারা গো-বৎসের প্রীতির ন্যায়, ধনের দ্বারা পক্ষী শাবকের প্রীতির ন্যায়, আর সামর্থ্যের সহিত বাচিক ও গুরু-

✳ পাঠান্তর — সনে।

গুরু মুখপদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহা শক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।।৪।।

মানসিক দুইটি ভাব সুষ্ঠুভাবে যুক্ত হইলে প্রিয়া ও প্রিয়ের ন্যায় সেবা হয়। বাচিক অর্থাৎ শ্রীগুরুর নিকট হইতে বাক্য শ্রবণ, তাঁহাকে শ্রবণ করান এবং পরিপ্রশ্ন ইত্যাদি দ্বারা সেবা। মানসিক অর্থাৎ শ্রীগুরুবাক্য সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমার গুরুদেবই বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া আমাকে কৃপা করিতেছেন, বৈষ্ণব ও জগৎ শ্রীগুরুদেবেরই প্রকাশমূর্ত্তি — এই দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং তাঁহার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল।

যাঁহার প্রসাদে ভাই .... কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হতে — এখানে ভাই' শব্দে সকলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জগতে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি হয়। বড়-ছোট ভেদ থাকে না এবং সর্ব্বজীবে দয়ার ভাব উদ্রেক হয়। আর তাঁহার প্রসাদে প্রথমে যে 'শ্রী' শব্দে সমস্ত সম্পদ বলা হইয়াছে, তাহাও লাভ হয় অর্থাৎ ভবসিন্ধু পার হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা পর্য্যন্ত লাভ হয়। যেমন এক শ্রীভগবন্নামে 'চেতোদর্পন মার্জ্জনং' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্ব্বাত্মস্নপনং' পর্য্যন্ত বা 'এক কৃষ্ণ নামে করে 'সর্ব্বপাপনাশ' হইতে 'কৃষ্ণের সেবন' পর্য্যন্ত লাভ হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সংসার তরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিগূঢ় নিকুঞ্জ সেবা লাভ হয়।

বাক্য—কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরস তত্ত্বোপদেশরূপ-বাক্যং। মহাশক্য—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপণশক্তিযোগ্যম্। উত্তম-গতিং—উত্তমা চাসৌ গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ। যথা—উত্তমগতি—প্রাপ্যবস্তুনাং শ্রেষ্ঠং; শ্রীরাধাপ্রাণ-বন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ সম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা। যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা—শ্রীবৃন্দাবনে মণি-নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামর-ব্যজন-পাদসম্বাহনাদিরূপা আশা যস্য প্রসাদেন পূর্ণাস্যাৎ।।৪।।

শ্রীগুরুকৃপা ব্যতিরেকে ভক্তি বা ভগবৎকৃপা লাভ সুদূর পরাহত। অতএব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় কর্ত্তব্য। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ-করুণাই ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত শ্রীগুরুরূপে প্রকটীত; কাজেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুকে পরিত্যাগ করিলে তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই পরিত্যাগ করা হয়।।৩।।

গুরু মুখপদ্ম-বাক্য — শ্রীগুরুদেবের মুখবিনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমরসতত্ত্ব ইত্যাদি উপদেশ বাক্য। পূজনীয় গ্রন্থকার পূর্ব্বে চরণপদ্ম' বলিয়া এখানে 'মুখপদ্ম' বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মধুপ পদ্মের আশ্রয়ে যেরূপ সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রামসুখ উপভোগ করে এবং যথাবসর পদ্মমধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্তভ্রমরও প্রথমতঃ গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং গুরুপাদাশ্রয়ের মুখ্যফল গুরুমুখপদ্মবাক্য অর্থাৎ দীক্ষালাভ। এইরূপ গুরুকৃপা-প্রভাবে ভক্তিপথ নির্ব্বিঘ্ন হয়। অর্থাৎ মহদপরাধে পতিত না হইয়া পরিশেষে প্রেমভক্তি লাভ করা যায়।

হৃদি করি মহাশক্য—পূর্ব্বোক্ত গুরুবাক্য হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ধারণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুবাক্যই শাস্ত্র বাক্য বা বেদবাণী। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলেন, সেইটী যেরূপ বেদবাণী, শ্রীগুরুদেবও যাহা বলেন তাহাও বেদবাণী বা শ্রীভগবদ্‌বাণী। শ্রীগুরুর প্রত্যেকটি বাক্যই মন্ত্রগুণযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ পাণযোগ্য শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ় ধারণ করিতে হইবে—অর্থাৎ শ্রীগুরুবাক্য পালনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে। শ্রীগুরুতে যেরূপ কোনক্রমে লঘুতা আসিতে পারে না, (কারণ শ্রীগুরুদেব সকল প্রকার লঘুত্বকে স্বীয় গুরুত্ব প্রভাবে গুরুযোগ্য করিয়া থাকেন) সেইরূপ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার উপযোগী বাক্যও মহাশক্তিশালী। এজন্য এখানে 'মহাশক্য' এই শব্দ গুরুমুখ পদ্ম বাক্যের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্বারা গুরুবাক্যের মহাবল প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগুরুবাক্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার সম্বন্ধে অন্য কোন উপদেশ আদির আশা করা উচিত নয়। কোন শাস্ত্র বা অন্য কোন মহাজনের নিকট যদি কোন উপদেশ পাওয়া যায়, তবে তাহা গুরুবাক্যের সহিত ঐক্য করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঐক্য না হইলে তাহাতে কৃষ্ণ পাওয়ার আশা নাই।

অতএব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত লুব্ধ, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রসম্মত শ্রীগুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করুন। কিন্তু এ জগতে সদ্‌গুরু অতীব দুর্লভ। তাই শাস্ত্র সাবধান বাণী প্রয়োগ করিয়া সাধককে সতর্ক করিয়াছেন। যথা—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভা গুরবো লোকে শিষ্যচিত্তবিশোধকাঃ।।

কেবলমাত্র নানারূপে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়া শিষ্যের বিত্তহরণ করার উপযুক্ত গুরু জগতে বহু দেখা যায়, কিন্তু যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে চিত্ত শোধন হয় এবং ভগবৎ চরণারবিন্দে শরণাগতিমূলা ভক্তি হয়, তাদৃশ গুরু অতীব বিরল।

অতত্ত্বজ্ঞ মানবগণ প্রায়শঃ এইরূপ গুরুভ্রমে মহাশত্রুর কবলে পতিত হইয়া শুদ্ধভক্তিমার্গ হইতে বহুদূরে চলিয়া যায়। কেহবা ভগবৎসেবা ভুলিয়া নিজ স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় মত্ত হইয়া রহিয়াছে, অথচ তাহারা গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়াছে—"সর্ব্বজীবই ভগবান, সুতরাং তোমার স্ত্রী-পুত্রাদির সেবাও ভগবানের সেবা। কেহ বা বলিতেছেন, গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান! কেননা, শাস্ত্রেই আছে—"গুরুব্রহ্মা গুরু-র্বিষ্ণুঃ গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।" ইত্যাদি প্রমাণে গুরুসেবা করিলেই ভগবৎসেবা হয়। সুতরাং পৃথকরূপে ভগবৎসেবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এ ধারণা আসে না যে, শ্রীভগবানই জগতের গুরু এবং যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়া সেই ভক্তিপথ জগতে প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় গুরুশক্তি লাভ করিয়া জগতে গুরুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব মহাজনবাণী—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।। (শ্রীচৈঃ চঃ)

আর না করিহ মনে আশা—শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যে স্বাভীষ্ট বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য তুচ্ছ বিষয়ে আশা করিও না। ইহা দ্বারা সাধনান্তরের আশা বিবৃত হইতেছে।

এতদ্দ্বারা প্রেমভক্তির অধিকারী নির্ণয় করা হইল। অর্থাৎ যিনি শ্রীগুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইবেন, তিনিই প্রেমভক্তির অধিকারী।

শ্রীগুরুচরণে রতি — শ্রীগুরুবিগ্রহে যিনি শ্রীভগবানের গুরুশক্তি উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুচরণে রতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখানে রতি শব্দে স্থায়ীভাব। অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণে রতিই একমাত্র স্থায়ীভাব, উহার ব্যভিচার হইবে না। শ্রীগুরুচরণে একনিষ্ঠ রতি। অর্থাৎ যেখানে যতটুকু প্রীতি মমতা ছিল বা আছে, সেইগুলিকে শ্রীগুরুচরণেই একমাত্র কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। **"বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার। দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে।।"** যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েস্বনপায়িনী'। একনিষ্ঠতার দৃষ্টান্তস্থল—'শ্রীনাথে জানকী নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ'। শ্রীগুরুচরণে রতি অর্থাৎ আসক্তি হইলেই উত্তম সাধ্যবস্তু বা প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবালাভ হইল জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে'।। —এই বাক্যের সামঞ্জস্য কি? অর্থাৎ এ স্থলে 'শ্রীগুরুচরণে রতি' ইহার সার্থকতা থাকে কোথায়? তদুত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীগুরুরূপে আগমন করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কি কার্য্যাকার্য্যের বিচার আছে—না—পতন আছে? তা যদি না হয়,

তবে শ্রীগুরুদেবেরও কার্য্যাকার্য্যের বিচার নাই এবং তাঁহার পতনও নাই। তবে যে কোন কোন স্থানে পতন দেখা যায়, তাহা গুরুর নয়। যেখানে শিষ্য অন্য বাসনা-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পরীক্ষা না করিয়া শাস্ত্রযুক্তির বাহিরে সেইরূপ গুরুকরণ করে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি, সেইখানে পতনাদি দেখা যায়। তাহাই লক্ষ্য করিয়া উক্ত শ্লোক বলা হইয়াছে। একই গুরুস্বরূপের 'আচার্য্য চৈত্য বপুষা' এবং 'হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' ইত্যাদি দুইরূপে গুরুতত্ত্বের অভিব্যক্তি-হেতু প্রকৃত গুরুভক্তের এবং গুরুর ব্যভিচার বা পতন হয় না।

উত্তম গতি — শ্রীগুরুচরণে রতিই একমাত্র উত্তম গতি— যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু নাই। সাধনের দ্বারা যে স্থানে গমন করা যায় বা যে বস্তু লাভ করা যায় তাহার নাম গতি। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদসম্বাহনাদি প্রেমসেবাই উত্তমগতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগুরুচরণে রতি হইলেই সেই সমস্ত সাধ্য-বস্তু লাভ হইল জানিতে হইবে।

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা — একমাত্র শ্রীগুরুদেবের প্রসাদেই সর্ব্ব আশা পরিপূর্ণ হয়। এখানে 'সর্ব্ব আশা' বলিতে শ্রীবৃন্দাবনে মণি-মাণিক্যখচিত নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধামাধবের চামর ব্যজন-পাদসম্বাহনাদিরূপা সেবাপ্রাপ্তির লালসা। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা একমাত্র শ্রীগুরু কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু 'যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদঃ' ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।৪।

চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে।
বেদে গায় যাহার চরিত।।৫।।

চক্ষুদান ইত্যাদি—সংসারার্ণব-তারণ-পূর্ব্বকং চর্ম্মচক্ষুমোচয়িত্ব। পরতত্ত্বালোকনযোগ্য দিব্যচক্ষুর্যেন দত্তং। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি—কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণ-রূপং দিব্যজ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যৎপ্রসাদাদিতি শেষঃ। প্রকাশিত ইতি ভাবে ক্তঃ। বেদে গায় ইত্যাদি— বেদকর্ত্তৃক তচ্চরিত্রগানং। যথা—সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদি শ্রুতেশ্চ। আচার্য্যো দেবো ভবেদিত্যাদ্যাশ্চ।।৫।।

চক্ষুদান দিলা যেই—যিনি জীবের চর্ম্মচক্ষু মোচন করিয়া, অর্থাৎ নষ্ট চক্ষুর উন্মীলন বা অজ্ঞানরূপ তিমিরে চক্ষু নষ্ট হইলে যিনি কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতারূপ অজ্ঞান বিনাশ করিয়া ভগবৎ সাম্মুখ্য বিধান করেন কিংবা ভক্তিরূপ অঞ্জন-রঞ্জিত দিব্য-নেত্রের বিকাশ করেন, তিনিই প্রভু।

জন্মে জন্মে প্রভু সেই—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন হয়, এজন্য শ্রীগুরুদেব সাধনাবস্থায় শিষ্যকে সিদ্ধস্বরূপ অবগত করাইয়া থাকেন। আর সিদ্ধাবস্থায়ও শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব কি সাধনাবস্থা কি সিদ্ধাবস্থা উভয় অবস্থায় শ্রীগুরুই প্রভু বা সেব্য। অথবা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যথা,

তত্তে মর্য্য কৃপাং বীক্ষ্য ব্যগ্রোঽনুগ্রহকাতরঃ।
অনাদিং সেতুমুল্লঙ্ঘ্য ত্বজ্জন্মেদমকারয়ম্।।
শ্রীমদ্গোবর্দ্ধনে তস্মিন নিজপ্রিয়তমাস্পদে।
স্বয়মেবাভবং তাত জয়ন্তাখ্যঃ স তে গুরুঃ।। (২।৪।৮৫-৮৬)

শ্রীভগবান বলিলেন, হে বৎস! আমার প্রতি তোমার এতাদৃশী উপেক্ষা দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম এবং তোমার অনুগ্রহ-কাতর লইয়া অনাদি স্বকৃত যে ধর্ম্মমর্য্যাদা, তাহা লঙঘন করিয়া নিজ প্রিয়াষ্পদ সেই গোবর্দ্ধনে তোমায় জন্মগ্রহণ করাইলাম এবং আমি স্বয়ং জয়ন্ত নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলাম।

অতএব সর্ব্বত্রই শ্রীগুরুতত্ত্ব এক এবং শ্রীভগবানই গুরুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া 'জন্মে জন্মে প্রভু'। যদিও ভক্তের নিজ নিজ গুরুবিগ্রহ ব্যষ্টিভাবে পৃথক, তথাপি সমষ্টিভাবে সকলেরই গুরু এক-ভগবান। অর্থাৎ এই শ্রীগুরুদেবই সমষ্টি-গুরু শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া ইনিই শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষণরূপ দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে সমষ্টি গুরুই জগতে নিজের ভাগবতী তনু প্রকট, করিয়া ব্যষ্টি গুরুরূপ ধারণ করেন বলিয়া 'জন্মে জন্মে প্রভু' বলিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের সহিত শিষ্যের এই জন্মেই যে সম্বন্ধ শেষ হইল এমন নহে। তিনি জন্মে জন্মে শিষ্যের নিত্য প্রভু ও শিষ্যও তাঁহার নিত্য সেবক। এখানে একটী সন্দেহ হইতে পারে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ তিরোভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে গুরু-শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? উত্তর এই যে, গুরুতত্ত্ব ও গুরুসেবক-তত্ত্ব অনিত্য নহে—নিত্য। লোকচক্ষে অগ্র-পশ্চাতে

দেহত্যাগ আদি দৃষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়া শক্তি গুরু-শিষ্যের সেই নিত্য সম্বন্ধ যে কোনও কৌশলে অক্ষুন্ন রাখিবেন। গুরু যদি আগে চলিয়া যান, তিনি নিত্যধাম হইতে সৎশিষ্যের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া শিষ্যকে নিত্যধামে আকর্ষণ করিবেন। শিষ্য সেই দেহেই থাকুন বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, নিত্যধামগত গুরুর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করা বা তাঁহাকে আকর্ষণ করা অসম্ভব হইবে না। শিষ্য যেখানে জন্ম গ্রহণ করিবেন, শ্রীগুরু তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোনও যোগ্য ভক্তের উপর শক্তি প্রকাশ করিয়া, কখনও বা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া শিষ্যকে পুনরায় শিক্ষা-দীক্ষা দিবেন। সারকথা, যোগমায়া দ্বারা পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ অক্ষুন্ন থাকিবে।

দিব্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণরূপ। দিব্যজ্ঞান যাঁহার কৃপায় হৃদয়ে প্রকাশ পান। দিব্যজ্ঞান বলিতে অপ্রাকৃত জ্ঞান। 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদেঃ' (শ্রীহরি ভক্তিবিলাস) শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান দান করেন এবং পাপের সংক্ষয় করেন। সেই জন্য তত্ত্ববেত্তা আচার্যগণ তাহাকে দীক্ষা বলেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন, ইহার নাম দীক্ষা। আর শ্রীকৃষ্ণের ভজন-প্রণালী শিক্ষা দান বলিয়া তাহার নাম শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে মন্ত্রদানরূপ কৃপা করেন। শ্রীগুরুর মুখ হইতে মন্ত্র প্রাপ্তিই দীক্ষা। কোন গ্রন্থাদিতে কোন মন্ত্র দেখিয়া যদি কেহ জপ করেন, তাহাতে সিদ্ধি লাভ হয় না। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য শ্রীগুরুর প্রসন্নতাই মূল।

গুরুভক্তি অন্য সাধনের অপেক্ষা করে না। গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। 'এষ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণোঽপি' 'ইনিই শ্রীকৃষ্ণ'—এইরূপ বুদ্ধি ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না। মন্ত্র মন্ত্রদেবতা ও গুরু, এই তিন একই। 'যো মন্ত্রঃ সঃ গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ সঃ হরিঃ স্বয়ং'। যিনি সদ্ বন্ধুর ন্যায় শিষ্যের নিকট আসিয়া স্ব রহস্য মন্ত্র উপদেশ করেন এবং বিনাসাধনে দুর্লভ প্রেমধন প্রদান করেন, তিনি জগদ্গুরু এবং সেই জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গই আপামরকে প্রেমদানে আত্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব স্বরূপতঃ মন্ত্র, মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতা, মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু ও উপদিষ্ট মন্ত্রে কোন ভেদ নই। এইরূপ একত্ব প্রতীতি হইলেই শিষ্যের প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দভাবের অবসান হয় এবং স্বরূপানন্দে নিমগ্ন হইয়া যান। অতএব শ্রীগুরু-কৃপায় দিব্য চক্ষুলাভ এবং হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

প্রেমভক্তি যাহা হৈতে—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ সম্বন্ধ জ্ঞান হইতে শ্রীকৃষ্ণে মমতা বা প্রীতি প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সেই ভগবৎপ্রীতিই গুরুশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া জাগতিক সাধক হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওত সাধককে ভগবানের সন্নিকটে আকর্ষণ করেন বলিয়া 'প্রেমভক্তি যাহা হৈতে' বলিয়াছেন।

অবিদ্যা বিনাশ যাতে—বস্তুতঃ সাধনভক্তি হইতেই অবিদ্যা বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি অবিদ্যার কার্য্য ভজন-বাধক অনর্থরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই অনর্থ চারি প্রকার। সুকৃতিজাত দুষ্কৃতিজাত, অপরাধজাত ও ভক্তিজাত।

সুকৃতিজাত অনর্থ—ভজন-প্রারম্ভে কোন ভক্ত দরিদ্র ছিলেন,

কিন্তু পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ হঠাৎ ধন-সম্পত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে তাঁহাকে সেই প্রাপ্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধনেই ব্যাপৃত থাকিতে হইল, কাজেই ভজনে বাধা পড়িল—ইহাই সুকৃতিজাত অনর্থ।

দুষ্কৃতিজাত অনর্থ—কোন ব্যক্তি ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব দুষ্কৃতি বশতঃ তাঁহার ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইল, এবং সেই দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভজনে শৈথিল্য উপস্থিত হইল। ইহাই দুষ্কৃতিজাত অনর্থ।

অপরাধজাত অনর্থ—সাধারণতঃ নাম অপরাধ, সেবা অপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ ভেদে তিনপ্রকার হইলেও নামাপরাধই (অপরাধজাত) অনর্থ বলিয়া অভিহিত। নাম অপরাধ দশপ্রকার। সেবা অপরাধ বত্রিশ প্রকার, বৈষ্ণব নিন্দাদি ভেদে বৈষ্ণবাপরাধ বহু প্রকার। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ অতীব ভীষণতম অপরাধ। কারণ বৈষ্ণবাপরাধ হইলে ভক্তি দেবী অন্তর্দ্ধান করেন। বৈষ্ণব নিন্দা বা দ্বেষ হইতেছে ভক্তি বা প্রীতির বিরোধী ও অন্তরায়। সাধারণতঃ ঈর্ষ্যা বা ভয় বশতঃ দ্বেষ জন্মে। যেখানে ঈর্ষ্যা ও ভয়ের মিশ্রণে দ্বেষ জন্মে, সেখানে ক্রোধের উদয় হয়, আর যেখানে ঈর্ষ্যা বশতঃ দ্বেষ জন্মে, সেখানে নিন্দার উদয় হয়। কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণবকৃত কর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ কথনের নাম নিন্দা নহে। কেননা, কুকর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে নীরব হইয়া থাকিলে তাঁহাদের কুকর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।' কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, নিন্দা করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, যিনি নিন্দা

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া,
এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভুবন।।৬।।

করিতেছেন, তিনি দোষশূন্য কিনা? বস্তুতঃ সর্ব্বদোষশূন্য মনুষ্য এজগতে বিরল, বিশেষতঃ নিজের হৃদয়ে দোষগত সংস্কার না থাকিলে, অপরের দোষ দৃষ্টি হয় না। যখন তিনি নিজে দোষশূন্য নহেন, তখন তাঁহার মুখে অন্যের দোষ কীর্ত্তন শোভা পায় না। বাস্তবিকপক্ষে মহাপুরুষগণ কদাচ কাহারও দোষ দর্শন করেন না। অতএব যাঁহারা যে পরিমাণে নিজে দোষী, তাঁহারাই সেই পরিমাণে অন্যের দোষ দর্শন করেন এবং তাহা লোকের নিকট কীর্ত্তন করেন।

এই জন্যই শ্রীল স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় নিন্দা শব্দের অর্থ 'দোষ কীর্ত্তন' লিখিয়াছেন। অতএব নিন্দাদি পরিত্যাগ করিয়া ভজন আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে অনর্থ ক্ষয় হইতে থাকে।

ভক্তিজাত অনর্থ—লোকে আমার ভক্তি যাজন দেখিয়া আমাকে অর্থাদি প্রদান করুক বা পূজাদি করুক বা আমার প্রতিষ্ঠা-যশ ঘোষণা করুক—এইপ্রকার লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার ভজনে ভগবদ্ভজন হয় না, কাজেই ভজনের অভিনয় প্রদর্শন করা হয় মাত্র, ইহাই ভক্তিজাত অনর্থ।

বেদে গায় ইত্যাদি—বেদাদি শাস্ত্রও শ্রীগুরুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। যথা 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ', 'যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ' ইত্যাদি শ্রীভগবান বলিয়াছেন—শ্রীগুরুকে

আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু—করুণা—পরদুঃখ-কাতরতা। যিনি পরদুঃখ সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহাকে করুণ বলা হয়। শ্রীগুরুদেব সেই করুণা-সাগর। যদিও শ্রীভগবান ভক্তির বশ, কিন্তু শ্রীগুরুদেব নিজ শিষ্যকে সেই ভক্তি প্রদান করেন। শ্রীভগবান যোগ্যপাত্রে করুণা করেন, কিন্ত অপরাধ ঘটিলে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান। শ্রীগুরুদেব করুণা-সিন্ধু বলিয়া স্বীয় কারুণ্যগুণে শিষ্যের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া ভক্তিসম্পদ্ প্রদান করেন।

অধমজনার বন্ধু—সকলকে যথাযথ সম্মান করা ও সকলের নিকট কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করাই বৈষ্ণব-স্বভাব। উত্তম হএ্যা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান'। অতএব যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম বলিয়া মনে করেন, তিনিই গুরুকৃপা লাভের অধিকারী। এখানে বন্ধু শব্দের অর্থ, যিনি কদাচ ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না। অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যে কদাচ বিচ্ছেদ হয় না। এইজন্য বলিয়াছেন—

লোকনাথ লোকের জীবন—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ভগবদ্‌পার্ষদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু। অতএব শ্রীগুরুচরণ-সন্নিধানে অবস্থানই লোকের জীবন, অন্যথা মরণ। এইরূপে শ্রীগুরু মহিমা বর্ণন করিতে করিতে নিজের অযোগ্যতারূপ আর্ত্তির স্ফুর্ত্তিহেতু বলিতেছেন—

হা হা প্রভু! কর দয়া। প্রভু—অযোগ্য ও অধমকেও কৃপাগুণ-ধারণের যোগ্যপাত্র করিতে সমর্থ।

বৈষ্ণব-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হইতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা পরাজয়।।৭।।

যাহা হৈতে যস্মাৎ বৈষ্ণবচরণরেণু ভূষণাৎ। অজ্ঞান-অবিদ্যা—চতুবর্গ বাঞ্ছা-তদ্রূপা অবিদ্যা।।৭।।

দেহ মোরে পদ-ছায়া—আতপ-তাপিত জনের যেমন 'ছায়া' শান্তিপ্রদ আশ্রয়, তেমন শ্রীগুরু-পদ-ছায়াও ত্রিতাপে দগ্ধীভূত অধমজনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্বরূপ।

এবে যশঃ ঘুযুক ত্রিভুবন—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অনুশরণ করিয়া সকল সাধককেই এইরূপে শ্রীগুরুর মহিমা গান করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।।৬।।

বৈষ্ণব চরণরেণু ...... অনুভব হয়—শ্রীগুরুকৃপার সহিত বৈষ্ণবকৃপাও আবশ্যক। তাই শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরু মহিমা বর্ণনের পরেই বৈষ্ণবচরণ রেণুর মহিমা বর্ণন করিতেছেন। ভক্তি সাধকগণের বৈষ্ণবচরণ রেণুকেই তনুর ভূষণ করা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণবচরণ রেণু ম্রক্ষণ করিতে হইবে। কারণ আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমরা কৃষ্ণনাম-রূপাদি শ্রবণকীর্ত্তন করি, বৈষ্ণবদর্শন করি, মহাপ্রসাদ সেবন করি, কিন্তু এই সমস্ত আনন্দ রসময় বস্তুর আনন্দ ও রসের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদন বা অনুভব পাই না। মায়া দ্বারা আমাদের চিদানন্দ অনুভব শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। যেমন অঙ্গে পক্ষাঘাত হইলে তাহাতে চিমটি কাটিলে, আগুন ছোঁয়াইলে কোন

জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরসকূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস তনু।
যাহার প্রসাদে লোক পাশরিল দুঃখ শোক,
প্রকট কলপতরু জনু।।৮।।

প্রকার অনুভূতি হয় না। আবার সেই অঙ্গে তৈলাদি ঔষধ মালিশের দ্বারা পক্ষাঘাত দূর হইলে তখন অনুভূতি আসে। সেইরূপ অবিদ্যা রোগে আমাদের বা আত্মার চিদানন্দ অনুভবের শক্তি লোপ হইয়াছে। বৈষ্ণবচরণ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মালিশের দ্বারা মায়ারোগ দূরীভূত হইলে আমরা ঐ সমস্ত চিদানন্দ রস বস্তুর এবং শ্রীগুরুমহিমা অনুভব করিতে পারিব।

মার্জ্জন হয় ভজন .... অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় — ভক্তিসাধন অবস্থাতে নানাপ্রকার অনর্থজালে জড়িত গৃহে অথবা কোন নির্জ্জন স্থানে একা বসিয়া ভজন করিলে নানাপ্রকার অনর্থ আসিয়া ভজনকে দূষিত করে। এইজন্য শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিভজন করিলে ভজন মার্জ্জন ও অজ্ঞান-অবিদ্যা পরাজয় হইবে। মাসে বা পক্ষে একবার সাধুসঙ্গ করিলে ভজনে ফলোদয় হইবে না—অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। **সাধু** দুই প্রকার। (১) শুদ্ধ ভক্ত (২) ভক্তিরস শাস্ত্র। কোন সময়ে ভক্তিরসিক ভাগবতগণের সঙ্গ এবং কখনও বা ভক্তিরস শাস্ত্রের সঙ্গ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভজন মার্জ্জিত হইবে। ভজন মার্জ্জনের ভাবার্থ এই যে, দর্পণ যতই পরিমার্জ্জিত হয়, ততই তাহাতে প্রতিবিম্ব সুষ্ঠুরূপে প্রতিফলিত হয়। সেইরূপ ভজন

যতই মার্জ্জিত হয়, ততই শ্রীভগবন্নাম-রূপাদির মাধুর্য্য অনুভব হয় এবং চতুর্ব্বর্গ বাসনার মূল যে অবিদ্যা তাহাও চিরতরে পরাজয় প্রাপ্ত হয়। স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তণ-স্মরণাদি করিতে হইবে। কারণ কৃষ্ণনাম-রূপ গুণাদি স্বপ্রকাশ বস্তু, জড় ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ হন না। বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপেই বা সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তিতে প্রকাশিত হন। সাধুসঙ্গ হইতেই স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় ও অবিদ্যা বিনাশ হয়।।৪।।

জয় সনাতন রূপ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ ভক্তিরসের মধ্যে মধুর বা উজ্জ্বল ভক্তিরসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনের জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের দুই ভ্রাতার জয়গান করিতেছেন। যেহেতু, শ্রীরূপ-সনাতনই যুগল-উজ্জ্বলরসের শ্রেষ্ঠ আস্বাদক এবং যুগলরস-বিভাবিত কলেবর।

প্রেমভক্তি রসকূপ—সাগরে অন্যান্য নদ-নদীর জল মিশ্রিত থাকে, কিন্তু কূপজলে তাহা থাকে না বলিয়া উহা স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও সুশীতল। সেইরূপ শ্রীরূপ-সনাতন-প্রচারিত প্রেমভক্তিরসে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিরূপ নদ-নদীর মিশ্রণ না থাকায়, এই ভক্তিরস নিজ স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ। এইজন্যই রসকূপ বলিয়াছেন। যাঁহারা প্রেমভক্তি রসমাধুরী পান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই দুই কূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপায় অদ্যাবধি লোকসকল তাঁহাদের গ্রন্থরূপ রসকূপে অবগাহন করিয়া শোক দুঃখাদি ভুলিয়া

প্রেমভক্তি-রীতি যত, নিজগ্রন্থে সুবেকত,
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয়।।৯।।
যুগলকিশোর- প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
সে রতন মোর গলে হারা।।১০।।

দ্বাভ্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীরূপসনাতনাভ্যাং সর্ব্বপ্রেমভক্তিরীতির্ব্যক্তং যথা স্যাৎ তথা নিজগ্রন্থে লিখিতা। তৎশ্রবণাৎ ভক্তানাং চিত্তং প্রেমানন্দরূপ সমুদ্রে প্লুতং স্যাৎ।।৯।।

সে রতন মোর গলে হারা—তেন প্রেমরত্নেন কণ্ঠে হারং করবাণীতি ভাবঃ।।১০।।

শ্রীরাধামাধবের ভজন করত ভক্তিরস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এজন্য বলিয়াছেন, প্রকট কল্পতরু অর্থাৎ মূর্ত্তিমান প্রেমভক্তি স্বরূপ। তাই ইহাদের শ্রীচরণাশ্রয়ই পরম মঙ্গলপ্রদ।

প্রেমভক্তি প্রাপ্তির সাধনরীতি এবং প্রেমভক্তি আস্বাদনরীতি ও প্রেমপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তগণের রীতিসকল শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই দুই মহাশয় নিজ নিজ গ্রন্থে সুন্দররূপে ব্যক্ত (সুস্পষ্ট) করিয়া লিখিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ অনুশীলনে প্রেমভক্তিরসতত্ত্ব বিশেষরূপে আস্বাদন হয় অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের প্রেমরস-সিন্ধুতে আপ্লুত হয়। অতএব শ্রীপাদ গোস্বামীগণের শ্রীগ্রন্থরূপ রসকূপে অবগাহন ব্যতীত সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় প্রেমসেবা লাভ করা

ভাগবতশাস্ত্র-মর্ম্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই
এই ভক্তি পরম কারণ।।১১।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্য, হৃদয় করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।।১২।।

যায় না।।৯।।

লক্ষবাণ—লক্ষবার স্বর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহার ভিতর যেমন কিছুমাত্র খাদ মিশ্রিত থাকে না এবং তাহার উজ্জ্বলতাও সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুগল কিশোর সম্বন্ধীয় প্রেম অতি সুনির্ম্মল, তাহাতে স্ব-সুখের গন্ধ-মাত্রও নাই। শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন নিজ নিজ গ্রন্থে সেই উজ্জ্বল রসময় প্রেমরত্ন জগতের জন্য প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। সেইজন্য গ্রন্থকার পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগের জয় ঘোষণা করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন—সেই প্রেমধন আমায় প্রদান করিয়া আরও তোমাদের কৃপার উৎকর্ষ জগতে প্রচার কর। আর আমিও সেই প্রেমরত্নের হার গলায় ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই।।১০।।

শ্রীমদ্ভাগবতের সারমর্ম্মই নববিধভক্তি, শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন-প্রচারিত গ্রন্থাদিতে সেই নববিধা ভক্তিই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক এই নববিধা ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠানই পরম কারণ, অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম উপায়।।১১।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহাশক্য'—ইহা দ্বারা শ্রীগুরুবাক্যই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করা উচিত—স্থির হইয়াছে, অতএব শ্রীগুরুবাক্যের অবিরোধে অন্যান্য সাধুর বাক্য এবং শাস্ত্রবাণীর সমন্বয় করা কর্ত্তব্য। এখানে সাধু শব্দে রূপানুগ ভক্তিরসিকগণ। শাস্ত্র শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত ভক্তিরস প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ। আর গুরু শব্দে ভজননিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও কাম-ক্রোধাদির অবশীভূত সদ্‌গুরুকেই বুঝিতে হইবে। গুরুবাক্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বিবেচনায় অবিচারিতভাবে তাহা পালন করিতে হইবে। সাধুদিগের আচার, বাক্য ও ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ গুরুপদেশের সহিত ঐক্যই আছে। আমাদের মায়াগ্রস্ত মনে এই তিনটীর ভেদ কখনও দেখা গেলেও হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে হইবে যে আমার নিজেরই বুদ্ধির দোষ। সুতরাং কোন অভিজ্ঞ সাধুর নিকটে উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীগুরুদেব যদি অন্যায় আজ্ঞা করেন, তাহাও কি অবিচারে প্রতিপালনীয়? এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ বিচার্য্য বিষয় এই যে, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুকে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারই এতাদৃশ সঙ্কটময় অবস্থা হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় গুরুবাক্যের সহিত সৎশাস্ত্রের ঐক্যতা পূর্ব্বক সদাচারী সাধুগণের উপদেশ প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। তখন শাস্ত্রবাক্য ও সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ যাহা বলেন, তাহার সহিত শ্রীগুরুবাক্য সমন্বয় কর্ত্তব্য।

অতএব যাঁহারা যথাশাস্ত্র গুরু গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের বিষয় এস্থলে আলোচ্য না হইলেও তাদৃশ গুরু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রীয় লক্ষণযুক্ত গুরু না হইলে নিশ্চয় গুরু ও শিষ্য উভয়ের সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—'যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ঃ।।' যিনি অন্যায় বলেন এবং যিনি অন্যায় শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়ে (গুরু ও শিষ্য) অক্ষয় কাল ঘোর নরকে গমন করেন। অতএব এরূপ অন্যায় আজ্ঞাকারী গুরুকে দূর হইতে প্রণামবন্দনাদি করা ব্যতীত নিকটে গমন করিয়া উপদেশাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আর গুরু যদি বৈষ্ণব-বৈদ্বেষী হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। যথা, ''গুরোরপ্য-বলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে'' ইতি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনা-বৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন'—ইত্যাদি বচন বিষয়ত্বাচ্চ। (ভক্তি-সন্দর্ভঃ ২৩৮ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ অবলিপ্ত (কুকার্য্যরত) কার্য্য ও অকার্য্য অর্থাৎ কোন্‌টী কর্ত্তব্য, আর কোন্‌টী অকর্ত্তব্য—ইহা যিনি জানেন না, উৎপথ-প্রতিপন্ন অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র বিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করা হইলেও পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যেহেতু তাঁহার বৈষ্ণবতা না থাকায় অবৈষ্ণবতা নিবন্ধন ''অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক হয়', ইত্যাদি বচনের বিষয়ত্ব-হেতু উক্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী গুরু অবশ্য পরিত্যজ্য।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদেনোক্তম—
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ।।১৩।।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী যদিও ভক্তির অনুষ্ঠান করেন বটে, তাহা কর্ম্মফল প্রাপ্তির নিমিত্ত ও জ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত মাত্র—কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিশূন্য ভক্তির প্রতিকূল কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সঙ্গ দূরে পরিহার করিতে হইবে—ইহাই (শ্রীল ঠাকুর মহাশয়) গাজে—উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন অর্থাৎ গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন।।১২।।

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং'—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই ত্রিপদী তাহারই সার সংকলনমাত্র।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মানসভাবই ভজন। অর্থাৎ শরীর দ্বারা পরিচর্য্যা বাক্যদ্বারা শ্রীভগবন্নাম ও গুণ কীর্ত্তন, মনদ্বারা তদীয় লীলাদির চিন্তা এবং ঐ সকল চেষ্টা সর্ব্বদা ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনময়ী হইবে এই ভজন ব্যাপার ভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের অনুগ্রহে লাভ হয়, সুতরাং এই ভক্তির বিষয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারসকল, কিন্তু ব্রহ্মা-রুদ্রাদি বা অন্য দেবতা এই ভক্তির বিষয় হইতে পারেন না। এজন্য

মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়-মনে করিয়া সুসার।।১৪।।

দণ্ডকারণ্যবাসি-মুনয়ো বৃহদ্বামনোক্তশ্রুতয়শ্চ চন্দ্রকান্তিশ্চ বিল্ব-মঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্বমহাজনাঃ। ষড়্‌গোস্বামিনশ্চ পরমহাজনাঃ। সুসার—সুসিদ্ধম্।।১৪।।

তাঁহাদের পূজাদি ত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে ভজন করিতে হইবে। ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ হইতেছে—অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন। তটস্থলক্ষণ দুইটী, (১) অন্যাভিলাষশূন্য (২) জ্ঞান-কর্ম্মাদিতে অনাবৃত। এখানে অন্যাভিলাষ বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিষয়ে অভিলাষ ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি অভিলাষ। অতএব শ্রীকৃষ্ণসুখ-সম্পাদন-লালসা ভিন্ন অন্য নিজ সুখ লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্ম বলিতে স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি। কেননা এরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ভজন হয় না। এরূপ অনন্যা ভক্তিই প্রেমলাভের শ্রেষ্ঠ সাধন। তাই শুদ্ধভক্তগণ এই ভক্তিলাভ করিবার ইচ্ছাই সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করেন।১৩।

শুদ্ধভক্তিপথে সাধককে নিজের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই পথেই অনুগমন করিতে হইবে। এই পথের পূর্ব্ব মহাজন বলিতে দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ * বৃহৎ

বামনপুরাণোক্ত শ্রুতিগণ ও চন্দ্রকান্তি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তি মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত কান্তাভাব অবলম্বনে ভজন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপীদেহ লাভ করত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীরাধিকার সখীভাবে লুব্ধ হইয়া ভজন করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইনিও সখীভাবের (সখীবিশেষের) ভাবের অনুগত হইয়া ভজন করিয়াছেন। পরবর্ত্তি কালের মহাজন শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ, ইঁহারা শ্রীরাধিকার সেবাপরা মঞ্জরীরূপে ভজনরীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বাপর মহাজনের ভজনরীতি বিচার করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে ও আনুগত্যে গমন করিবে।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের ভজনরীতি এবং তাঁহাদের সিদ্ধপ্রণালী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, কান্তাভাবলুব্ধ সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিয়া যেরূপ মাধুর্য্যাস্বাদনে সমর্থ হন, সখীভাববিশিষ্ট সাধকগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হন। আবার সেবাপরা মঞ্জরীগণ সখিগণ পরিবেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া সর্ব্বাধিক অধিকতম মাধুর্য্যাস্বাদনে সমর্থ হন। অতএব মঞ্জরীভাবে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবাই সর্ব্বোত্তম সাধন ও সিদ্ধরীতি।

✳ শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়িনী এবং শ্রীসীতাদেবীর সৌন্দর্য্য দর্শনে গোপীবিষয়িনী রতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাই ঐ সকল মুনিগণ ভজন করিয়া পরে ব্রজে গোপী হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারাও রাগানুগা মধ্যে পরিগণিত।

অশেষ দুঃখসঙ্কুল বিষয়ানুরক্ত মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাস্মরণে নিয়োজিত করাই সাধন। যদিও শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির সহিত কথঞ্চিৎ মনের সমযোগ হইলেই স্মরণ সিদ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে মনুষ্য মায়িক মনের দ্বারা সহস্র চেষ্টা করিয়া সেই মনকে নিজবশে আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন, "ইহাতে না কর হেলা।" কারণ, অনুচৈতন্যস্বরূপ জীব নিজের সামর্থ্যে তাহার মায়িক মনের দ্বারা লীলা স্মরণে অসমর্থ। অথচ লীলাদি স্মরণই শ্রেষ্ঠ সাধন।

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সাধনের মধ্যে স্মরণই প্রত্যক্ষফলপ্রদ এবং স্মরণের ফলেই স্মরণকারী শ্রীভগবানের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু এই সাক্ষাৎ স্মরণ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ চিত্ত শুদ্ধ না হইলে স্মরণ হয় না অর্থাৎ অন্য পদার্থের স্ফূরণরূপ মল থাকিলে স্মরণ হয় না। আবার সাধকের নিকট প্রথমে স্মরণ ব্যাপারটি পুরুষ-প্রযত্ন সাধ্য বলিয়া মনে হয়, তাই তাহাদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধি দুষ্কর হয়; কিন্তু নিজের পুরুষকার বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবৎচরণে শরণাপন্ন হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে আনুষঙ্গিক ভাবে চিত্তশুদ্ধ হইয়া যায় এবং সুন্দরভাবে স্মরণও হয়।

নিজাভিলষিত পরিকর বিশেষের অনুগত হইয়া নিরন্তর লীলাস্মরণই এই রাগানুগমার্গের প্রধান সাধনাঙ্গ—ইহা পরে বিশেষভাবে বিবৃত হইবে।

এইখানে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লীলা স্মরণকেই রাগানুগগণের

অসৎ-সঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে।।১৫।।

সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, রাগানুগামার্গে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কেবল লীলাস্মরণ দ্বারাই সাধনায় সিদ্ধ হইব—এরূপ সিদ্ধান্ত সাধু-শাস্ত্রসম্মত নহে। সর্ব্ব ভক্তিমার্গের মধ্যে সর্ব্বকালে, সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্ব মহাজন কর্ত্তৃক শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম পরম সাধন ও সাক্ষাৎ পরম সাধ্যস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও এই গ্রন্থের পরিশেষে শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বপ্রধানতম সাধন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং রাগানুগীয় সাধক শ্রীনামসংকীর্ত্তনকেই প্রধানতমরূপে অবলম্বন করিয়া তদনুগতভাবে লীলা স্মরণ করিবেন।।১৪।।

অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবাচার, অসৎ বলিতে অভক্ত এবং ভক্ত হইয়াও যাঁহারা স্ত্রীর বশীভূত—এই দুইপ্রকার সঙ্গই ত্যাগ করিতে হইবে। (স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর—শ্রীচৈঃ চঃ অতএব ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভজনে ঐকান্তিকতা হইবে না। কাজেই ইহাদের সঙ্গও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। অন্য গীত শব্দে গ্রাম্যগীত বা গ্রাম্য কথা বলা, শোনা ও পরচর্চ্চাকে বুঝাইবে। ঐগুলি সাধকের পক্ষে বড়ই বিঘ্নকারক। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল

যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্য দেব-পূজক ধ্যানী,
ইহ লোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবর-ধারী।।১৬।।

অন্য যোগ—স্ত্রী-পুত্র বিষয়াসক্তিঃ ।।১৬।।

ও জড়াসক্ত। কাজেই অসৎসঙ্গ, পরচর্চ্চা, গ্রাম্যকথা আলাপ-আলোচনা করিলে সাধকের মন সিদ্ধস্বরূপে লীলাস্মরণ হইতে বিচ্যুত হইবে। এই জন্য ব্রজরসের সাধকগণের ঐগুলি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কেবল ভক্ত বলিতে যাঁহারা স্বরূপতঃ কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্যাভিলাষশূন্য শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান রত শুদ্ধভক্ত, আবার এই শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা নিরন্তর ব্রজপুরে (দেহদ্বারা বা মনের দ্বারা) নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন এবং শ্রীরাধামাধবের প্রেমময় লীলাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেছেন, একমাত্র তাঁহাদেরই সঙ্গ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মুখে নিরন্তর রসপুর ব্রজের রসলীলার কথা অথবা ব্রজের রসপুরিত প্রেমময় ও প্রেমময়ীর লীলাকথা শ্রবণ করিতে হইবে; যেহেতু, লীলা শ্রবণই লোভের সাধন অর্থাৎ অননুসন্ধানে স্মরণ নিষ্পন্ন হয়। ব্রজরসিক ভিন্ন প্রেমভক্তি রসরঙ্গ ও ব্রজের রসলীলার কথা অন্য ভক্তের দুর্ব্বোধ্য। ব্রজরসের অনভিজ্ঞ ভক্তগণের সহিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রাভক্তির আলোচনা হইতে পারে কিন্তু প্রেমভক্তি রসকৌতুক ও রসপুর ব্রজলীলার কথা তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইবে না। তাঁহাদের সহিত রসলীলাকথা

আলোচনা করিতে গেলে অনর্থ উপস্থিত হইবে এবং ভাবান্তর ঘটিয়া ক্ষতি হইতে পারে।।১৫।।

শুদ্ধভক্তিপথের সাধককে ত্যাগ-আচারের প্রতি বিশেষ দৃঢ়ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যতই সুপথ্য ও উত্তম ঔষধ সেবন কর না কেন, কুপথ্য ত্যাগ না করিলে স্বাস্থ্যলাভ ও শরীর পোষণ ত দূরের কথা, রোগই সারিবে না। সেইজন্য ভবরোগনাশক বৈদ্যচূড়ামণি শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পুনরায় অসৎসঙ্গ ও অসদাশক্তি ত্যাগপূর্ব্বক গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যোগী—অষ্টাঙ্গ যোগী, ন্যাসী—সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া মুক্তিলাভের জন্য যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম্মী—ভক্তির প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মে রত ব্যক্তিগণ। জ্ঞানী—জীবকে নারায়ণ বা ব্রহ্ম ভাবিয়া যাঁহারা 'সোঽহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি রূপে ধারণা করেন। অন্যদেবপূজক—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ও অন্য দেব-দেবী সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসী, এই বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অন্য দেবদেবীকে পৃথক ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করেন। ধ্যানী—যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব ধারণা করেন। ইঁহারা সকলেই অসৎ মধ্যে গণ্য। ইঁহাদের সঙ্গ দূরে পরিহার করিবে।

ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম—দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণ করা হয় কর্ম্ম—দেহাত্মবুদ্ধিমূলক বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, দুঃখ—নানাবিধ জড়ীয় ক্লেশ। শোক-ধন-জনাদি নাশের জন্য অনুশোচনা এবং অন্য যোগ অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র ও

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, মদ মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য-ভজন।।১৭।।
কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ।।১৮।।

সর্ব্বসিদ্ধি—তীর্থযাত্রাদি-পুণ্যকর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ। মদ—বিবেকহারী উল্লাসঃ। মাৎসর্য—পরোৎকর্ষাসহনম্।।১৭।।

নামলীলাগুণাদীনাং শ্রুতিঃ শ্রবণং। নামলীলাগুণাদীনাং মুখেন ভাষণং কীর্ত্তনং। শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বকোপচারাণাং মন্ত্রেণোপপাদনমর্চ্চনং যথা কথঞ্চিন্মানসঃ সম্বন্ধঃ স্মরণং। স্মরণভেদবিশেষঃ ধ্যানং। শ্রদ্ধান্বিত ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ।।১৮।।

বিষয়াদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া গিরিবরধারীর ভজন কর। 'গিরিবরধারী' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য দেবতার উপাসনা বা অন্যান্য ধর্ম্মাদি ত্যাগ জনিত কোন প্রত্যবায় হইবে না। ব্রজবাসীগণ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা ত্যাগ করায় ইন্দ্র, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত আদি দ্বারা বিঘ্নের চেষ্টা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করত ব্রজবাসীগণকে যেরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সাধককেও শ্রীগিরিধারী সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এখানে তীর্থ শব্দের অর্থ কোন ভগবদ্ধাম নহে। শ্রীমথুরা,

শ্রীদ্বারাবতী, শ্রীনীলাচল, শ্রীঅযোধ্যা প্রভৃতি ভগবদ্ ধাম ব্যতীত অন্য তীর্থে গমন ভক্তির অনুকূল নহে; কাজেই বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া মনের ভ্রম মাত্র। পরন্তু শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস ভজনের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বতীর্থ গমনের ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। মদ—বলিতে বিবেকহারী উল্লাস। মাৎসর্য্য বলিতে পরের উৎকর্ষ-অসহন। যাঁহারা হরিভজন করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের কোন প্রকার জড়ীয় আনন্দে মত্ত হওয়া বা কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রভৃতির কোন উৎকর্ষ দেখিয়া অসহিষ্ণু হওয়া অনুচিত।।১৭।।

অনন্য ভক্তগণ কৃষ্ণভক্তের অঙ্গ দর্শন ও সঙ্গ করিয়া এবং শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণভজন করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রয়োজন নাই—এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, স্মরণ, ধ্যানাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করিবেন। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণভজন করিতে হইবে। অসাধুসঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিলে শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না—নামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি অনর্থ উপস্থিত হয়। তাহাতে সাধকের সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা নাম-গুণ-লীলাদি গ্রহণ করার নাম শ্রবণ, নাম লীলা-গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে কথনের নাম কীর্ত্তন। অর্চ্চন অর্থে ভগবদ্ পূজা। বিধি ও রাগমার্গভেদে ভগবদ্ পূজা দ্বিবিধ। বিধিমার্গের পূজা পঞ্চরাত্রের বিধানমতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাসাদিপূর্ব্বক মন্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। আর রাগমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সম্বন্ধে ধরিয়া ব্রজবাসীগণের অনুগভাবে কৃষ্ণের মাধুর্য্যজ্ঞান মমতার সহিত ভাবের অবিরুদ্ধভাবে বিধি রক্ষা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী দেবা
এই ত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিলে লাগয়ে বড় ব্যথা।।১৯।।

দেবী—পার্ব্বত্যাদয়ঃ। দেবা—রুদ্রাদয়ঃ। উপালম্ভ—শ্রীকৃষ্ণ-কথাশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিব্যতিরিক্তমন্যসর্বজ্ঞানং দম্ভমাত্রমেব স্যাৎ।।১৯।।

রাগমার্গে ঐকান্তিক নামনিষ্ঠগণের ভগবৎসেবা মহামন্ত্রেই সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে — বিশেষতঃ কলিকালে। নাম-লীলা-গুণাদির সহিত যথাকথঞ্চিৎ মানস সম্বন্ধ হইলেই স্মরণ সিদ্ধ হয়। স্মরণের পাঁচটী স্তর যথা—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। তাহার মধ্যে মনের দ্বারা ইষ্টদেবের যৎসামান্য অনুসন্ধানই স্মরণ। সামান্য স্মরণের দ্বারাই সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া ইষ্টদেবে মনোনিবেশকে ধারণা বলে, বিশেষরূপে ইষ্টদেবের রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান। নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারার মত ইষ্টবিষয়ে চিত্তপ্রবাহকে ধ্রুবানুস্মৃতি বলে, কেবল ধ্যেয় মাত্রের স্ফুর্ত্তিই সমাধি।

নবভক্তি মহাজ্ঞান—ভক্তিদেবীর কৃপায় এই নবধা ভক্তিযাজনে সাধকের হৃদয়ে এমন মহাজ্ঞানের উদয় হয় যে, বহু শাস্ত্রে বহু তর্কে যে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা সহজে পাওয়া যায় না, ভজননিষ্ঠ সাধক একটী কথাতে তাহা মীমাংসা করিয়া দেন।

এই ভক্তি পরম কারণ — এই সাধনভক্তিই প্রেমভক্তির কারণ।।১৮।।

হৃষীক—ইন্দ্রিয়। গোবিন্দ—ইন্দ্রিয় সকলের অধিপতি বা হৃষীকেশ ইহাই এস্থলে গোবিন্দ শব্দের শ্লেষার্থ। অতএব পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণের তথা রুদ্রাদি দেবগণের পৃথকরূপে পূজা না করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা একমাত্র শ্রীগোবিন্দ সেবাই কর্ত্তব্য। জীব নিত্য কৃষ্ণদাসস্বরূপ। তাহার হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবার জন্যই সৃষ্ট। এরূপ ভজনের নামই অনন্য ভজন। অন্যথায় ব্যভিচার হয়। ফল-পরিণামে অধোগতি। সুতরাং জীবের স্বরূপ বা নিত্য ধর্ম্মে হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর পূজা কোন ক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিসম্মত নহে। হৃষীক বা ইন্দ্রিয় এগারটী। তন্মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী। যথা—(১) বাক্ (২) পানি (৩) পাদ (৪) পায়ু (৫) উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী। যথা—(১) চক্ষু (২) কর্ণ (৩) নাসিকা (৪) জিহ্বা (৫) ত্বক। আর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুদ্বারা শ্রীভগবান, তাঁহার ধাম ও তদীয় ভক্তের দর্শন,, কর্ণদ্বারা তদীয় নাম-লীলাদি শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা শ্রীভগবন্নিবেদিত তুলসী-চন্দনাদির আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা মহাপ্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীনামকীর্ত্তন, ত্বকের দ্বারা শ্রীধামের রজ, ভক্তপদ রজ, ভক্তপাদস্পর্শাদির অনুভব, বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বা তৎসম্বন্ধী বস্তুর মহিমা কথন বা বক্তৃতাদি, হস্তের দ্বারা সেবাকার্য্য করণ, পদের দ্বারা শ্রীভগবান ও ভক্তের দর্শন জন্য গমন। আর পায়ু ও উপস্থ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সেবানুকূল্য না থাকিলেও মল-মূত্র ত্যাগাদি দ্বারা চিত্ত সুস্থ হয় বলিয়া সাধুগণ ইহাদের কথঞ্চিৎ ভক্ত্যানুকূলতা স্বীকার করেন। এইরূপ ভজনের নামই অনন্যভজন। ইহা ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ভোগময় জড় জগতের তত্ত্বালোচনা, যোগ, জ্ঞান, যম, নিয়ম,

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়।।২০।।

শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, ধ্যান, ধারণা, ব্রত, ত্যাগ, সন্ন্যাস, তপস্যাদির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা বা এই সব বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করা উপালম্ভ মাত্র। এই সব উপালম্ভ শুদ্ধভক্তির বাধক এবং তাহা দাম্ভিকতাতেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীগোবিন্দ সেবা ব্যতীত ইন্দ্রিয়বান ব্যক্তির যত কিছু কার্য্যপ্রবৃত্তি, সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত দেহাভিমানজনিত; সুতরাং ইহা দম্ভ মাত্র। এইরূপ মায়াময় বৃথা কার্য্য দেখিলে ভক্তিরসিকগণের হৃদয়ে ব্যথা বোধ হয়।।৯।।

দেহমধ্যে যে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ বাস করে এবং চক্ষু-কর্ণাদি যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহারা কেহ কাহারও বশীভূত হইতে চাহে না, বরং তাহারা চিত্ত চঞ্চল করিয়া দেয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণভজনই যে আমার কর্ত্তব্য—ইহা আমি দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।

সাধক বাহিরের অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হৃষীকে গোবিন্দ সেবা করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের মধ্যস্থিত ছয়রিপু ও বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণ চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ অবস্থা হইতে বহির্ম্মুখ বিষয়ে আকৃষ্ট করে। এইজন্য সাধক ভজন হইতে বিচলিত হইয়া পড়েন। ভজন-কৌশল

না জানিলে ভজনে ভ্রষ্টতা ঘটে; সেইজন্যই ঠাকুর মহাশয় ছয়রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিবার সুকৌশল উপদেশ দিবার প্রথমেই রিপু ও ইন্দ্রিয়গুলির অবাধ্যতা ও তাহাদের দ্বারা চিত্তের দৃঢ়তা বিচলিত হওয়ার কথা বর্ণনা করিতেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টি রিপু। কাম একবার চিত্তকে আকর্ষণ করে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ, আবার লোভ ইত্যাদি যুগপৎ আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন ইন্দ্রিয়গণই রিপুর বাধ্য হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় চিত্তকে নিজনিজ ভোগ্য বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া ভজন হইতে বিচলিত করিয়া দেয়; তখন সাধকের দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের ও ভাগবতের বাণী কর্ণ শ্রবণ করিলেও তাহাতে দৃঢ়তা রাখিতে পারে না।

প্রাণ জানিয়াও জানিতে পারে না। এখানে প্রাণশব্দের অর্থ মন অথবা পঞ্চপ্রাণ। মন বলিলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, মন বুঝিয়াও রিপুর বশে দৃঢ়তা রক্ষা করতে পারে না, সুতরাং জানিয়াও না জানার মত হয়। প্রাণ শব্দের অর্থ যদি পঞ্চ প্রাণকে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার অর্থ এইরূপ হইবে—প্রাণের বৃত্তি ক্ষুৎ-পিপাসা; শ্রীগুরু ও ভাগবতবাণীতে শ্রবণ করা যায় যে, স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ, মন ও আত্মাদি শ্রীকৃষ্ণপাদ পদ্মে সমর্পণ করিলে পর এই দেহ-মন আদি শ্রীকৃষ্ণেরই হইল জীব কৃষ্ণদাস হইল। তখন প্রভুর সেবা ও নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনই তাহার নিত্যধর্ম্ম হইল। দাসের ভরণ-পোষণের ভার প্রভুর চরণেই ন্যস্ত হইল। সাধক বিক্রীত পশুর ন্যায় নিজের ভরণ-পোষণের বিষয় কোন

চিন্তা করিবেন না। যখন পশুটী আমার ছিল, আমি তখন তাহার ভরণ-পোষণের চিন্তা করিতাম; সেই পশুটীকে যখন আর একজনকে বিক্রয় করা হইল, তখন তাহার ভরণ-পোষণের ভার আমার থাকিল না, যাঁহাকে সেই পশু দেওয়া হইয়াছে, তিনিই তাহার ভরণ-পোষণ করিবেন। ভক্তিসাধকের ভক্তি সাধনের প্রথমেই এই বিষয়ের দৃঢ়তা চাই। সাধকের প্রথমেই শরণাগতি বা আশ্রিত হওয়া। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে গোপ্তৃত্বে বরণ স্বরূপ লক্ষণ আর পাঁচটি তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ না থাকিলে তটস্থ লক্ষণে কোন ফল হয় না। 'কৃষ্ণ আমার পালন করিবেন, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না', আমার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা তাঁহার নাম-গুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ও সেবন। এই গোপ্তৃত্বে বরণেতে বিশেষ দৃঢ়তা চাই, আমার প্রাণ তিনিই পালন করিবেন—এই বিশ্বাস না থাকিলে শরণাগত বা আশ্রিত হওয়াই হইল না; শরণাগত বা আশ্রিত না হইলে ভজন-সাধন হইতেই পারে না। শ্রীগুরুদেবের কাছে কৃষ্ণই গোপ্তা বা পালনকর্ত্তা ইহা শ্রবণ করিয়া প্রাণকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে হইবে। তখন প্রাণের ক্ষুৎ-পিপাসা বা ভরণ-পোষণের জন্য ধাওয়া-ধাই করিয়া ভজনসাধন হইতে বিচলিত হওয়া কোনক্রমেই চলিতে পারে না। বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করেন, যিনি তাঁহার চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাহাকে উপেক্ষা করিবেন—পালন করিবেন না? সুতরাং কৃষ্ণ অবশ্যই পালন করিবেন—এই বিশ্বাস সাধকের ভজন-সাধনের মূল। শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ মোর প্রভু, ভ্রাতা ও পালনকর্ত্তা একথা যেন শুনিয়াও শুনি নাই;

কারণ প্রাণ কৃষ্ণকে বিশ্বম্ভর ও পালনকর্ত্তারূপে বুঝিয়ে ও তাঁহাকে

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।।২১।।

আত্ম সমর্পণের দ্বারা পালকরূপে বরণ করিয়াও দৃঢ়নিশ্চয় করিতেছে না। কৃষ্ণের উপর বিশ্বাস হারাইয়া অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভজন-সাধন হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। সেইজন্য প্রথমেই সাধক শরণাগতির গোপ্তৃত্বের লক্ষণটিকেই দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিবেন। যিনি কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ করিতে না পারেন বা বরণ করিয়াও ভরণ- পোষণের জন্য ব্যগ্র হয়েন, তিনি কৃষ্ণভজনের অযোগ্য। ইহাই ভক্তি-সাধকের প্রথম পরীক্ষা। এই জন্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্ততত্ত্বের অগ্রগণ্য শ্রীমদ্ শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে এই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ব্যবহারিক আত্মীয়ভাবে ভরণ-পোষণ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে যুক্ত-পরামর্শ দিলেন। তাহাতে শ্রীবাস বলিলেন, তোমার ভক্তসঙ্গ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ছাড়িয়া জীবিকা সংগ্রহের জন্য কোথাও যাইতে আমার মন চায় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন, উপার্জ্জন না হইলে তোমার এতবড় সংসার পালন হইবে কি করিয়া? সে বিষয়ে কি ভাবিয়াছ? শ্রীবাস তিন তালি দিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন, ইহার অর্থ কি? শ্রীবাস

বলিলেন, আহার অভাবে এক উবাস, দুই উপবাস, তিন উপবাস দিব; তার পরে যদি না পাই, তবে নীরবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিব—তবুও ভক্তসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়িয়া উপার্জ্জনের জন্য বিষয়ীদিগের সঙ্গ করিব না—ইহাই আমার দৃঢ়নিশ্চিয়। তখন মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শ্রীবাসকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—

সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
সকল মিলিবে আসি তোমার দুয়ারে।।
আপনি শ্রীমুখে গীতায় বলিয়াছি মুঞি।
তাহা কি সকল শ্রীবাস পাশরিলি তুই?
যে মোহারে ধ্যান করে না যায় কারো দ্বারে।
আসিয়া সকল সিদ্ধি মিলয়ে তাহারে।।২০।।

কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ অজেয়, অথচ ইহাদিগকে জয় না করিলেও শ্রীকৃষ্ণভজন হইবে না। এজন্য কামাদি রিপু সকলের বৃত্তিকে উপেক্ষা করত এমন এক আনন্দময় বিষয়ে নিযুক্ত করিতেছেন যে, তাহারা নিজ নিজ অধিকারানুসারে তাহা আশ্রয় করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিবে। অতএব ইহা অপেক্ষা কামাদি জয়ের অন্য কোন সুগম পন্থা নাই। এক্ষণে কোন্ বিষয়ে কোন্ রিপুকে নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—

সুখভোগের ইচ্ছার নাম—কাম। এই কাম শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত সুখে (প্রেমে) পরিণত হইবে। এইরূপ ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিবে। কারণ, ভগবদ্

বিষয়ে চিত্তের দ্রবীভূত ভাবই ভক্তি; কিন্তু ক্রোধ উৎপন্ন হইলে চিত্তের জ্বলনহেতু কাঠিন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভক্তিলাভ

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ-বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।২২।।

সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই ক্রোধ ভক্তদ্বেষীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা হেতু রৌদ্ররসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এজন্য চিত্তবিক্ষেপকর উক্ত রসও ভক্তের আস্বাদনীয় হইয়া থাকে। এইরূপ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথারস আস্বাদনের নিমিত্ত লোভ নিয়োজিত হইলে ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ইষ্ট অর্থাৎ ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান। এই তিনের অপ্রাপ্তিতে মোহ এবং শ্রীকৃষ্ণগুণগানে মদকে (হৃদয়ের মত্ততাকে) নিযুক্ত করিবে। অর্থাৎ মদের স্বভাব হইতেছে, আপনার গুণকীর্ত্তন করা, সেই স্বভাব হইতে ছাড়াইয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিবে।।২২।।

অন্যথা—পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কামকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করিলে, স্বতন্ত্র কাম বশীভূত হয় না; তজ্জন্য অনর্থাকারে সর্ব্বদা ভক্তিপথের বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবে যদি সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ হয়, সেই কাম-ক্রোধ ভজনবিঘ্ন জন্মাইতে পারে না।

“সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে” (গীতা) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা হইতে বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তি কামনারূপ পরিগ্রহ করে, কামনাসিদ্ধির

ব্যাঘাত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এইরূপে ক্রোধের আধিক্যহেতু মোহদশা উপস্থিত হয়। এই মোহদশায় কার্য্যাকার্য্য

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।।২৩।।

বিবেক থাকে না। এইরূপে কামই ক্রমশঃ প্রবল হইতেও প্রবলতর হইয়া ভজনবিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। পরন্তু রিপুজয়ী সাধুব নিকট বাস করিলে উক্ত কাম, ক্রোধ বা মোহাদি রিপুরূপে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং ভজনবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না।।২৩।।

লোভ-মোহ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। হীন শব্দে তুচ্ছ। রিপুগণ সহসা উত্তেজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিবে।

ছয় রিপু জয় বলিতে ত্রিগুণের বৃত্তিসমূহের সম্যক্ দমনকে বুঝায়। এই গুণত্রয়ের অপর নাম মায়া। অতএব রিপু জয় অর্থই মায়াজয় কিন্তু মায়া ভগবানের শক্তি, সুতরাং অনুচৈতন্যস্বরূপ দুর্ব্বল জীব, বিশেষতঃ সেই মায়িক মনের দ্বারা নিজের সামর্থ্যে কিরূপে রিপুজয় করিবে? এই জন্যই গ্রন্থকার 'কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ' বলিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ টীকাকারও গীতার শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীভগবান সেইজন্য নিজ সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিতেছেন— "এই ত্রিগুণময়ী মায়া আমারই শক্তি, ইহা জীবের পক্ষে দুরতিক্রমনীয়া, কিন্তু যাহারা আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া

আমার ভজন করে, তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকে''। অতএব শরণাপত্তিই জীবের মায়াজয় বা রিপুজয়। অর্থাৎ

ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের ভিন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ।।২৪।।

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ইত্যনুসারেণ কৃষ্ণং স্মৃত্বা রিপুং বশে নয়েৎ।।২৪।।

ভগবৎচরণে শরণ গ্রহণ ও তাঁহার স্মরণই মায়াতিক্রমণ।।২৪।।

শুনিয়া গোবিন্দরব—উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিলে, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি উপদ্রবের দ্বারা চিত্ত আর অভিভূত হয় না, সুতরাং একান্ত ভজন হইয়া থাকে এবং ভজনে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবানে আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে।।২৫।।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় চেষ্টা ব্যতীত, আর যে কোন চেষ্টা, সমস্তই অসৎ চেষ্টা। এই প্রকার অসৎ চেষ্টার ফলে দেহ-দৈহিক অসৎ বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, সুতরাং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ নিজ সুখানুসন্ধান-বাসনা উৎপন্ন হয়। অতএব অসৎ চেষ্টা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ এবং শ্রীগোবিন্দচরণ চিন্তন—এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা সকল বিপদ নাশ হয় এবং চিত্তে মহানন্দ সুখ হয়। ইহাই প্রেমভক্তি লাভের পরম উপায়।।২৬।।

অসৎক্রিয়া ইত্যাদি—দুষ্টকর্ম্মরূপ অধর্ম্ম ত্যাগ কর। অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত অন্য দুষ্টক্রিয়া পরিত্যাগ কর।

অন্য পরিপাটী—ভজনরীতি ভিন্ন দেহ ও দৈহিক বিষয়ের

আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহ রবে যেন করীগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন।।২৫।।
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ।।২৬।।

পরিপাটী। অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে রতি করিও না। যেহেতু প্রীতির স্বভাব নিজস্থানে আকর্ষণ। অন্যদেবে প্রীতি করিলে, সেই প্রীতি সেই সেই দেবতাকে আকর্ষণ করিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনে বিপত্তি উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আর ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।।২৭।।

নিজ ভজনপথে নিরন্তর রত থাকিবে। ইষ্টদেবস্থানে—শ্রীগুরুদেব, অথবা স্বাভীষ্ট শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, অথবা শ্রীভগবানের লীলাস্থান শ্রীবৃন্দাবনাদিতে দেহদ্বারা অথবা মনের দ্বারা অবস্থিত হইয়া ভগবদ্লীলাগান করিবে। অন্যস্থানে লীলা-গান করিলে প্রায়শঃ রসাভাস দুষ্ট হইয়া ভজনে বাধা পড়ে। ভাই,—হে মন! ইহাই নৈষ্ঠীক ভজনরীতি এবং ইহার দৃষ্টান্তস্থল—শ্রীহনুমান।।২৮।।

শ্রীহনুমান বলেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ ও সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র

উভয়ই পরমাত্মা, অতএব উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। তথাপি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব ধন। অর্থাৎ

অসৎ ক্রিয়া কুটীনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্যদেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরিতি সভায় টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি।।২৭।।
আপন ভজন-পথ, তাহে হবে অনুরত,
ইষ্টদেব স্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনূমান তাহাতে প্রমাণ।।২৮।।

অসৎক্রিয়া—দুষ্টুক্রিয়াম্ অধর্ম্মং ত্যজ। ভক্তিপথে চলিতুং ন সমর্থঃ স্যাৎ। সভায়—সর্ব্বজনান্ ইত্যর্থঃ।।২৭।।

একই পরমাত্মা দুইরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন বলিয়া স্বরূপতঃ উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু আমি শ্রীরামচন্দ্র বিনা জানিনা। এতদ্দারা শ্রীহনুমানের নিজাভীষ্ট শ্রীরামচন্দ্রে নিষ্ঠাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। যেহেতু এইরূপ ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত ভজনে প্রেমলাভ হয় না।।২৯।।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত নিয়মানুসরে নিজাভীষ্ট ব্যতীত অন্য দেবতাদির পূজা বা ঋষি-পিতৃ-তর্পণাদি পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধের উপায় কি? এই আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত বলিতেছেন—দেবলোক ইত্যাদি। যাঁহারা অনন্যভবে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভজননিষ্ঠা দেখিয়া

দেবলোক ও পিতৃলোক প্রভৃতি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। পিতৃগণ মনে করেন, অহো! আমার বংশে বৈষ্ণব জাত হইয়াছে। ইহার ভজন-প্রভাবে আমরাও ভবিষ্যতে পরিত্রাণ লাভ করিব।

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।।২৯।।

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।

শ্রীনাথে লক্ষ্মীপতৌ শ্রীনারায়ণে জানকীনাথে সীতাপতৌ শ্রীরামচন্দ্রে চ অভেদঃ স্বরূপতো ভেদো নাস্তি। যতঃ পরমাত্মনি—দ্বৌ এব পরমাত্মানৌ ইত্যর্থঃ। তথাপি কমললোচনো রামো মম সর্ব্বস্বং, শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং ন্যস্তীত্যর্থঃ। অনেন স্বাভীষ্ট-নিষ্ঠায়াঃ পরাবধিত্বং দর্শিতম্।।২৯।।

কেবল পিতৃগণ নহেন, ত্রিভুবনস্থ প্রাণীমাত্রেই মনে করেন, এ আমার ত্রাণকারী হইবে। 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তী' 'মঞ্চপ ক্রন্দন করিতেছে' বলিলে যেমন মঞ্চপস্থব্যক্তি ক্রন্দন করিতেছে বুঝা যায়, তদ্রূপ এখানে 'ত্রিভুবন' শব্দে ত্রিভুবনস্থ প্রাণীমাত্রই বুঝিতে হইবে। অতএব ভজনকারীকে কেহই ঋণী রাখেন না। যেহেতু বৃক্ষের মূল স্নিগ্ধ হইলে শাখা-প্রশাখা স্বতঃই স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ নিষ্ঠার সহিত যাঁহারা শ্রীযুগলকিশোরের ভজনা করেন, তাঁহারা প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং ত্রিভুবনস্থ প্রাণীগণও তাঁহার প্রতি প্রীতি-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পৃথক আবাসযোগ—ব্রজ ভিন্ন অন্যস্থানে বাসস্থান রচনা বা

বাস করিবার জন্য মিলিত হইলে দুঃখময় বিষয়ভোগ-মাত্রই হইয়া থাকে। যেহেতু অন্য দেশসকল মায়ারচিত এবং সেই সকল দেশে যে সকল ভোগ্য বিষয় আছে, তাহাও মায়িক উপাদানে গঠিত

যুগল-ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাহার নিছনি ত্রিভুবন।।৩০।।

'নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ। মদ্বংশে বৈষ্ণবে। জাতঃ স মে ত্রাতা ভবিষ্যতি। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়েন ত্রিভুবন-শব্দেন ত্রিভুবনস্থিতা জনাঃ।।৩০।।

বলিয়া দুঃখময়।

পরন্তু, ব্রজে বাস করিলে সুখময় গোবিন্দভজন স্বতঃই হইয়া থাকে। তবে যদি কেহ ব্রজে বাস করিয়াও গোবিন্দভজন না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার অপরাধ আছে। অতএব তাঁহার ব্রজবাসে তাদৃশ সুখলাভ হয় না বটে; কিন্তু ব্রজধামের এমনই অনির্ব্বচনীয় প্রভাব যে, কোন প্রকারে কিছু দিন বাস করিলেই সেই অপরাধ ক্ষয় হইয়া যায় এবং শ্রীধাম তাঁহাকে গোবিন্দভজন করাইয়া পরম সুখী করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ভিন্ন দেশ ত্যাগ করিয়া ব্রজে বাস করাই কর্ত্তব্য। দেহ দ্বারা ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে মানসে নিরন্তর ব্রজবাস করিলেও শ্রীগোবিন্দভজন-সুখ লাভ হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন— বৃন্দাবনেই বাস করি, অথবা নিজ গৃহেই বাস করি, কারাগৃহে অথবা কনকাসনে অবস্থিতি করি, ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হই অথবা নরকে গমন

করি, ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত কোথাও সুখ নাই।" পরন্তু অনুক্ষণ ব্রজে বাস করিয়া ব্রজজনসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নাম ও লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত থাকিলে উহা সত্য সত্যই রসধাম অর্থাৎ পরমানন্দ আস্বাদনের হেতুস্বরূপ হয়।।৩১।।

পৃথক্ আবাস যোগ, দুঃখময় বিষয়ভোগ,
ব্রজ বাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-নাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজজনের সঙ্গ অনুক্ষণ।।৩১।।

ব্রজভিন্নদেশবাসো দুঃখরূপবিষয়ভোগ এব স্যাৎ, বাসস্তু শ্রীগোবিন্দস্য সুখময়ভজনং স্যাৎ। তদভাবে মনসা বাসোঽপি তদেব স্যাৎ। কিন্তু শ্রীগোবিন্দভজনং বিনা ব্রজভূমৌ বাসেঽপি সুখং নাস্তি। যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্তৌ—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা,
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি,
শ্রীকৃষ্ণসেবনমৃতে ন সুখং কদাপি।

অনুক্ষণং ব্রজবাসিভক্তজনৈঃ সহ শ্রুতাঃ কীর্ত্তিতা বা কৃষ্ণকথা তৈঃ সহ শ্রুতং কীর্ত্তিতং বা কৃষ্ণনাম সত্যং সত্যং রসধাম স্যাৎ।।৩১।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হইতে সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয় হওয়া যায়। সেইরূপ নির্ভয় হৃদয়ে ব্রজজনসঙ্গে বাস করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে অভিলাষ করিবে। (শ্রীল গ্রন্থকার বলিতেছেন হে শ্রীকৃষ্ণ!

আমার এই 'অসৎ-ভোল' হইতে পরিত্রাণ কর। অসৎ ভোলে—অসতের প্রলোভনে। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিয়া নিত্য পরমানন্দ ভোগ করাই জীবের স্বধর্ম্ম, কিন্তু নিজ কর্ম্মদোষে সেই সেবা ভুলিয়া মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুঃখময় (মায়িক) অসৎ

সদা সেবা-অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস,
সর্ব্বথাই হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তমদাস বোলে, পড়িনু অসত-ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয়।।৩২।।

বিশোয়াস—বিশ্বাসঃ। মহাশয়— হে শ্রীকৃষ্ণ!।।৩২।।

বিষয়ানন্দের প্রলোভনে ডুবিয়া রহিয়াছি।।৩২।।

তিমিঙ্গিল—জলজন্তুবিশেষ। তিমি নামক বৃহৎ মৎস্যকে গিলিয়া ফেলে, এরূপ ভীষণ সামুদ্রিক জলজন্তু। কামরূপ ভীষণ তিমিঙ্গিলে আমাকে গ্রাস করিতেছে। হা নাথ! এই অবস্থায় আমাকে উদ্ধার কর।।৩৩।।

'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'—এখানে দৈন্য হেতু পূজ্যপাদ গ্রন্থকার নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া শ্রীপ্রভুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, প্রেমভক্তি প্রয়াসীদিগের দৈন্যই বিভূষণ, সুতরাং এইরূপ দীনভাবে সতত শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।।৩৪।।

হে শ্যামসুন্দর! তুমি পতিতপাবন, আর আমি পতিত, এই

সম্বন্ধহেতু, তুমি মাদৃশ পতিতের ত্রাণকর্ত্তা। সতী স্ত্রীর যেমন পতিই একমাত্র গতি এবং সতী স্ত্রীকে সতত রক্ষা করা যেমন পতির কর্ত্তব্য; তেমন তুমিই মাদৃশ পতিতের একমাত্র গতি এবং মাদৃশ পতিতকে সতত রক্ষা করাও তোমার কর্ত্তব্য। অতএব যদিও আমি অশেষ অপরাধে অপরাধী, তথাপি তুমি আমাকে উপেক্ষা

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু! কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ! কর পরিত্রাণ।।৩৩।।
যাবত জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
আমা সম নাহিক অধমা।।৩৪।।

করিতে পার না। আর তুমি ভিন্ন আমারও গতি নাই। এইরূপ ইষ্টের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে প্রেমভক্তি সঞ্জাত হয় না। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে' এইরূপ বিশ্বাসী অনন্য শরণাগত জনেরই সর্ব্ববিধ অপরাধ শ্রীভগবান ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ভগবদ্ভজনে রত হইয়াও যদি একনিষ্ঠ বা তাঁহার অহৈতুকী কৃপার উপর নির্ভরশীল হইতে না পারি, তবে আমাদের তাদৃশ অপরাধ তিনি সহজে ক্ষমা করিবেন না এবং আমাদের সেবাও গ্রহণ করিবেন না। অতএব প্রেমভক্তিলিপ্সু সাধককে এইরূপ অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।।৩৫।।

দুর্ব্বাসনা—বিষয়ভোগ বাসনা। অঙ্গীকুরু—নিজ দাস্যে গ্রহণ করুন।।৩৭।।

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণাদি দ্বারা সামান্যা ভক্তিকেই সাধনভক্তি বলে। যদিও সাধন ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া

পতিতপাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতী-পতি।।৩৫।।

তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, তথাপি সাধন-প্রারম্ভে ঐ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা মনের সংকল্প দ্বারা ও বুদ্ধির অধ্যবসায় দ্বারাই কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ঐ কামাদি-কৃত বিঘ্নই জীবকে বিমোহিত করে। সুতরাং কামই ভজনপথের অন্তরায়। হে নাথ! এই দুঃখীজনের কামাদি-কৃত ভজন বিঘ্ন বিনাশ করিয়া সুখী কর। অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে যেমন তোমার সংকীর্ত্তনাদি ভজন করিতে পারি।।৩৯।।

যেখানে শ্রীকৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা হয়, সেখানেই মায়িক দুঃখ উপস্থিত হয়; কাজেই সেই সকল কথায় হৃদয়ে ব্যথা লাগে। অতএব সেখানে যেন না যাই। তোমার চরণ-স্মৃতি যেন সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকে।।৪০।।

অন্যব্রত—শ্রীহরিবাসর ও জয়ন্তি প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্রত ভিন্ন অন্য দেবতা সম্বন্ধীয় কাম্য ব্রত। অন্য দান—ভক্ত ও ভগবানের

প্রীতি-উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে দান। বস্তু-জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব ব্যতীত অন্য বস্তু—নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান বা মায়াময় দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়াস করিও না। দুজা—দ্বিধা, সন্দেহ।।৪১।।

তুমি ত পরম দেবা নাহি মোর উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর!
যদি করো অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর।।৩৬।।
কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ! অঙ্গীকুরু ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা।।৩৭।।
মো-সম পতিত নাই ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত-পাবন শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর।।৩৮।।
নরোত্তম বড় দুখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন কঁরো অনুক্ষণে।।৩৯।।

অন্তরায়—কামাদিকৃত-বিঘ্নঃ।।৩৯।।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণের

ঈশ্বরী ও ঈশ্বর। জীবনে মরণে গতি—তাঁহারাই আমার জীবনে (ইহকালে) মরণে (পরকালে) একমাত্র অবলম্বন। দুঁহার পিরীতি-রসসুখে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার এবং শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি এবং এই প্রীতির বিনিময় হেতু পরস্পরে যে রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন ও সেই সুখে সুখী হইয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-

আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাঙ তথা,
তোমার চরণ-স্মৃতি সাজে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে।।৪০

আন কথা আন ব্যথা—যত্রান্যকথাস্তি তত্রান্যব্যথাস্তি; তত্র নাহং গচ্ছামি।।৪০।।

যুগলের ভজন করেন, তাঁহারা প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকেন—এই কথা আমার বুকে হারের ন্যায় সর্ব্বদা দীপ্তিলাভ করুক। অর্থাৎ এ বিষয়ে আমার চিত্ত লুব্ধ হউক। যেহেতু, এই লোভই রাগানুগা সাধকের জীবন সদৃশ।।৪২।।

কামরতিগণ-ভূপ—যুগলরূপ কামগণের ও রতিগণের ভূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ কোটীকন্দর্পরূপের রাজা এবং শ্রীরাধিকার রূপ কোটীরতিরূপের রাজ্ঞী। শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথঃ বলা হইয়াছে। সাক্ষাৎ মন্মথ স্বয়ং কামদেব—শ্রীপ্রদ্যুম্ন। এই প্রদ্যুম্ন প্রকৃতির অতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মোহনস্বরূপ। এইরূপ কোটী কোটী সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্ন সকলেরও যিনি মন্মথ অর্থাৎ মন্মথত্ব প্রকাশক।

শ্রুতিতে আছে—পরমাত্মা চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ ইত্যাদি'। ইহার অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তিরও চক্ষু, কর্ণ থাকে, কিন্তু সেই চক্ষে দেখিতে পায় না, সেই কর্ণে শুনিতে পায় না; সুতরাং এমন একটী দর্শন ও শ্রবণশক্তির উৎস আছে, যিনি চক্ষুকে দর্শনশক্তি, কর্ণকে শ্রবণশক্তি প্রদান করেন। সেইরূপ প্রদ্যুম্ন সাক্ষাৎ

অন্য ব্রত অন্য দান নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান,
অন্য-সেবা অন্য দেবপূজা।
হা হা কৃষ্ণ! বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে মোর নাহি যেন দুজা।।৪১।।
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণ-পতি,
দুহাঁর পিরীতি রস-সুখে।
যুগল-ভজন যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহু মোর বুকে।।৪২।।

বস্তুজ্ঞান—প্রকরণবলাদন্যবস্তুজ্ঞানং, কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণদাসেতর-জ্ঞানম্। দুজা—দ্বৈধং সন্দেহ ইতি যাবৎ।৪১।।

কামদেব হইলেও তাঁহার মন্মথত্ব শক্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রকাশ পায় এবং এই প্রদ্যুম্নেরই আবেশ অবতার প্রকৃতির কামদেবগণ, ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অসাক্ষাৎ, অর্থাৎ প্রাকৃত কামদেবের রূপ প্রকৃতির আচ্ছাদনে আবৃত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অসাক্ষাৎ কামরূপ, তবে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ভিন্ন ইহারাও নির্জীব। অতএব যুগলের রূপমাধুর্য্যের তুলনায় কোটি কোটি কন্দর্প ও

রতির রূপ অতি তুচ্ছ। এতদ্দ্বারা যুগলরূপের মহাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল।।৪৩।।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অন্তর্দ্দশাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যুগলচরণে প্রার্থনা করিতেছেন—হে শ্রীরাধিকাদি ব্রজরামাগণের মনোহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি।

যুগল-চরণ-সেবা যুগল-চরণ ধ্যেবা
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগলকিশোর রূপ কামরতিগণ-ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কি রীতি।।৪৩।।

—কাঁই—কান্তি। শ্রীরাধিকা স্বর্ণকেতকীবর্ণা, শ্যাম ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ। দরপ—কন্দর্প। ইহারা নিজ নিজ রূপে রতি ও কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করেন। অর্থাৎ নটবর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ কন্দর্পেরও শিরোভূষণস্বরূপ, আর নটিনী শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ (অপ্রাকৃত) রতিরও শিরোভূষণ-মণিস্বরূপা। অতএব উভয়ে উভয়ের গুণে আকৃষ্ট হইয়া সতত ঝুরেন অর্থাৎ (অষ্ট সাত্বিক বিকারের) নয়নজলে ভাসিতে থাকেন।।৪৫।।

অন্তরের ভাবে—উভয়ে উভয়ের ভাবে লুব্ধ থাকায় হেমকান্তি শ্রীরাধা ও নীলকান্তি শ্রীকৃষ্ণ অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবরূপ ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। শ্রীরাধিকা নীল-কান্তিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-প্রতীক নীলবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণও হেমকান্তিধারিণী শ্রীরাধিকার প্রেম-প্রতীক পীতবসন ধারণ করিয়াছেন। অতএব

উভয়ের প্রেমে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।।৪৬।।

রাগানুগা ভজনরীতি বলিতেছেন। অভিমত—শাস্ত্রসম্মত। লোক- বেদ-সার—লোক, রাগমার্গীয় মহাজন, বেদ—গোপালতালনী প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ এবং সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহ।

রাগের ভজন পথ—রাগ-লক্ষণ—(ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের

দশনেতে তৃণ ধরি, হা হা! কিশোর কিশোরি!
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ কুমার শ্যাম, বৃষভানু কুমারী নাম—
শ্রীরাধিকা রামা মনোহারী।।৪৪।।
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই
দরপ-দরপ করু চুর।
নটবর শেখরিনী, নটিনীর শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর।।৪৫।।

হে শ্রীরাধিকাদীনাং রামাণাং মনোহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ।।৪৪।।

স্বরূপ লক্ষণ—শ্রী চৈঃ চঃ) নিজাভীষ্টে স্বাভাবিকী প্রেমময়ী গাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ। এই রাগ দ্বারাই নিজাভীষ্টে পরম আবিষ্টতা হয়। (ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন—শ্রী চৈঃ চঃ) প্রগাঢ় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেমন একমাত্র জলেই আবেশ হয়, জল ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিও লোপ পায়, তদ্রূপ নিজাভীষ্টে যাঁহার রাগ, (প্রগাঢ়তৃষ্ণা) অভীষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুর অনুসন্ধান লইতে তাঁহার মন অসমর্থ, একমাত্র নিজাভীষ্টেই আবেশ হয়। উহাই রাগের লক্ষণ। অতএব অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিকী

পরমাবিষ্টতা (প্রেমময়ী তৃষ্ণা) তাহার নাম—রাগ। এই রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা বলে। এই রাগাত্মিকার আনুগত্যে যে ভক্তি সাধন হয়, তাহাকেই রাগানুগা ভক্তি বলে।

এই রাগাত্মিকা ভক্তি একমাত্র ব্রজবাসিগণেই বিরাজমানা। অতএব যাঁহারা এই ব্রজবাসিদিগের ভাবে অর্থাৎ প্রেমসেবা পরিপাটীতে লুব্ধ হইয়া সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক

শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তি-ধর,
ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাসধর, গৌরী-শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভবে দোঁহে লোভা।।৪৬।।
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
কহে দীন নরোত্তম দাস।

কাঁই—কান্তিঃ। নটবরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শেখরিণী শিরোভূষণ-রূপা। নটিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ শিরোভূষণ-মণিরূপঃ।।৪৫।।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ব্রজবাসীজন হইতে সাধক-হৃদয়ে রাগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'সখীর অনুগা হইয়া' ইত্যাদি। কোন সখীবিশেষের ভাবের অনুগত হইয়া মনে নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনা করত নিরন্তর ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এই জড়দেহের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে শ্রীভগবানের সেবা হয় না, অথচ সাক্ষাৎভাবে সেবা

ভক্তের প্রার্থনীয়। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সেই চিন্ময় ব্রজধামে সাধক এমন একটী অপ্রাকৃত দেহ পাইতে ইচ্ছা করেন, যাহা তাঁহার অভীষ্ট সেবার উপযোগী হইবে। এই দেহটির নামই সিদ্ধদেহ।

শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া সাধককে এই দেহের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক গুরু-নির্দ্দিষ্ট সেই সিদ্ধদেহ অন্তরে ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

নিশি দিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে মোর এই অভিলাষ।।৪৭।।
রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত।
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হৈঞা ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা,
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী।।৪৮।।

লোকবেদ-সার এই বাণী—ইয়ং বাণী লোকবেদয়োঃ সাররূপা।।৪৮।।

শ্রীরাধার যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ সখী ও মঞ্জরীগণ আছেন, তাঁহারা স্বরূপশক্তির বিলাস। তাঁহাদের মধ্যে নিজভাবের অনুকূল কাহারও অনুগত হইয়া এবং শ্রীগুরুরূপা মঞ্জরীগণের আদেশে শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা করিলে চির পিপাসিত প্রাণ জুড়াইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—'সেইভাবে জুড়াবে পরাণী'।।৪৮।।

এক্ষণে শ্রীরাধিকার সখীগণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন —

শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা

আনন্দবিশেষ স্বয়ং উপভোগ করেন এবং ভক্তগণকে উপভোগ করান, সেই আনন্দিনী শক্তির নাম—হ্লাদিনী। হ্লাদিনী শক্তির দুই প্রকার বৃত্তি—ভেদ ও অভেদ। ভেদ বৃত্তিদ্বারা লীলার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক হইয়া গোপী প্রভৃতিরূপে আবির্ভূতা এবং অভেদবৃত্তিদ্বারা শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্না হইয়া রহিয়াছেন। এই হলাদিনী শক্তির উভয়বৃত্তি থাকিলেও লীলার্থ পৃথক আবির্ভাব ভেদবৃত্তিই প্রবল। সেইজন্য তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।
ললিতা বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন।।৪৯।।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম সখীগণ।
শ্রীরাধিকা-সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি,
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ।।৫০।।

প্রেমময়ী এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ প্রেমভাব পোষণ করেন। এইরূপে 'রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান'—(শ্রী চৈঃ চঃ) এই কান্তা প্রেম স্বতঃসিদ্ধ—সাধনসিদ্ধ নহে; কিন্তু সাধকগণ রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ এই ব্রজজাতীয় মধুর প্রেম লাভ করেন। ফলতঃ ব্রজজাতীয় প্রেমের রহস্য অতি দুর্গম।

প্রথমতঃ ব্রজের গোপীগণ দ্বিবিধা। এক নিত্যসিদ্ধা, অপর সাধনসিদ্ধা। তন্মধ্যে সাধনসিদ্ধাগণ দুইভাগে বিভক্ত। (১)

যূথভুক্তহেতু যৌথিকী (২) যাঁহারা কোন যূথভুক্তা নহেন, তাঁহারা অযৌথিকী। যৌথিকীগণ দুইভাগে বিভক্ত। (১) নিখিল শাস্ত্রস্বরূপিণী ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই শ্রুতিচতুষ্টয় ও উপনিষদগণ গোপকন্যারূপে জাতা; ইঁহাদিগকে শ্রুতিচরী বলা হয়। (২) গোপালোপাসক ঋষিগণ গোপকন্যা-রূপে জাত, ইঁহাদিগকে ঋষিচরী বলা হয়। আবার ঋষি-চরীগণ দুইভাগে বিভক্ত। (১) রাসরজনীতে লব্ধনির্গমা, (২) রাসরজনীতে অলব্ধনির্গমা।

নিত্যসিদ্ধাগণ দুই ভাগে বিভক্তা। (১) গোপকন্যকা, (২) দেবকন্যকা। গোপকন্যকাগণ পরোঢ়া ও কন্যকা-ভেদে দ্বিবিধা; ফলতঃ ইঁহারা নিত্যসিদ্ধা বলিয়া 'গোপীজনবল্লভায়' প্রভৃতি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এরূপ হ্লাদিনীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী বা মূর্ত্তিমতী অবস্থায় শ্রীরাধিকা এবং অমূর্ত্তাবস্থায় রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব বা মহাভাবরূপে পরিণত। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ এবং অন্যান্য গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যূহরূপা। (অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার—চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বয়ং ভগবান হইয়াও অনন্ত ভগবৎস্বরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত এবং এই সমস্ত অনন্ত ভগবৎস্বরূপ যেমন তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীরই অনন্ত প্রকাশ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত কান্তারস-বৈচিত্রী পৃথক পৃথকভাবে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজদেবী প্রভৃতি অনন্ত কৃষ্ণকান্তারূপে শ্রীরাধাই

অনাদিকাল হইতে বিরাজিতা এবং এ সমস্ত অনন্ত কৃষ্ণকান্তাও তদ্রূপ তাঁহার অনন্ত কান্তাভাব- বৈচিত্রীরই অনন্ত প্রকাশ। তন্মধ্যে স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ প্রধানতঃ চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—বিপক্ষ, তটস্থপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ ও স্বপক্ষ। এই যে স্বভাবভেদ, ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পৃথক পৃথকরূপে রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করেন।

হ্লাদিনীশক্তির মূল-আশ্রয় শ্রীরাধিকা। স্বপক্ষ—শ্রীললিতা-বিশাখাদি তাঁহার প্রিয়নর্ম্ম সখীবৃন্দ।

প্রিয়নর্ম্ম সখীগণের পরিচয়

১। শ্রীললিতা—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীস্বরূপ-দামোদর) অপর নাম অনুরাধা, গোরোচনাবর্ণা, শিখিপিঞ্ছ-বসনা, সারদা-মাতা, বিশোক—পিতা, ভৈরব—পতি, বামা-প্রখরা স্বভাবা, শ্রীরাধিকার অপেক্ষা ২৭ দিনের বড়। কর্পূর ও তাম্বুলসেবা। যোগপীঠের উত্তরদলে তড়িৎবর্ণ ললিতানন্দদকুঞ্জ। ইঁহার যূথে (প্রিয়সখী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত) রত্নপ্রভা, রতিকেলী, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী, কলাপিনী।

২। শ্রীবিশাখা—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীল রামানন্দ রায়) বিদ্যুৎবর্ণা, তারাবলী বসনা, দক্ষিণা—মাতা, পাবন—পিতা, বাহিক—পতি, অধিক-মধ্যস্বভাবা, শ্রীরাধার জন্মসময়ে জন্ম। বস্ত্রালঙ্কার সেবা, ঈশান দলে মেঘবর্ণ বিশাখানন্দদকুঞ্জ। ইঁহার যূথে মাধবী, মালতী, চন্দ্রলেখা, কুঞ্জরী, হরিণী, চপলা, সুরভি ও শুভাননা।

৩। শ্রীচিত্রা—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগোবিন্দানন্দ) কাশ্মীর গৌরবর্ণা, কাচতুল্য বসনা, চর্ব্বিকা—মাতা, চতুর—পিতা, পিঠর—পতি, অধিক-মৃদ্বীস্বভাবা, শ্রীরাধিকা অপেক্ষা ২৬ দিনের ছোট, লবঙ্গমালা সেবা, পূর্ব্বদলে বিচিত্রবর্ণ চিত্রানন্দদ পদ্মকিঞ্জল্ক কুঞ্জ। ইহার যূথে—রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রমিলা, কামনগরী, নাগরী ও নাগবেলিকা।

৪। শ্রীইন্দুলেখা—(শ্রীগৌরলীলায় বসু রামানন্দ) হরিতালবর্ণা, দাড়িম্বপুষ্পবসনা, বেলা-মাতা, সাগর-পিতা, দুর্ব্বল-পতি, বামাপ্রখরা স্বভাবা, শ্রীরাধা অপেক্ষা ৩ দিনের ছোট। মধুপান সেবা, অগ্নিকোণের দলে স্বর্ণবর্ণ ইন্দুলেখাসুখদ পূর্ণেন্দু কুঞ্জ। ইহার যূথে তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদনী, মদনালসা।

৫। শ্রীচম্পকলতা—(শ্রীগৌরলীলায় সেন শিবানন্দ) চম্পক কুসুমবর্ণা, চাষপক্ষীবসনা, বাটিকা—মাতা, আবাম—পিতা, চণ্ডাক্ষ—পতি, বামামধ্য-স্বভাবা, শ্রীরাধিকা হইতে ১ দিনের ছোট, রত্নমালা ও চামরব্যজন সেবা, দক্ষিণ দলে তপ্তজাম্বুনদবর্ণ চম্পকলতানন্দদ কামলতাকুঞ্জ। ইঁহার যূথে—কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কন্দুকাক্ষী ও সুমন্দিরা।

৬। শ্রীরঙ্গদেবী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগোবিন্দ ঘোষ) পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণা, জবাকুসুমবস্ত্রা, করুণা—মাতা, রঙ্গসার—পিতা, বক্রেক্ষণ—পতি, বামামধ্য-স্বভাবা। শ্রীরাধিকা হইতে ৭দিনের ছোট। চন্দনসেবা, নৈঋতদলে শ্যামবর্ণ রঙ্গদেবীসুখদ-কুঞ্জ। ইঁহার

যূথে কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্প-সুন্দরী, কামলতিকা ও প্রেমমঞ্জরী।

৭। শ্রীতুঙ্গবিদ্যা—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত) কর্পূরচন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুমবর্ণা, পাণ্ডুরবস্ত্রা, মেধা-মাতা, পৌষ্কর—পিতা, বালিশ—পতি, দক্ষিণপ্রখরস্বভাবা, শ্রীরাধিকা হইতে ৫দিনের বড়। নৃত্যগীতাদি সেবা, পশ্চিমদলে অরুণবর্ণ তুঙ্গবিদ্যানন্দদ কুঞ্জ। ইঁহার যূথে মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুস্যন্দা, গুণচূড়া ও বরাঙ্গদা।

৮। শ্রীসুদেবী—(শ্রীগৌরলীলায় বাসুদেব ঘোষ) রঙ্গ-দেবীর যমজ ভগ্নী, বর্ণ ও বস্ত্র রঙ্গদেবীর ন্যায়, বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পতি, বামাপ্রখরাস্বভাবা, জলসেবা, বায়ুকোণের দলে হরিতবর্ণ সুদেবীসুখদকুঞ্জ ইঁহার যূথে কাবেরী, চারু-কবরী, সুকেশী, মঞ্জুকেশী, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী, মনোহরা।

এই সখীগণের মধ্যেও পঞ্চবিধ ভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠ বা প্রিয়নর্ম্ম সখী। ইঁহাদের মধ্যে কেহ নায়ক শ্রীকৃষ্ণে স্নেহাধিকা, কেহ বা নায়িকা শ্রীরাধিকায় স্নেহাধিকা, কেহ কেহ উভয়ের প্রতি সম স্নেহ পোষণ করেন। তন্মধ্যে সমস্নেহা সখীগণ উভয়ে তুল্যস্নেহশীলা হইলেও নায়িকা 'শ্রীরাধারই আমরা'—এইরূপ অভিমান পোষণ করেন। এই যে শ্রীরাধিকাতে মমতাধিক্য দেখা যায়, তাহা শ্রীরাধারই সুখের জন্য। আবার যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতিসম্পন্না, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য তাদৃশী প্রীতি বহন করিয়া থাকেন। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখ নিমিত্ত সেই (সম

ও বিষম) স্নেহ পর্য্যবসিত হওয়ায় সখীগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ে এক হইতে অন্যে যে অধিক প্রীতি—তাহা প্রেমস্বভাবেই হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সখীস্থানীয়া, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক স্নেহশীলা। নিত্যসখীগণ শ্রীরাধিকাতে অধিক স্নেহবতী; সুতরাং ইঁহারা বিষম স্নেহবতী। প্রাণসখী, প্রিয়-সখা ও পরম পেরষ্ঠ সখীগণ সমস্নেহা। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন,

সমস্নেহা বিষমস্নেহা না করিও দুই লেহা
কহি মাত্র অধিক স্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা-লীলারঙ্গে,
নর্ম্ম-সখী এই সব জন।।৫১।।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সার, শ্রীরতি মঞ্জরী আর
অনঙ্গ মঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরস মঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী।।৫২।।

শ্রীমঞ্জরীগণের পরিচয়

১। শ্রীরূপ মঞ্জরী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরূপগোস্বামী) অপর নাম শ্রীরঙ্গনমালিকা, গোরোচনাবর্ণা, শিখিপিঞ্ছবসনা, রত্নভানু—পিতা, যমুনা—মাতা, দুর্ম্মেধক—পতি, প্রিয়নর্মসখীগণের মুখ্যা, সার্দ্ধ ত্রিদশ বৎসর বয়স, বামামধ্যাস্বভাবা, শ্রীললিতাদেবীর কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস-নামক কুঞ্জ।

২। শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামী) বিদ্যুৎবর্ণা, তারাবলী বসনা, রত্নভানু—পিতা, যমুনা—মাতা, মণ্ডলীভদ্র—পতি, দক্ষিণামৃদ্বীস্বভাবা, শ্রীরূপমঞ্জরী অপেক্ষা ১দিনের

বড়, সর্ব্বপ্রকার আভরণসেবা, শ্রীতুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জের পূর্ব্বে লবঙ্গসুখদ কুঞ্জ।

৩। শ্রীরতি মঞ্জরী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী) অপর নাম শ্রীতুলসী মঞ্জরী, তড়িৎবর্ণা, তারাবলী বসনা, তের বৎসর দুইমাস বয়স, বিশোক পিতা, শারদা মাতা দিব্যক পতি দক্ষিণামৃদ্বীস্বভাবা, চামরব্যজন সেবা, শ্রীইন্দুলেখার কুঞ্জের দক্ষিণে রত্নাম্বুজ কুঞ্জ।

৪। শ্রীরসমঞ্জরী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী) ফুল্লচম্পকবর্ণা, হংসপক্ষবসনা, তেরবৎসর, বয়স, শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরীর

এ সভার অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাঞা
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখী মাঝ।।৫৩।।

তুল্য গুণসম্পন্না, দক্ষিণামৃদ্বীস্বভাবা, সুভানু পিতা, প্রেমমঞ্জরী—মাতা, বিটঙ্ক—পতি; শ্রীচিত্রাদেবীর কুঞ্জের পশ্চিমে রসানন্দপ্রদ কুঞ্জ।

৫। শ্রীগুণমঞ্জরী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী) তড়িৎকান্তি, জবাপুষ্পবর্ণাবসনা, তের বৎসর এক মাস সাতাইশ দিন বয়স। চন্দ্রভানু পিতা, যমুনা মাতা, গোভট পতি, শয্যাসেবা দাক্ষিণ্যমাশ্রিত প্রখরা, শ্রীচম্পক লতার কুঞ্জের ঈশানে গুণানন্দদ কুঞ্জ।

৬। শ্রীবিলাস মঞ্জরী (শ্রীগৌরলীলায় শ্রীজীব গোস্বামী) ইনি শ্রীরূপমঞ্জরীর সখ্য আশ্রিতা, স্বর্ণকেতকীবর্ণা, ভ্রমরবর্ণ বসনা,

বামামৃদ্বী স্বভাবা, বার বৎশর এগার মাস ছাব্বিশ দিন বয়স, স্বর্ভানু

পিতা, দুর্ব্বলা মাতা, বিড়ম্বক পতি, জলসেবা পরায়ণা, শ্রীরঙ্গদেবীর কুঞ্জের নৈঋতে বিলাসানন্দদ কুঞ্জ।

৭। শ্রীমঞ্জুলালী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী) তপ্তহেমবর্ণা, কিংশুকপুষ্পবর্ণবসনা, বামামধ্যা স্বভাবা, বস্ত্রসেবা। তের বৎসর ছয় মাস সাত দিন বয়স। শ্রীবিশাখার কুঞ্জের উত্তরে লীলানন্দপ্রদা কুঞ্জ।

৮। শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী—(শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ) শুদ্বহেমবর্ণা, কাচবর্ণ বসনা, শ্রীখণ্ড সেবা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স,

বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ,
সময় বুঝিব রস-সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব তবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে।।৫৪।।

বামামৃদ্বীস্বভাবা, শ্রীসুদেবীর কুঞ্জের উত্তরে কস্তুর্য্যা নামক কুঞ্জ।।৫২।।

রাগমার্গীয় সাধকগণ শ্রীগুরুদত্ত অন্তশ্চিন্তিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে এই সকল মঞ্জরীগণের আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া থাকেন—ইহাই সাধ্যবস্তু। শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেমসেবায় কেবল সখী-মঞ্জরীগণের অধিকার। এতএব ইঁহাদের আদেশক্রমে প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইব। যুগলের রূপগুণে 'ডগমগি',—বিভোর হইয়া তাঁহাদের মাধুর্য্য আস্বাদন করিব।

সখী ও মঞ্জরী উভয়েই রাগাত্মিকা এবং সর্ব্বদাই যুগল-কিশোরের প্রেমসেবারসে নিমগ্না, তথাপি সেবা বিষয়ে মঞ্জরীগণের কোন কোন অংশে বৈশিষ্ট্য আছে। মঞ্জরীগণের নিজ ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসুখবর্দ্ধনরূপ মিলনাকাঙ্খা নাই, ইঁহারা কেবল যুগলসেবার জ্বালাময়ী পিপাসার মূর্ত্তি। সর্ব্বপ্রকারে কান্তসহ কান্তার মিলন কারইবার অদম্য নব নব আকাঙ্খার মূর্ত্তবিগ্রহ—মঞ্জরীগণ।

রাগময়ী ভক্তির অপর নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ইহা দ্বিবিধ—কামরূপা ও সম্বন্ধানুগা। যাহাতে উদ্যমই কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত হওয়ায় সম্ভোগতৃষ্ণাও প্রেমরূপে পরিণয় হয় সেই ভক্তিকে কামরূপ ভক্তি বলে। ইহা কেবলমাত্র ব্রজগোপীগণেই

যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায়।।৫৫।।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন রীতি,
ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার।।৫৬।।
নরোত্তম দাস কহে, এই যেন মোর হয়ে,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পূরব অভিলাষ।।৫৭।।

বিদ্যমানা। আর সম্বন্ধরূপা ভক্তি বলিতে যাহা সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। এইপ্রকারে রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার হওয়ায় রাগানুগা ভক্তিও দুইপ্রকার—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি। ইহা দুই প্রকার—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। কেলিবিষয়ক অভিলাষময়ী কামানুগা ভক্তির নাম সম্ভোগেচ্ছাময়ী। নিজ যূথেশ্বরীর ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্তিবিষয়ে বাসনাময়ী কামানুগা ভক্তির নাম তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া অথবা ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করিয়া যাঁহারা

ঐ ভাবাকাঙ্খী হন, তাঁহারাই এই ভক্তির অধিকারী। তত্তৎভাবেচ্ছাময়ী

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞা- সেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাং।।৫৮।।

সখীনাং শ্রীললিতা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং সঙ্গিনীরপাম্ আত্মানং ধ্যায়েদিতি শেষঃ। কিম্ভূতাম্ আজ্ঞাসেবাপরাম্ আজ্ঞয়া তাসামনুমত্যা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতিশেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং তত্তৎকৃপালঙ্কার-ভূষিতাং।

ভক্তিই মঞ্জরীভাব।।৫৩।।

শ্রীবৃন্দাবনের মণিময় রত্নমন্দিরে সমরূপ-গুণাদিসম্পন্না প্রেয়সীবরা শ্রীরাধার সহিত উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং সখীগণ চারিদিকে নিজ নিজ স্থলে অবস্থিত হইয়া সময়োচিত সেবারসে

নিমগ্না রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাঁহারা আমাকে ইঙ্গিত করিবেন এবং আমিও সময়োচিত সেবা করিব। সেই সেবার প্রকার চামর ব্যজন, তাম্বুল প্রদান ইত্যাদি।।৫৪।।

সাধনে ভাবিব যাহা—সাধকের স্বাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনের অনুগত প্রেমসেবার উপযোগী সিদ্ধদেহে সম্পাদিত যে সেবা তাহাই লক্ষ্য। অতএব সাধক, এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শ্রীরাধামাধবের (পূর্ব্বোক্তরূপ) প্রেমসেবায় রত থাকিবেন। সাধকদেহ ভঙ্গের পর ঐ (অন্তশ্চিন্তিত) সিদ্ধদেহ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া নিজাভীষ্ট শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির সঙ্গিনীরূপে লীলায় প্রবেশ ঘটিবে এবং অন্তশ্চিন্তিত সেবাও সাক্ষাৎরূপে লাভ হইবে। অতএব সাধনাবস্থায় যে সকল সেবা-পরিপাটী চিন্তা করা যাইবে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাই লাভ হইবে; সুতরাং সাধন ও সিদ্ধ উভয়াবস্থায় স্বরূপতঃ সেবা বিষয়ে কোন

কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।৫৭।।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমনোহররূপেণ শ্রীরাধিকা-নির্ম্মাল্যালঙ্কারেণ ভূষিতাং; নির্ম্মাল্য-মাল্যবসনা-ভরণাস্তু দাস্য ইত্যুক্তেঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীম্ ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ।।৫৮।।

কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং। রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিত-লীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনা-ধীশ্বরম্। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ কীদৃশং নিজসমীহিতং স্বাভীলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতাবিশাখারূপ মঞ্জর্য্যাদিকং। কৃষ্ণস্যাপি নিজসমী হিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বলভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বাধিক্যং।

ব্রজে বাসমিতি অসামর্থ্যে মনসাপি সাধকশরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। সিদ্ধ শরীরেণ বাসস্তু উত্তর শ্লোকার্থতঃ প্রাপ্ত এব।।৫৯।।

ভেদ নাই; কেবল সাধকের অবস্থাগত অপক্কতা ও পক্কতা-অংশে ভেদ মাত্র। "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎস্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ।।" এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধের যাহা লক্ষণ, সাধকের তাহাই সাধন অর্থাৎ সিদ্ধের আনুগত্যে সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহাদের প্রেমসেবা-পরিপাটীর অনুসরণ করিবেন—ইহাই সাধনরীতি।

এইরূপ সাধকের সাধনের অবসান হইলে, সিদ্ধদেহে ব্রজে জন্মলাভ এবং সখীমণ্ডলীতে নিত্য বাস সিদ্ধ হয় ও সখীগণের গণনাতেও সখি বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়। অতএব সাধক সর্ব্বদা শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীভাবে এই সকল সেবা ভাবনা করিবেন এবং ইহা লাভের নিমিত্ত সতত অনুরাগী হইয়া ব্রজে

যুগল চরণ-প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি প্রেমময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করোঁ রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে।।৬০।।
মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম,
যুগলবিলাস স্মৃতি-সার।

পরবন্ধে—প্রবন্ধে, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসবিজ্ঞ-ভক্তজনবিরচিত- প্রেম-ময়কথায়াং মম রতির্ভবতু। চরণে রাধামাধবয়োরিতি শেষঃ।।৬০।।

বাস করিবেন।৫৫-৫৭।

সিদ্ধদেহ ভাবনা—'আমি শ্রীললিতা-বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী আদির সঙ্গিনীরূপা, তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে শ্রীরাধামাধবের সেবাপরা কিঙ্করী, সর্ব্বমনোহারী শ্রীকৃষ্ণেরও যাহাতে মন হরণ হয়, তাদৃশ শ্রীরাধার প্রসাদী অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিতা এবং শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা-বাসনাদ্বারা আমার সর্ব্বাবয়ব বিভাবিত'।।৫৮।।

রাগানুগামার্গে স্মরণেরই মুখ্যত্ব, যেহেতু রাগ মনের ধর্ম্ম। অতএব রাগানুগীয় সাধক, নিজ প্রেষ্ঠ ভাবোচিত-লীলা-বিলাসী বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় প্রিয়জনকে স্মরণ করত এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জনের কথায় নিরত থাকিয়া সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ উভয় দেহ দ্বারাই সতত ব্রজে বাস করিবেন। অর্থাৎ সাধকরূপে যথাবস্থিত দেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়বর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে

সাধ্য সাধন এই ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধিসার।।৬১।।
জলদ-সুন্দর কাঁতি, মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
পীতবসন-ধর, আভরণ মণিবর,
ময়ূর চন্দ্রিকা করু কেশ।।৬২।।

বিধীনাং কর্ত্তব্যোপদেশানাং সারঃ।।৬১
মধুর মধুর—মধুরাদপি মধুরম্ অতিশয়মধুরমিত্যর্থঃ।।৬২।।

সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন। সমর্থ হইলে শরীর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনাদিধামে

বাস করিবেন, অগ্যতা মনে মনেও বাস করা উচিত।।৫৯।।

যুগলচরণে প্রীতি হইলেই পরম আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। পরবন্ধে—প্রবন্ধে, শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসজ্ঞ-ভক্তজন-বিরচিত যুগলের প্রেমময় (প্রবন্ধে) কথাতে আমার রতি হউক। শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ উপাসনাই সর্ব্বরসের মূল উৎস। এতএব তাঁহাদের চরণে শরণাপন্ন হওত নিরন্তর নামকীর্ত্তন ও শ্রবণে পরমানন্দস্বরূপ শ্রীযুগলকিশোর চরণে প্রীতিলাভ হইয়া থাকে।।৬০।।

স্মরণই মনের প্রাণ, স্মরণহীন মন নির্জীব বা মৃতপ্রায়। প্রাণহীন দেহ যেমন শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষ্য হয়, সেই প্রকার যাঁহার মনে ভগবৎস্মরণ নাই, তাঁহার মনকে সর্ব্বদা কামাদি রিপুগণ দংশন করিতে থাকে। অতএব কামাদির কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ করিতে হইবে। নানাবিধ লীলা

মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম বিলেপন,
মোহন-মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ।।৬৩।।
ঈষত মধুর স্মিত বৈদগধি লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ।
চরণ-কমল' পর মণিময় নূপুর
নখমণি যেন বালচন্দ্র।।৬৪।।

নবীনকুসুমাবল্যা মধুলোভেন মত্তভৃঙ্গঃ যস্য সমীপে ভ্রমতীত্যর্থঃ।।৬৩।।

স্মরণের মধ্যে যুগলকিশোরের লীলাবিলাস স্মৃতিই সমধিক উৎকর্ষযুক্ত। যেহেতু ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় বস্তু নাই। বিশেষতঃ এই যুগল-বিলাস-স্মৃতিই নিখিল সাধন-পরম্পরার মূলীভূত মুখ্যফলস্বরূপা বলিয়া সাধ্যরূপ, আবার এই সাধ্য শিরোমণি লাভের একমাত্র সাধন হইল—ঐ লীলাবিলাস-স্মরণ। অতএব মধুর হইতেও সুমধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণই বিধি, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য উপদেশের সারমর্ম। 'স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ'।।৬১।।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, অন্তর্দ্দশায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন—জলদসুন্দর ইত্যাদি। কাঁতি— কান্তি। নবীন মেঘ অপেক্ষাও সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের নীল অঙ্গ কান্তি, মধুর হইতেও সুমধুররূপে শোভা পাইতেছেন। বৈদগধি অবধি সুবেশ — শ্যামসুন্দর যেরূপ বেশ-ভূষণে বিভূষিত আছে, তাহাতে কেলি-কলা-পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সুকুঞ্চিত কেশকলাপের উপর ময়ূরপুচ্ছ-রচিত চূড়া ধারণ করিয়াছেন।।৬২-৩৩।।

মৃদু মধুর হাস্যরূপ লীলামৃতবর্ষণে যে বিদগ্ধতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ব্রজবধূবৃন্দ লুব্ধ হইতেছেন। চরণ-কমলে মণিময় নূপুর ও নখমণিসমূহ যেন বালচন্দ্রসদৃশ শোভা পাইতেছে।।৬৪।।

মরালিনী—রাজহংসিনী। এখানে কুলবধূ মরালিনী বলিতে রাজহংসিনীর ন্যায় গতিবিশিষ্টা ব্রজসুন্দরীসকল। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীর কাকলী ও নূপুর শিঞ্জনে তাঁহাদের হৃদয়ে

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী রতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত; কিন্তু তাঁহারা কুলবধূ; তথাপি সতী স্ত্রী যেমন পতির সহিত মিলিত হয়েন, তাঁহারাও তদ্রূপ কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মরালিনী গতিতে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন। এতদ্দ্বারা ব্রজের পরকীয়া তত্ত্ব প্রদর্শিত হইল।

এখানে ব্রজসুন্দরীগণ পরম দুঃসহ লোকলজ্জাদির প্রতি দৃষ্টি বা আদর না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। যেহেতু, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সর্ব্বশাস্ত্রফল। এইজন্যই ব্রজের পারকীয়ত্বভাব পরম উপাদেয় বলিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন। (শ্রীভাঃ ১০।৩৮।৮) শ্রীঅক্রুর বলিতেছেন—

'গোচারণায়ানুচরৈশ্চরন্ বনে যদ্গোপিকানাং

কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত' ইত্যাদি—যে চরণকমল গোচারণের নিমিত্ত

নূপুর মুরলি ধ্বনি কুলবধূ মরালিনী
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম গেল দূরে।।৬৫।।

সখাগণের সহিত বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক গোপীগণের কুচকুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত হয়—অদ্য আমি সেই চরণদর্শন করিব। এই শ্লোকে শ্রীঅক্রুর শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যভাবেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য সম্বন্ধ তথাপি ঐ উক্তি পিতৃব্য বা দাসত্ব হিসাবে নহে; বাস্তবিক কিন্তু উহা উপাদেয়-বুদ্ধিতেই

উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র প্রমাণ রহিয়াছে। অধিক কথা কি? (শ্রীভাগবতাদি মহাপুরাণে) নানাজাতীয় মুনি-ঋষি ও রাজ সভাতে যে ঐ ঔপপত্য-প্রতিপাদক রাসলীলার সঙ্গীত হয়, তাহা ত নিশ্চয়ই উপাদেয় বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ

রসিকমণ্ডলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ ঐ পারকীয়া রসবিশেষের আস্বাদনাকাঙ্খায় ঐ সকল নিত্যকান্তা গোপীগণকে অবতারিত করিয়াছেন। যেহেতু, অপ্রকটলীলায় যেরূপ পরম অলৌকিক পরকীয়া রসরীতি আছে, তদ্রূপ প্রকট-লীলাতেও রসাবধি আস্বাদন করিব—এই অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চেও সেই পরমোৎকণ্ঠাময় পরকীয়া রসবিশেষ (আস্বাদন করিবার ইচ্ছায়) অবতারিত অর্থাৎ যথাবস্থিত নিত্যলীলা হইতে প্রকট-প্রকাশে আনয়ন করিয়াছেন।

আর প্রকট-লীলাতেও যে সমস্ত গোপীগণ পরোঢ়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদেরও পতির সহিত মিলন হয় নাই।

গোবিন্দ-শরীর সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময়।
ত্রিভুবনে শোভা সার হেন স্থান নাহি আর,
যাহার স্মরণে প্রেম হয়।।৬৬।।

অভিসারাদি কালে যোগমায়া-কল্পিত তাদৃশী গোপীমূর্ত্তি গৃহমধ্যে পতিন্মন্য গোপগণের এইরূপ প্রতীতি হইত যে, 'আমার পত্নী আমার গৃহে আছে।'— অতএব তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেন না; বরং প্রীতিভাবই পোষণ করিতেন। এইরূপে

ব্রজবাসিগণ ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া কেহ পরোক্ষে, কেহ বা অপরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া রস আস্বাদনেরই সাহায্য করিতেন। অতএব ব্রজের পরকীয়া ভাব যে সর্ব্বোত্তম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।৬৫।।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী ভেদ নাই এবং তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, অবতার, রূপ, ঐশ্বর্য্য ও সেবকাদি সবই নিত্য। যথা, পদ্মপুরাণে—

"ততো মামাহ ভগবান বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্। যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনং।। নিস্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম। ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ-কারণ্ম। সত্য ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্।।" অতঃপর বৃন্দাবনবিহারী শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে বলিলেন,—তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, ইহা অলৌকিক, সনাতন, নিস্কল, শান্ত, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি,

শীতল কিরণ কর কল্পতরু গুণধর
তরুলতা ষড়ঋতু শোভা।
গোবিন্দ আনন্দময় নিকটে বনিতাচয়,
মধুর বিহার অতি শোভা।।৬৭।।

পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন—ইহা হইতে পরতরবস্তু আর আমার কিছুই নাই। বেদ সমূহ ইহাকেই সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বব্যাপী সত্য, পরমানন্দ, শাশ্বত, চিদ্ঘন ও মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। শ্রীগোবিন্দের সেবকও তদীয় বিগ্রহবৎ নিত্য। আর তাঁহার ধামও

তদ্রূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অতএব জ্যোতির্ম্ময়—স্বপ্রকাশবস্তু, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেই বিরাজমান রহিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনধাম স্বরূপতঃ বিভূ, তেজোময় ও সচ্চিদা নন্দস্বরূপ হইলেও চর্ম্মচক্ষে উহা প্রাকৃতজগতের ন্যায়ই প্রতীয়মান হইতেছেন। আবার ভক্তগণ প্রেমনেত্রে তাঁহার তেজোময় স্বরূপ দর্শন করিতেছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও তাঁহার শ্রীধাম তত্ত্বতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া শ্রীধামের স্মরণেও প্রেমলাভ হয়।।৬৬।।

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—শ্রীহরির বৃন্দাবনে নিত্য অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ এই ধামকে সেবা করেন। আবার ঐ ঐ লীলাস্থান সমূহ লীলানুসারে বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হয়। আর নানাবিধ সময়ের (বসন্ত শীতাদি) যুগপৎ সম্মিলন-হেতু নানাজাতীয়' পুষ্প ও ফলে সুশোভিত, বৃক্ষলতা কল্পতরু হইতেও গুণশালীরূপে সতত শোভমান। তাদৃশ শোভাশালী শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও

ব্রজপুর-বনিতার, চরণ-আশ্রয়-সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া।।৬৮।।

উতরোল—উত্তরলঃ।।৬৮।।

স্নিগ্ধোজ্বল অঙ্গজ্যোতিপূর্ণ শ্রীগোবিন্দদেবও অনুরূপ অনুরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণ পরিবৃত হইয়া মধুর মধুর হাস্যভঙ্গি আদি দ্বারা

সর্ব্বদা বিলাস-সুখে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ উভয়েই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুতরাং স্বতঃতৃপ্ত; যেহেতু, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের কাম বা নিজদেহ তর্পণেচ্ছা থাকিতে পারে না। প্রেম তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ স্বরূপেরই অংশ এবং সেই প্রেমের স্বভাব—প্রিয়জনের তর্পণেচ্ছা—তাহাতেই প্রেমিকের সুখ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দেওয়াই গোপীগণের ইচ্ছা এবং গোপীগণকে সুখ দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য।।৬৭।।

ভক্তের অভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করাই শ্রীভগবানের একমাত্র অপেক্ষিত বস্তু। তাই অসাধারণ প্রেমনিষ্ঠ ব্রজবাসীদিগের অভীষ্ট তিনি পরমেশ্বররূপে পূরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, গোপীগণের প্রেম পরম মাধুর্য্যময়, এজন্য ভগবানকে ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া গ্রাম্য গোপবালকের ন্যায় লীলা করিতে হয়। কারই ঐশ্বর্য্য দেখিলে বা সম্ভ্রমোচিত পূজাদি করিলে তাদৃশ মাধুর্য্যময় দাস, সখা ও পতি প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না এবং নিঃসঙ্কোচে প্রেমসেবাও হইবে না। পক্ষান্তরে তাঁহারাও তাদৃশ প্রেমসেবা হইতে

পাপ-পুণ্যময় দেহ, সকলি অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু নিতি কর কার্য্য মন্দ।।৬৯।।
রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তারে মন সদা কর ভয়।।৭০।।

বঞ্চিত বা তাঁহাদের প্রতি ভগবানের যে প্রেম আছে, তাহাও চরমসীমা প্রাপ্ত হইবে না।

বৃন্দাবনে কেবলই মাধুর্য্য। সেখানে ভগবান তাঁহার পরিকরগণের সহিত সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য আবৃত করিয়া মহামোহন লীলাবিলাসযুক্ত গোপগোপীস্বরূপে ক্রীড়াপরায়ণ। বলা বাহুল্য যে, এই গোপরূপই ভগবানের স্বয়ং রূপ এবং তাঁহার পরিকরগণকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অতএব যাঁহাদের প্রেম ঐশ্বর্য্যরহিত কেবল মাধুর্য্যপূর্ণ, তাঁহারাই সেই ব্রজধাম লাভ করিতে পারেন। এইরূপ ভক্ত-প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভগবানের মাধুর্য্য প্রকাশেরও তারতম্য হয় এবং ব্রজের প্রেম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় ভগবানেরও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য প্রকাশ।

পরন্তু বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্য বাহিরে প্রকাশ না থাকিলেও মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া যে প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্যময় স্থানেও তাদৃশ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হয় না। তথাপি ব্রজের

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তাকে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।।৭১।।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যনিষিক্ত বলিয়া তথায় লৌকিকত্বই প্রবল। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন— রে মন! এই অনুরাগিনী ব্রজপুর-বনিতার চরণাশ্রয় একান্তভাবে সার কর। যেহেতু, তাঁহাদের

শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত ব্রজরস আস্বাদনের অন্য উপায় নাই। অতএব এই ব্রজগোপীর চরণাশ্রয়-বার্ত্তা ব্যতীত অন্য যে কোন প্রসঙ্গ, সমস্তই গণ্ডগোল, তাহা কদাচ শ্রবণ করিও না। 'রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া'—উচ্ছলিত প্রেমবেগ হৃদয়ে ধারণ করিবে, কদাচ বাহিরে প্রকাশ করিও না।।৬৮।।

ব্রজপুর-বনিতার চরণাশ্রয়রূপ সুদুর্ল্লভ পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের মহান্ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। যদিও ভজনের আরম্ভে ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ভক্তের অনাদি জন্মার্জ্জিত কামভোগবাসনা তাঁহার অননুসন্ধানে আপনিই বিদূরিত হইয়া যায় এবং দেহ-দৈহিক সম্বন্ধীয় দুঃখ নিবৃত্তির জন্য পৃথক কোন সাধন বা প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই, তথাপি ভক্তকে সতত দেহ-দৈহিক বিষয়ে বিরক্ত থাকিতে হইবে। কারণ, বিষয়ে আবেশ থাকিলে ভজনে আবেশ হইবে না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সুদুর্ল্লভ পদ প্রাপ্তি সুদূর পরাহত। এজন্য দেহ-দৈহিক অনিত্যতা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বর্ণনের আনুসঙ্গিকরূপে স্বীয়

প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়।।৭২।।
অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিৎ হেন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ-নাম-গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ।।৭৩।।

অন্যের— যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী-প্রভৃতীনাং। কদাচিৎ— আপদ্যপি যথা স্পর্শনং ন ভবেৎ তথা সাবধানো ভবামি।।৭৩।।

মনকে উপলক্ষ্য করিয়া অজাতরতি সাধকগণকে বৈরাগ্য উপদেশ করিতেছেন—পাপ-পুণ্যময় দেহ ইত্যাদি।।৬৯-৭০।।

মন, রজস্তম-সম্ভূত কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে চিত্ত মলিন হয় এবং সেই পাপকর্ম্মে অভিনিবেশহেতু ভগবৎস্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই বলিতেছেন-পাপে না করিহ মন। স্বর্গাদি ভোগবাসনা উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম্মও ঐপ্রকার; উহা দ্বারা ভক্তিবাসনা খর্ব্ব হয় বলিয়া চিত্তশুদ্ধি হয় না। আর মোক্ষবাসনা হৃদয়ে থাকিলে ত' ভক্তিদেবী দূরেই সরিয়া যান। এজন্য শাস্ত্রে কথিত আছে—ভক্তিলাভেচ্ছু সাধককে অন্যান্য বিষয়সুখের আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ 'ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ? যতদিন ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহারূপ

কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,
বিশুদ্ধ ভজন কর মন।
ব্রজ-জনের যেই রীত, তাহাতে ডুবাও চিত,
এই সে পরম-তত্ত্ব ধন।।৭৪।।

পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিরূপে সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইবে?৭১।

প্রেমভক্তি সুধাসাগর সদৃশ। এতদ্ভিন্ন ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি ক্ষারনিধি—লবণসমুদ্রবৎ তীব্র দুঃখপ্রদ। অতএব ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি

সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমভক্তিরূপ সুধাসাগরে অবগাহন করিলে অখণ্ড পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভব হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদার্শনিকগণ ইহাকেই পরমানন্দ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।।৭২।।

অন্যের পরশ—বিপদ সময়েও যেন যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তজনের সঙ্গ-স্পর্শ না হয়—সতত সাবধান থাকিব। আর জ্ঞান-কর্ম্মাদির কোন সাধনকেই প্রমাণ অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিব না। যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম গানই পরম শ্রেষ্ঠ উপাসনা। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীমহাদেব বলিলেন—'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাম সমর্চ্চনম্'। সকল দেব-দেবীর আরাধনা হইতেও শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! তাহা হইতেও আবার ভক্তগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর"।

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম-কথা,
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
পাপ গ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ।।৭৫।।

এই প্রমাণে জানা যায় যে, যে কোন ভগবদ্ভক্ত-পূজাই ভগবৎ পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ। অতএব ভক্তগণের আশ্রয় নিত্য পরিকরগণ এবং সেই পরিকরগণের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকরগণের ভজন ত' পরমশ্রেষ্ঠ হইবেই। আবার সেই নিত্য পরিকরগণশিরোমণি

শ্রীরাধার ভজন যে অতিশয় পরমশ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?।।৭৩।।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি অনুশীলন করিবে এবং যাহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানে আসক্তি থাকে, সেই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে দূরে পরিহার করিবে। এখানে বলিতেছেন, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠানকারীদের সঙ্গও পরিত্যাগ করিবে। বিশুদ্ধ ভজন-ভক্তি-আবরক জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যাভিলাষিতা শূন্য হইয়া যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়, এরূপভাবে বিশুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান কর। শ্রীকৃষ্ণসুখের রীতি-নীতি একমাত্র ব্রজবাসীগণই জানেন, অতএব তাঁহাদের মধ্যে নিজ ভাবের অনুকূল ব্রজজন বিশেষের রাগভক্তির অনুগত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনে নিরত থাক—"এই সে পরমতত্ত্ব ধন'।।৭৪।।।

সাধারণতঃ বীজসম্পূটিত নমস্-শব্দাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত ঋষি,

রাধাকৃষ্ণ- সেবন, একান্ত করিয়া মন,
চরণকমল বলি যাঙ।
দুঁহু নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনি পুনি,
পরম আনন্দ-সুখ পাঙ।।৭৬।।

দুহুঁ নাম—শ্রীরাধাকৃষ্ণনাম।।৭৬।।

হেম- গৌরী তনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করিব অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,

রূপে গুণে ভুবন প্রকাশে।।৭৭।।
সখীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
যে সেবা পরম সুখ ধরে।

ছন্দ ও দেবতাবিশিষ্ট চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত ভগবন্নামাত্মক যে পদ, তাহা ভগবৎসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকরূপে গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া 'মন্ত্র'রূপে কথিত হইয়া থাকে। আবার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। এজন্য মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের অংশী। অর্থাৎ মহামন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রত্ব অন্তর্ভূত রহিয়াছেন। এজন্য প্রেমভক্তিলিপ্সু ভক্তগণ নাম ও নিজ দীক্ষালব্ধ অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রে অভেদ ভাবনা করিয়া এবং নাম ও ভগবৎস্বরূপে কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। আর এই ভজনটি হইবে শুদ্ধভাবে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে স্বসুখ বাসনা বর্জ্জন করিয়া কেবল অভীষ্টের সুখানুসন্ধানপর হইয়া তাঁহারই প্রেমসেবা প্রার্থনারসে মজিয়া যাইবে।

এই মন তনু মোর, এই রসে হৈয়া ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে।।৭৮।।
রাধাকৃষ্ণ করো ধ্যান, স্বপ্নেও না বলো আন,
প্রেম বিনা আন নাহি চাঁউ।
যুগলকিশোর-প্রেম, যেন লক্ষবাণ হেম,
আরতি পিরীতি রসে ধ্যাঁউ।।৭৯।।

আরতি-পিরীতি রসে ধ্যাঁউ—আর্ত্ত্যা প্রীতিসুখস্বরূপত্বেন ধ্যানং করু। হে মনঃ। ইতি শেষ।।৭৯।।

আস্তিক করিয়া মন — শাস্ত্র বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণনাম, মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ — এই সকল এক অভিন্ন সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। ভক্তিযাজনে এই সকলের নিরন্তর সংযোগহেতু ভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদিও সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায়। কেন না, শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হইতেই পারেন না। কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তির শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে বিশ্বাস হয় না বলিয়া তাহাদের আত্মবিষয়িনী জ্ঞান বা শ্রদ্ধার উদয় হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে আস্তিক (বিশ্বাসী) হইবে। বিশ্বাস ব্যতীত ভক্তিপথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। এইরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ ভজন করিলেই পাপগ্রন্থি বিমোচন হইবে। অর্থাৎ চিত্তের অহঙ্কাররূপ অবিদ্যাবন্ধন কাটিয়া যাইবে এবং অসম্ভাবনাদি সংশয় সমূহও বিলীন হইয়া যাইবে; কাজেই সেই সময়ে স্বীয় স্বরূপগত অভিমান ও নিজ ইষ্টের সহিত সম্বন্ধবিশেষ জাগ্রত হইবে।।৭৫।।

জলবিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত।
চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত রীতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত।।৮০।।
লবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা জন'(র) যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেমভক্তি রীতি।।৮১।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই শ্রীচরণমহিমা অনুভব হয়। তাই বলিতেছেন— শ্রীচরণে বলিহারি যাঙ। ভক্তমুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম শ্রবণ অধিকতর ভজনসুখ প্রাপ্তির কারণ। কারণ, ইহাতে অননুসন্ধানে 'স্মরণ' হইয়া থাকে।

আবার মন্দভাগ্যগণের সহজে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের পক্ষে ভক্তমুখে ভগবৎ নাম শ্রবণ দ্বারা ভগবানে অর্থাৎ নাম গ্রহণে রুচি জন্মায়। যেহেতু, ভক্তগণের শ্রীমুখ হইতেই বীর্য্যসম্পন্ন 'হৃৎকর্ণ-রসায়ণ' ভগবৎ কথা বাহির হয়।।৭৬।।

হেম-গৌরী তনু রাই ইত্যাদি — কবে সেই সুবর্ণের ন্যায় গৌরকান্তিধারিণী শ্রীরাধাকে নয়নে দর্শন করিব?—এই অভিলাষে রোদন করিব। জলধর ঢর ঢর ইত্যাদি—বর্ষণোন্মুখ নবমেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ-শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রূপে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন এবং কারুণ্যগুণে সকলেরই প্রতি কৃপাবর্ষণ করিতেছেন।।৭৭।।

বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সেই সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দ-বিষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান।।৮২।।

এক্ষণে রাগানুগামার্গের স্মরণীয় যোগপীঠে বিহরণশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিপাশে সখীগণ ইত্যাদির সেবা লিখিত হইতেছে। শ্রীললিতাদি সখীগণ, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের

চতুর্দ্দিকে থাকিয়া নব-নবায়মান অভিলাষের সহিত সেবা করিতেছেন এবং সেই সেবায় সেবনীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সুখী দেখিয়া তাঁহারাও পরম সুখ লাভ করিতেছেন। আমার কি মন-তনু (সিদ্ধদেহ) তাঁহাদের অনুগত হইয়া এই সেবারসে ভোর হইবে? যেহেতু, একমাত্র সেবাসুখ আস্বাদনই এই রাগানুগামার্গীয় সাধকগণের অভিলষণীয়।।৭৮।।

লক্ষবাণ হেম—স্বর্ণের মল নিস্কশণ জন্য অগ্নিতে স্বর্ণকে দগ্ধ করা হয়, এরূপ লক্ষবার দগ্ধ করিলে সেই স্বর্ণে আর মল থাকে

না বলিয়া তাহাকেই লক্ষবাণ হেম বলে। এই বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত যুগলকিশোরের প্রেমও বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল। অতএব রে মন! আর্ত্তিসহকারে প্রীতির মূর্ত্তস্বরূপ শ্রীযুগলকিশোরকে ধ্যান কর।৭৯।

এক্ষণে আর্ত্তির প্রকার পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—জল বিনা যেন মীন ইত্যাদি—মৎস্য যেমন জল বিনা ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, প্রেম বিনা ভক্তের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। আবার চাতক যেরূপ

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখজন, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধন,
লৌকিক করিয়া সব জানে।।৮৩।।
অজ্ঞান-বিমুগ্ধ যত, নাহি লয় সত-মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।

অভিমানী ভক্তি-হীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা।।৮৪।।

দৃষ্টি করি—শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং প্রেমাচরণং দৃষ্টবা।।৮৩।।

আকাশের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। ঐকান্তিক ভক্তও তদ্রূপ প্রেমামৃতবর্ষি শ্রীযুগল কিশোরের কৃপাবারি ভিন্ন অন্য কিছু পান বা আস্বাদন করেন না—ইহাই ঐকান্তিক ভক্তের রীতি। যাঁহারা এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাও অচিরে সেই ঐকান্তিকতায় অনুরক্ত হইয়া পড়েন।৮০।

পুনরায় প্রেমভক্তির আর্ত্তিময় রীতির বিস্তৃত বর্ণনা করিতেছেন—লুব্ধ ভ্রমর যেন ইত্যাদি। মধুলুব্ধ ভ্রমরের লোভ যেমন পুষ্পমধুতে, চকোরের লোভ যেমন চন্দ্রের সুধাপানে, পতিব্রতা রমণীর লোভ যেমন পতিশুশ্রূষায়, ঐকান্তিক ভক্তের লোভও তদ্রূপ একমাত্র যুগলকিশোরের শ্রীচরণযুগল সেবায়।।৮১।।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়মাত্রেই আপাততঃ মধুর সুখময় বলিয়া বোধ হইলেও পরিণামে বিরস বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। জগতে বিষয় কেবল পাঁচটি—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও

আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন! প্রেম করি আশ।
এক ব্রজরাজ-পুরে, গোবিন্দ রসিকবরে,
করহ সদাই অভিলাষ।।৮৫।।
নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,

হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছাই হইনু ভোর,
দুঃখ রহু অন্তরে জাগিয়া।।৮৬।।

এক ব্রজরাজপুরে—মর্ত্ত্য ব্রজমণ্ডলে ইত্যর্থঃ।।৮৫।।

গন্ধ। এই বিষয়-পঞ্চক চক্ষু, রসনা, কর্ণ, ত্বক্ ও নাসিকা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ পঞ্চবিধ বিষয় গ্রহণ বা ভোগ করিয়া মনে যে অনুকূল বেদন অনুভূত হয়, তাহাই সুখরূপে প্রতীত হয় এবং মন ঐ সুখের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে দেহী জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া অনাদিকাল হইতে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাপ্রকার দুঃখে অভিভূত হইতেছে। পরন্তু এই সংসার নিবৃত্তির একমাত্র উপায়—সাধুর কৃপা। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন, সাধুসঙ্গে গোবিন্দ-বিষয়রস আস্বাদন কর। অর্থাৎ চক্ষুকে ভগবৎ রূপ দর্শনে নিয়োজিত কর। রসনাকে ভগবৎ প্রসাদ সেবনে, কর্ণকে ভগবৎ গুণ শ্রবণে, ত্বক্‌কে ভগবদ্ভক্তের গাত্র স্পর্শাদি জনিত সুখভোগে ও নাসিকাকে ভগবৎ নির্ম্মাল্যাদির সুগন্ধ গ্রহণে নিয়োজিত কর।।৮২।।

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যুদুখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ।।৮৭।।

শ্রীবৃন্দাবনং বিশিনষ্টি "বচনের অগোচর" ইত্যাদিনা। বচনের

অগোচর—অনির্ব্বচনীয়ং, নির্ব্বক্তুমশক্যমিত্যর্থঃ।।৮৭।।

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট ইত্যাদি—বহির্ম্মুখ বহু দুষ্ট ব্যক্তি আছে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের প্রেমাচরণ দর্শন করিয়া রুষ্ট হয়। কারণ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রেমরূপ মহাধনেয় বিষয় জ্ঞাত নহে, বরং প্রেমিক ভক্তের প্রেমোত্থ হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য-গীতাদিকে লৌকিক হাস্য-ক্রন্দনাদির ন্যায় মনে করে।।৮৩।।

অজ্ঞান-বিমুগ্ধজনই শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন সাধনেই সিদ্ধিলাভ হয় না। এজন্য বিমূঢ় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় ও মনে আত্মাভিমান করিয়া কৃত-কর্ম্মের 'আমিই কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করে। কাজেই এই অহঙ্কার অতিশয় প্রবল ও সামর্থ্যশালী হইয়া জীবের আত্মাস্বরূপ আচ্ছাদন করে বলিয়া 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই নিজস্বরূপ জানিতে পারে না। বস্তুতঃ এইরূপ ভক্তিহীন মনুষ্যগণই সংসার মধ্যে অতিশয় দীন, অর্থাৎ ভক্তিহীনতাই জীবের অশেষ সংসার দুঃখের কারণ হয় এবং দুঃখ নিবৃত্তির অশেষবিধ চেষ্টা ও ভাবনাদি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।।৮৪।।

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু।
চকোর-নয়ন- প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পিরীতি-সুখের দুঁহু বন্ধু।।৮৮।।

যুবয়োর্মুখচন্দ্রয়োশ্চকোরারিব যে নয়নে তয়োঃ প্রেমাণং রতিকামৌ

ধ্যায়তঃ। যাহারা হিল্লোল ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনস্য সম্বন্ধে লীলারস এব সিন্ধুস্তস্য তরঙ্গরূপঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমা।।৮৮।।

সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় আত্ম নিয়োগ কর এবং একমাত্র সেই প্রেম সেবারই আশা কর। অতএব হে মন! তুমি সেই ব্রজধামে রসিকশেখর শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ কর।।৮৫।

সাধুর মুখ হইতে কথারূপেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণকারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেই হৃদয়ের অমঙ্গলরাশি বিদূরিত করেন। অতএব ভক্তসঙ্গরূপ সৌভাগ্য ব্যতিরেকে কদাচ ভগবদ্ বৈমুখ্য দোষ দূরীভূত হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণসেবালাভেরও উৎকণ্ঠা জন্মে না—এই অভিপ্রায়ই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—নরোত্তম ইত্যাদি।।৮৬।।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের মহিমাবর্ণণ করিতেছেন—'বচনের অগোচর' অনির্ব্বচনীয়। প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে লীলা যেরূপ দ্বিবিধ, তদ্রূপ প্রাকৃতলোকের প্রত্যক্ষগোচর যে ধামের স্বরূপ তাহা প্রকট-প্রকাশ, আর যাহা প্রাকৃত জনের

রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামাদিকে মনোহরা,
কনক কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্ত সাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
মণিময় আভরণ পরে।।৮৯

নীলপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ সাদৃশ্যে। অনুরাগে-অনুরাগহেতুনা। বামা—

বামস্বভাবা'।।৮৯।।

চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, তাহাই অপ্রকট প্রকাশ; কিন্তু উভয় প্রকাশই স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার ন্যায় স্বপ্রকাশ বস্তু। তবে আমাদিগের চর্ম্মচক্ষে যে বৃন্দাবনবাসীগণের জরা-মৃত্যু দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বৃন্দাবনের সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাকৃত নেত্রগোচর নহে, বলিয়া প্রাকৃত দৃষ্টিতে প্রাকৃত জগতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ এই বৃন্দাবনেরই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবলোকন করিয়া থাকেন। গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—'ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষি বৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ং।।''

এই পরম রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই বাসস্থান। অত্রত্য পশু-পক্ষী কীট বৃক্ষ, মনুষ্য দেবতা প্রভৃতি যাহারা আমার অধিষ্ঠানে বাস করে, তাহারা দেহান্তে আমার আলয়েই গমন করে। 'যাহারা আমার অধিষ্ঠানে বাস করে'—এই বাক্যে প্রকট-প্রকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার পরেই উক্ত আছে, 'তেজোময়মিদং রম্যম্ অদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা' এই তেজোময় রমণীয় বৃন্দাবন চর্ম্মচক্ষুর

করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহু গান,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদবিধি অগোচর, রতন-বেদীর'পর
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী।।৯০।।

আনন্দে ইত্যাদি—সাহচর্য্য এবং কৃত্ব' আনন্দে মগ্না ভবন্তি।।৯০।।

অগোচর—এই বাক্যে অপ্রকট প্রকাশ সূচিত হইয়াছে। অতএব প্রকট ও অপ্রকট ধামের প্রকাশগত কোন ভেদ নাই। কেবল দ্রষ্টার দৃষ্টিগত ভেদহেতু অভক্তগণের অদৃশ্য এবং প্রেমিক ভক্তগণের দৃশ্য। এই অভিপ্রায়েই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিয়াছেন —'নাহি জরামৃত্যুদুখ'।।৮৭।।

যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু—শ্রীবৃন্দাবন-রসসিন্ধুর হিল্লোলই (তরঙ্গস্বরূপ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। চকোর নয়ন ইত্যাদি—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের মাধুর্য্যশোভা আস্বাদনকারী চকোর সদৃশ পরস্পরের যে নয়নযুগল, তাহার দৃষ্টিকণিকারূপ প্রেমলাভের নিমিত্ত কাম রতি সতত ধ্যান করিতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই কাম ও রতি অপ্রাকৃত তত্ত্ববিশেষ হইলেও মদনমোহনরূপের উপাসক।।৮৮।।

রাধিকাপ্রেয়সী বরা—ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা নিরতিশয় বরীয়সী। রতি হইতে মহাভাবের উদ্গমনে উল্লাসশীল যে মাদনাখ্য মহাভাব, যাহা পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, তাহাই শ্রীরাধার স্বরূপ অর্থাৎ তাহা সতত

দুর্ল্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগি মরহ ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ দ্বন্দ্বে।।৯১।।
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
কৃষ্ণচন্দ্রচরণ সুখসার।

স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম বিকার।।৯২।।
দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে যে যম শাস্তা
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধুশাস্ত্র মত যজ,
যুগলচরণে কর রতি।।৯৩।।

দেহে না করিহ আস্থা— দেহেঽস্মিন্ আস্থাং মা কুরু, দেহাভিমানং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ।।৯৩।।

শ্রীরাধাতেই বিরাজিত হয়, অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। বামা মনোহরা—মধ্যাত্ব ও বাম্যত্ব প্রভৃতি স্বভাবব্যঞ্জক সুমধুরভাবে স্থাবর-জঙ্গমাদিরও মনোহরা। অনুরাগে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণানুরাগের প্রাবল্যহেতু শ্রীরাধিকা রক্ত বর্ণ শাড়ী পরিধান করিয়াছেন এবং কৃষ্ণবর্ণ-সাদৃশ্যহেতু সেই রক্তবর্ণ শাড়ীর উপর নীলবর্ণ পট্টবস্ত্র আবরণ করিয়াছেন। যেহেতু, অনুরাগ অন্তরের বস্তু, সুতরাং অনুরাগের প্রতীক রক্তবর্ণ শাড়ীও অন্তর্বসনরূপে ব্যবহার করাই সমীচিন।।৮৯।।

সখীগণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই রূপমাধুর্য্য লোচনদ্বারা পান

জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।৯৪।।
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি রীতি নাহি জানে।

নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার এছার জীবন।।৯৫।।

করিয়া এবং লীলামাধুর্য্য গান করিয়া আনন্দে নিমগ্না হইয়া থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসমূহে বিভূষিত অসংখ্য কুঞ্জ ও রত্নবেদী প্রভৃতির অসংখ্য প্রকাশ নিত্য বিরাজমান এবং সখীগণ কর্ত্তৃক প্রাদুর্ভাবিত সেইসব রহস্যলীলা, যাহা স্ব স্ব লীলাপরিকরগণই দর্শনে সমর্থ, তদভিন্ন অন্য কেহই দর্শন করিতে পারেন না। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলা-দর্শনের অযোগ্য ব্যক্তিগণকে বঞ্চনার নিমিত্ত বেদাদিশাস্ত্র সমূহও উহা নিগূঢ়ভাবে অর্থাৎ সকলের নিকট ব্যক্ত করেন না। এজন্যই বলা হইয়াছে—'বেদবিধি অগোচর।' অতএব সখীগণের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুগলকিশোরের সেবাসুখ আস্বাদন করিতে হইলে, শ্রীবৃন্দাবনে রত্নবেদীর উপর বিরাজমান বেদবিধি অগোচর শ্রীযুগলকিশোরের সেবা ভাবনা কর।।৯০।।

পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—কর্ম্মফলে বিষয় সংগ্রহ এবং সেই বিষয়ভোগে বাধা পাইলে, তাহার মন— ক্রোধ, শোক,

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ।।৯৬।।
জগৎ-ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মূরতি লীলা কথা।

এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা।।৯৭।।

নাহি শুনি—শ্রবণং ন কুর্য্যাম্। পরমার্থ-তত্ত্ব জানি—পরমার্থ-তত্ত্বং জ্ঞাতব্যম্।।৯৬।।

মোহ, ভয় প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় এবং শরীরও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া নষ্টপ্রায় হয়। অতএব বিষয় ভোগের বিষময় ফল—দুঃখ যন্ত্রণা এবং পরিণামে মৃত্যু ইত্যাদির যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া শুনিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করত সাধু-শাস্ত্র মতানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা কর।৯৩।

জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড-বিধি-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া মনুষ্য জ্ঞান-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু উভয়ই ভক্তিবর্জ্জিত বলিয়া পরিণামে দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। জড় ও নশ্বর দেহেন্দ্রিয়ে আত্মাভিমান করিয়া কর্ম্মী জড় ও নশ্বর ফল লাভে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয় ও জন্ম-মরণাদি দুঃখই লাভ করে। জ্ঞানী, ঐ সকলকে দুঃখের কারণ জানিয়া দুঃখ নাশের উপায় জ্ঞানযোগের সাধন করেন, কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের প্রতি অনাদর-হেতু মুক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। আর যাহারা ইন্দ্রিয়সুখের উপযোগী কৃত্রিম ধর্ম্ম

পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হব অতি তৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লৈয়া।
রসিক ভকত সঙ্গে রহিব পীরিত-রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া।।৯৮।।
শ্রীগুরু ভকতজন, তাহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে।

সখীর সর্ব্বথা মত, হইয়া তাহার যূথ,
সদাই বিহরে ব্রজপুরে।।৯৯।।

তাঁরে—শ্রীকৃষ্ণম্। পীরিতিরঙ্গে—যুগল প্রেমকথা-রঙ্গে।।৯৮।।

কথা অনুসারে—শাস্ত্রকথানুসারেণ। হইয়া তাহার যূথ—সখীনাং যূথবর্ত্তিনী ভূত্বা। বিহর—বিহারং কুর্য্যাৎ।।৯৯।।

গঠন করত তাহার আশ্রয়ে পশুপ্রায় কদর্য্য জীবন-যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের দুঃখের কথা কি বলা যাইবে? 'তাহাদের জন্ম অধঃপাতে যায়'।।৯৪।।

'আমি'র নাম আত্মা, এই আত্মভাবের আরোপ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও অনাত্মবস্তু প্রীতির বিষয় হয় না; অতএব এই প্রিয়তা জড়ের ধর্ম্ম নহে—আত্মারই ধর্ম্ম এবং এই আত্মাই প্রীতির বিষয়। আবার পরমাত্মাই এই জীবাত্মারও আশ্রয়। আর সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সেই পরমাত্মারও অংশী; অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয় এবং সকলের প্রীতির বিষয়। তাই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া অন্য দেবতাকে পতিরূপে ভজন ব্যভিচার দোষদুষ্ট। অথবা অন্য দেবতাকে প্রভুরূপে উপাসনা করিলেও প্রীতির পূর্ণ বিকাশ হইবে না। বস্তুতঃ যাহারা প্রীতি বা ভক্তির

লীলারস সদা গান, যুগলকিশোর প্রাণ
প্রার্থনা করিব অভিলাষ।
জীবনে মরণে এই আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাস।।১০০।।
আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব,
সকলি করিব পরমার্থ।

প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ।।১০১।।

পরমার্থ—শ্রীকৃষ্ণভক্তি। ইহা—লালসা।।১০১।।

সন্ধান জানে না, অর্থাৎ কাহাকে প্রীতি বা ভক্তি করা কর্ত্তব্য—ইহার অনুসন্ধান না করিয়া ভ্রমবশতঃ অন্য দেবতাকে ধ্যান করে, তাহাদের জীবন ধারণই বৃথা হয়।।৯৫।।

—এই ত্রিপদীতে রাগমার্গীয় সাধকের অনেক শিক্ষা করিবার আছে।

সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বেশ্বর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন,—যে ব্রজে অজ, ভব প্রভৃতি দেবতা সকল কর্ত্তৃক সম্ভ্রমসহকারে স্তূয়মান হইলেও তিনি তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না, সেই ব্রজে বাস করত তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও লীলাকথা শ্রবণে নিখিলকাল অতিবাহিত কর এবং যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তদস্বরূপ ভজনা করিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গ কর।

পরম নাগর কৃষ্ণ—এতাদৃশ মধুর ঐশ্বর্য্যরাশিকর্ত্তৃক সেব্যমান হইলেও শ্রীকৃষ্ণ পরম নাগর। অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ হইতে ইহাই

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কে বা জানে।
ব্রজপুরে প্রেম সত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
ভজ ভজ অনুরাগ-মনে।।১০২।।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ,
পরিবার-গোপযোগী-সঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের বৈশিষ্ট্য।।৯৭-৯৮।।

শ্রীগুরু ও ভক্তগণের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া এবং শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক ভজনপথে অগ্রসর হইবে। আর সিদ্ধস্বরূপে সর্ব্বপ্রকারে নিজ অভিলষনীয় সখীর মতানুবর্ত্তিনী হইয়া ব্রজের নিকুঞ্জ মধ্যে সর্ব্বদা বিহরণশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চিন্তা করিবে।।৯৯।।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রেমিক ভক্ত হৃদয়ে পরমসুখে বাস করেন। এজন্য ভক্তহৃদয় ভগবন্ময়। অর্থাৎ ভক্তের নিজের কোন অভিমানাদি না থাকায় সে হৃদয়ে কেবল শ্রীযুগলকিশোরের লীলাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা লীলারসাস্বাদন ভিন্ন অন্য কোন কিছু আস্বাদন করেন না। যেহেতু ভক্ত কতক্ষণে 'কাম' ও 'অর্থ'কে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিবেন, এই আশায় আশান্বিত হইয়া নিখিল পুরুষার্থ ঐ ভক্তের পশ্চাতে অবস্থান করেন অর্থাৎ ভক্তের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় সতত উন্মুখ হইয়া থাকে। অতএব কৃষ্ণসেবা এবং তদীয় লীলাদি স্মরণ ব্যতীত অন্য সব কিছুই ভক্তের নিকট তুচ্ছ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিই একমাত্র পরম

নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম,
সখীসঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে।।১০৩।।
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরী।।১০৪।।

কন্দ—মূলং। যার—শ্রীগোবিন্দস্য।।১০৩।।

পুরুষার্থ, এবং সেই পুরুষার্থ প্রাপ্তির অনুকূল শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা ব্যতীত আর যাহা কিছু ভাল মন্দ কথা, সমস্তই অনর্থ মধ্যে পরিগণিত হয়।।১০০-১০১।।

যাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ ব্রহ্মশব্দে অভিহিত, যে মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া তদীয় রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি গুণাবতার সকল প্রকটভাবে অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের এক কলা, (ষোলভাগের একভাগ) অতএব সেই ভগবানের তত্ত্ব নিরূপকে সমর্থ হইবে? সুতরাং ঈশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। যাহা অসাধ্য, তাহার জন্য জীবনপাত করা উচিত নহে। অতএব কেবল তত্ত্বালোচনায় জীবনাতিবাহিত না করিয়া ব্রজভাবের সহিত সেই পরমতত্ত্বের ভজনা কর।।১০২।।

আনন্দই আমাদের প্রিয় বস্তু, আর সেই আনন্দের কন্দ বা মূল হইলেন গোকুলচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ; কিন্তু এ জগতে আনন্দ ও আনন্দের বিষয় বিভিন্ন পদার্থ। আমরা আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ

সার্থক ভজন-পথ, সাধুসঙ্গে অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।

অবগত নহি; এজন্য আমরা আনন্দের বিষয় বা আনন্দসাধনকেই ভ্রমবশতঃ আনন্দ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পরন্তু শ্রীগোবিন্দই একমাত্র আনন্দের মূল উৎস। অতএব তাঁহারই ভজনা কর্ত্তব্য।

।১০৩।।

হে ভাই মন! এ পর্য্যন্ত তোমাকে প্রেমভক্তি তত্ত্ব-সমূহ অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনরীতি বলিলাম, তুমি সেই সাধনরীতি অবলম্বনের পূর্ব্বেই অন্য সকল দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয় কর।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ—যাঁহারা রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাপদদাস্য-লাভে সাতিশয় লালসান্বিত, তাঁহারা একান্ত দৈন্য আশ্রয়পূর্ব্বক নিরন্তর ভজনপরায়ণ স্বজাতীয় সাধুসঙ্গে অভীষ্ট লীলাকথা আলোচনা করিবেন। আর অন্য সকল দুর্ব্বসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নীরবে নির্জ্জনে কেবল প্রিয়তম শ্রীরাধামাধবের নাম করিতে করিতে দিনাতিপাত করিবেন। কারণ যাহা কিছু শ্রীরাধামাধবের লীলাস্মরণের প্রতিকূল, তাহা সকলি তাঁহার বর্জ্জনীয়। মন অবিচ্ছিন্নভাবে অভীষ্ট বিষয়ে সংলগ্ন না হইলে লীলারসাস্বাদন সুদূর পরাহত। দেহ-দৈহিক আবেশ শিথিলীত না হওয়া পর্য্যন্ত লীলাস্ফূর্ত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব। সেইজন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বৈরাগ্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদিও এই বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নয়, তথাপি শুদ্ধাভক্তিতে প্রবেশের পূর্ব্বে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগরূপ

প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা।।১০৫।।
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,

আর যত হৃদয়ের শূল।।১০৬।।

যুক্ত-বৈরাগ্যের প্রয়োজন।

কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে মহৎ কৃপার লেশমাত্র সংযোগ ঘটিলেই জীবের এইরূপ স্বরূপ ধর্ম্মের বিকাশ হয় এবং ভজনে চেষ্টাশীলতা দৃষ্ট হয়। তাই শ্রীল গ্রন্থকার বলিলেন—'শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই'—শ্রীগুরুকৃপাতে কথিত ভজনপ্রণালী প্রাপ্ত হইলে সেই ভক্ত সাধনসিদ্ধিক্রমে সিদ্ধদশালাভ করত সিদ্ধদেহে সখীগণের অনুচরীরূপে সাক্ষাৎ প্রেমসেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং সাধক চির-পিপাসিত প্রাণে শান্তিসুধাসিঞ্চনে চিরকৃতার্থ হইয়া থাকেন। ।১০৪।

কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী দুরাচার-দোষে নিজ নিজ ভজনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চিরকালের জন্য অধঃপতিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রবেশরত ভক্তের নাশ কখনও হয় না এবং ভগবদ্‌কৃপাহেতু বিঘ্ন- বৈগুণ্যাদিরও আশঙ্কা থাকে না। এজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—'সার্থক ভজনপথ'। এই ভক্তি অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রীভগবান সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া মনুষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, তথাপি ভজনে

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,

তারে মুঞি যাই বলিহারী।।১০৭।।

উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত ভক্তের অনর্থনিবৃত্তির একটি সাধারণ ক্রম দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধান্তরে (অহংতা ও মমতারূপ ব্যবহারিক বৃত্তিতে অত্যন্ত গাঢ় আসক্তি থাকায়) ভক্তিতে মাত্র অধিকার জন্মে, পরে সাধুসঙ্গক্রমে ভজনক্রিয়ার আরম্ভ হইলে একদেশব্যাপিনী অনর্থনিবৃত্তি-হেতু পরমার্থ বিষয়েও তদনুরূপ নিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং সেই নিষ্ঠানুরূপ চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। পরে প্রেম জন্মিলে অহংতা ও মমতা বৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে পরমাত্যন্তিকী হওয়াতে বহুদেশব্যাপিনী অনর্থ নিবৃত্তি-হেতু সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে।।১০৫।।

রে মন! বিষয়সঙ্গকে বিপদ বলিয়া জান। কারণ বিষয় চিন্তার ফলে মনুষ্যের চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হইয়া সংসারজালে জড়িত হয়। অথচ অলীক স্বপ্নময় সংসারে কোন প্রকার সুখই নাই। অর্থাৎ বিষয়সুখ স্বপ্নের ন্যায় অবাস্তব বলিয়া মনোবিলাসমাত্র এবং বিষয়াসক্ত মনের আসক্তি অনুসারেই সুখরূপে প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ মনই ঐরূপ মিথ্যা ভোগসুখে মত্ত হইয়া বিবিধ কর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জন্ম-মরণ-দশা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু বহু সৌভাগ্যের ফলে জীবের মনুষ্য জন্ম লাভ হয় এবং একবার মানবজন্ম হারাইলে বহুকাল সংসার ভোগ করিতে হয়। কারণ, মানব জন্মে

জয় জয় রাধা-নাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণ-সুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণগান, না শুনিল মোর কাণ,

বঞ্চিত করিল মোরে বিধি।।১০৮।।

তার ভক্ত-সঙ্গ সদা, রসলীলা- প্রেম-কথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কবু সিদ্ধি নাই,
না শুনিয়ে তার যেন নাম।।১০৯।।

শুভাশুভ কর্ম্মার্জিত অসংখ্য ক্রিমি-কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-দেবতাদি ভোগদেহ লাভের পর আবার মানবজন্ম লাভ হয়। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—অনুরাগের সহিত শ্রীভগবদ্ভজনের ফলে চিত্ত একমাত্র পরমানন্দময় ভগবদ্ মাধুর্য্যসিন্ধুতে ডুবিয়া যায়। আর এই ভজন ব্যপারটিও 'প্রেমভাবে লীলাকথা'; স্বাভীষ্ট-লীলাকথা আস্বাদনই রাগানুগীয় ভক্তের প্রধান ভজনাঙ্গ। অর্থাৎ ভক্তের চিত্ত ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলারসেই নিমগ্ন হয়, ইহা ছাড়া যা কিছু, সবই তাঁহাদের হৃদয়ের শূলসদৃশ পীড়াদায়ক। কারণ, বিষয়ে সুখের অভাব- হেতু চিত্ত একটির পর একটি বিষয় অন্বেষণ করে এবং বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বেদনরূপ সুখপ্রাপ্তি-হেতু ক্রমশঃ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু পরে ঐ বিষয়ই শূলসম যন্ত্রণাপ্রদ হয়।।১০৬।।

লোকের মনকে অলৌকিক শক্তিবিশেষ দ্বারা বা মন্ত্রপূত চূর্ণবিশেষ দ্বারা যেমন কোনও বিষয়ে অনুরক্ত বা বশীকৃত করা যায়, সেইরূপ অনন্তশক্তিযুক্ত শ্রীরাধিকার চরণরেণুও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে

কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,

দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ।।১১০।।

অনুরাগযুক্ত করিয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে—'সদ্যঃ বশীকরণচূর্ণমনন্তশক্তিং তং শ্রীরাধিকাচরণরেণুমনুস্মরামি' এইজন্যই পূজপাদ গ্রন্থকার শ্রীরাধিকাচরণরেণুর অসীম প্রভাব বর্ণন পূর্ব্বক ব্রজপ্রেম লাভের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই কলিকালে যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে অপার করুণাময়ী শ্রীরাধিকার চরণাশ্রয় কর। অন্যথায় নিগূঢ় ব্রজপ্রেম কখনই লাভ হইবে না। কারণ শ্রীরাধার কৃপাদৃষ্টি পতিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমাময় নাম-কীর্ত্তন বা তাঁহার মধুময় রূপ-লীলাদির চিন্তন করিলেও ব্রজের উজ্জ্বল-প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থাকার বলিলেন, ''রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়''।।১০৭।।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দিনী শক্তি। তাই তাঁহার নামে বিশ্ব-সংসারের কুলিশ-কঠোরচিত্তও প্রেমে দ্রবীভূত হয়। এজন্য কেহ যদি তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক শরণাগত হয়, তিনি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দানে রক্ষা করেন।

শ্রীরাধার কৃপামাত্রেই তোমার মঞ্জরী স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইবে

অহঙ্কার অভিমান, অসৎ সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,

গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব।।১১১।।

অহঙ্কার অভিমান ইত্যাদি—"বিদ্যাধনাগার-কুলাভিমানিনো দেহাদি-দারাত্মজনিত্যবুদ্ধয়। ইষ্টবান্যদেবান্ ফলকাঙিক্ষণো যে জীবন্মৃতাস্তে ন লভন্তি কেশবং।।" "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" ইতি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তেঃ।।১১১।।

এবং তাঁহার আনুগত্যে পরম মধুর উজ্জ্বল রসাস্বাদনে কৃতার্থ হইবে; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ আমার কর্ণ শ্রীরাধার মহাপ্রভাবশালী নাম শ্রবণ করিল না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসসুখের মূর্ত্তি, মধু হইতেও সুমধুর ভুবনমঙ্গল যাঁহারা লীলাবলী, ভক্তগণের পক্ষে যাঁহার দাস্যই পরম পুরুষার্থ, আমার চিত্ত কিন্তু তাঁহার দাস্যরসে বঞ্চিত। বস্তুতঃ এইরূপ আক্ষেপপূর্ণ ভজনেই ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে।।১০৮।।

যদি প্রশ্ন হয়, শাস্ত্র বহুবিধ সাধন উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেই জীব কৃতার্থ হয়, শ্রীরাধার কৃপাদৃষ্টিলাভে আর অধিক কি ফল হইবে? উত্তরে বলিতেছেন—'তার ভক্ত সঙ্গ' ইত্যাদি। শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদপ্রাপ্তি তদীয় প্রিয়তম জনের প্রসাদেই লাভ হয় এবং তদীয় প্রিয়তম জন সকলও তাঁহারই ন্যায় পরমোৎকর্ষযুক্ত। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে—'কৃষ্ণাশ্রয়ঃ স ন ব্রজরমানুগঃ স্বহৃদি

শল্যাণি মে" (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আমার আশ্রয় করিয়াও

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি-মতি তারে সেব,
প্রেম কল্পতরু-দাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন রাধিকার প্রাণধন,

অপরূপ এই সব কথা।।১১২।।

যে ব্যক্তি ব্রজলক্ষ্মীগণের আনুগত্যে ভজন না করে তাহার ভজন আমার হৃদয়ে শূলসদৃশ হইয়া থাকে।।১০৯।।

অতএব ব্রজ-গোপীদের অনুগত হইয়া তদিতর সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকার চরণশ্রয় কর এবং নিরন্তর প্রেমিক যুগলের নাম গান কর। মধু হইতেও সুমধুর শ্রীকৃষ্ণ নাম গানে শ্রীরাধিকার চরণসেবা প্রাপ্ত হইবে এবং মহাপ্রভাবশালী শ্রীরাধানাম-গানে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমসেবা পাইবে। এই কথাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন। যদি তোমার মনে সন্দেহ হয় যে, শ্রুতিতে এই প্রেমের কথা গুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু সেই প্রেম স্বয়ং বেদবিভাগকর্ত্তাও লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা একান্ত মূঢ় আমি কিরূপে লাভ করিব? তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন—সকল কিছুর আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণ শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে শ্রুতির অগম্য, ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ইহাই পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইতেছে।।১১০।।

অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো না হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুক্তানান্তু মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ।।

অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কেশব দূরগামী নহেন, কিন্তু

নবদ্বীপে অবতার, রাধা-ভাব অঙ্গীকার,
ভাব-কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচী-গর্ভে পরকাশি,

সঙ্গে সব পারিষদগণ।।১১৩।।

গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত সমাজ।।১১৪।।

অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে রাশি রাশি পর্ব্বত ব্যবধান; অর্থাৎ শ্রীহরি তাহাদের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

অসৎসঙ্গ ও অসৎজ্ঞান হইতেই অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। আর বিদ্যা, ধন, কুল ও রূপ- যৌবনের গর্ব্ব হইতে অভিমান বর্দ্ধিত হয়। এইপ্রকার অনিত্য দেহাদি ও দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতা- হেতু নিত্যবুদ্ধিরূপ্ অসৎজ্ঞান হইতে ঐহিক-পারত্রিক নশ্বর বিষয়ভোগের জন্য দেবতান্তরের উপাসনাদি হইয়া থাকে। অতএব অসৎসঙ্গ ও অসৎজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করা কর্ত্তব্য।।১১১।।

পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা না হইলে কলিহত দুর্ব্বল জীবের অপরাধপ্রবণচিত্তে প্রেমোদয় হয় না। যেহেতু তাঁহার কৃপা হইলেই তোমার মঞ্জরীস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইবে এবং শ্রীব্রজসুন্দরীগণের ভাবের আনুগত্যে পরম মধুর উজ্জ্বলরসে প্রবেশাধিকার ঘটিবে। এইজন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে।

গুপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।

করি হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই আনন্দ মন,
কৃষ্ণ বিনা আর সব বাধা।।১১৫।।

প্রেম-কল্পতরু দাতা—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাবশালী নামসমূহ বহুবার কীর্ত্তন-শ্রবণাদি করিলেও তোমার অপরাধপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইবে না; কিন্তু কাতরভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবে। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; তাঁহার এই প্রেমদান লীলায় পাত্রাপাত্র বিচার নাই অর্থাৎ দেয় কি অদেয় বিচার না করিয়াই তিনি এই দুর্লভ প্রেমধন অধমজনকেও দান করিয়া থাকেন।।১১২।।

তিন বাঞ্ছা—(১) শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কি প্রকার? (২) আর শ্রীরাধা সেই প্রণয় (প্রেম দ্বারা যে মদীয় শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার? (৩) আবার সেই প্রেম দ্বারা আমার মাধুর্য্য, আস্বাদনে শ্রীরাধিকা যে সুখানুভব করেন, সেই সুখই বা কিপ্রকার?—এই বাঞ্ছাত্রয় পূরণের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভাব এবং শ্রীরাধিকার প্রাণপতি হইয়াও নিরন্তর সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনজনিত প্রেমক্রন্দন।

কলিযুগের উপাস্য-নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্য-

সংসার-বাটুয়ারে, কাম-ফাঁশি বান্ধি মারে,
ফুকার করহ হরিদাস।

করহ ভকত সঙ্গ, প্রেম-কথা নানারঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ।।১১৬।।

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ প্রকামং কামাদিপ্রকটপথ-পাতিব্যতিকরৈঃ। গলে বদ্ধাহন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে কুরু ত্বং ফুৎকারং নয়তি স যথা ত্বাং মন ইতঃ।।১১৬।।

জন্তি হি সুমেধসঃ''। যিনি কৃষ্ণবর্ণ কি কান্তিতে অকৃষ্ণ (গৌর) তাঁহাকে সুমেধাগণই কলিযুগে উপাসনা করেন। এই উপাসনার উপাদান হইতেছে — সংকীর্ত্তন। অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের অর্থ— যিনি নিরন্তর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই নাম বর্ণন করেন এবং করুণাবশতঃ নিজভক্তগণকেও উপদেশ করেন। 'সাঙ্গোপাঙ্গ' বলিতে কর-চরণাদি অঙ্গসমূহ পরম সুন্দর বলিয়া উপাঙ্গস্বরূপ এবং কৌস্তুভ, বনমালা, মুরলী ইত্যাদি মহাপ্রভাবময় বলিয়া অস্ত্রস্বরূপ। যেহেতু, সুদর্শনাদি অস্ত্র সমূহের প্রভাবে দৈত্যতুল্য বহির্ম্মুখগণ দৈত্যসুলভ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার ঐ সকল অস্ত্রাদি নিত্যরূপে তাঁহার সহিত বর্ত্তমান থাকায় পার্ষদরূপে গণ্য হইয়াছেন। অথবা পার্ষদ শব্দে শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্যাদিব গ্রহণ হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধাপ্রেম দ্বারা নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন এবং আনুষঙ্গিকভাবে নিজ উজ্জ্বল রসগর্ভ ভক্তি জগতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত যিনি শ্রীশচীগর্ভরূপ দুগ্ধসিন্ধু হইতে উত্থিত হইয়াছেন, সেই গৌরচন্দ্রকেই ভজনা করিতে হইবে।।১১৩-১১৪।।

স্ত্রী-পুত্র বালিকা যত, মরি যায় কত শত,
আপনারে হও সাবধান।

মুঞি সে বিষয়-হত, না ভজিনু হরিপদ
মোর আর নাহি পরিত্রাণ।।১১৭।।
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য।।১১৮।।

গুপতে সাধিবে সিদ্ধি—গুপতে—গুপ্তভাবে অর্থাৎ নিজ অন্তরে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া নিরন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা চিন্তা করিবে এবং সাধকদেহে নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সাধনটী যথা-সম্ভব গোপনে অনুষ্ঠিত হইবে। এমনকি অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে যদি স্বীয় হৃদয়োত্থ প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়ে, তথাপি যত্নের সহিত তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; অভিব্যক্তির পূর্ব্বেই সাবধান হওয়াই চতুরতার কার্য্য।।১১৫।।

রে মন! এই সংসারে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণকারী কামক্রোধাদি ছয়জন বাটপাড় (পারমার্থিক-জীবনের দস্যু অর্থাৎ পরস্পরে মিলিত হইয়া পরমার্থ লুণ্ঠন করে) তোমাকে অসচ্চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ানক কাম ফাঁসের দ্বারা গলায় বাঁধিয়া যথেচ্ছভাবে যন্ত্রণা দিতেছে, তুমি শীঘ্র ভক্তিপথের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে ফুৎকার কর অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে নিজ দুঃখ নিবেদন কর, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তোমাকে এই শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা করিবেন।

আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা তথা,

হইাতে হইব সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ কেহ দোষ,
প্রণমহু ভক্তের চরণ।।১১৭।।

ভাই! আরও দেখ, অনাদিকাল হইতে এই বাটপাড়গণ প্রকাশ্যভাবে তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শত্রু হইতেছে প্রতিষ্ঠাশা। এই প্রতিষ্ঠাশারূপ মহাশত্রু প্রছন্নভাবে থাকিয়া তোমার পরমার্থ বস্তু লুণ্ঠন করিতেছে। এজন্য কামাদি বাহিরের শত্রু দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না; বরং সেই প্রতিষ্ঠাশা হইতে উত্তরোত্তর নানারূপ কপটতা উৎপন্ন হইয়া তোমাকে অপরাধী করিয়া ভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর। অতএব যে পর্য্যন্ত কপটতা দূর না হয়, সেই পর্য্যন্ত নির্ম্মল সাধুপ্রেম উদয় হইবে কিরূপে? তবে একমাত্র উপায় হইতেছে যে, কপটতা বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণভক্তের শরণাপন্ন হইলেই তাঁহারা সত্বর প্রতিষ্ঠাশার সহিত কপটতা দূর করিয়া প্রেমের সন্নিবেশ করিবেন। কেবল তাঁহারাই তোমাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ।।১১৬।।

এক্ষণে অন্তরঙ্গ প্রেমের সাধন জন্য স্বজাতীয় আশয়বিশিষ্ট রসিকভক্তের সঙ্গ নিষ্ঠা বর্ণন করিতেছেন; যেহেতু লীলাকথারস আস্বাদনই রাগানুগা ভক্তের প্রধান জীবাতু। তাই ঐকান্তিক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদনে লুব্ধমনা হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত নিরন্তর প্রিয়তমের মহামধুর লীলাকথা আলোচনা করিয়া মহানন্দে কালাতিপাত করেন। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীয় অন্তরঙ্গ সঙ্গী শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ

মহাশয়ের সঙ্গ বিরহিত হইলেও জন্মান্তরে তাঁহার সঙ্গ কামনা করিয়াছেন।।১১৮।।

যদিও ভজনতত্ত্ব শাস্ত্র ও মহাজনের অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অভ্রান্ত সত্যস্বরূপ, তথাপি উহা অন্তরে অনুভব করিতে হয়; তর্ক যুক্তি বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবে ভক্ত কবি ভক্তির উজ্জ্বল আলোকে ভজনীয় বস্তুর বাস্তব মূর্ত্তি নিঃসন্দেহভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন। কিন্তু অভক্তের দৃষ্টি দেশ-কাল-পাত্রগত কল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত হয় বলিয়া তাহারা কল্পনার সাহায্যছাড়া একপদও অগ্রসর হইতে পরে না; সুতরাং পরম সত্যস্বরূপ ভজনকথা বলিলেও তাহারা বুঝিবে না; কাজেই উহা অপরাধে পর্য্যবসিত হইবে।।১১৯।।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোর যে বলান বাণী।
তাহা বিনা ভাল-মন্দ কিছুই না জানি।।
লোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস।।১২০।।

পরিশিষ্ট

বাংলার সংস্কৃতিরক্ষক শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার এম.এ.পি.আর, এস, পি, এইচ, ডি মহোদয় কর্ত্তৃক প্রেরিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত প্রায় ৩৫৮ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন পুঁথির (পুঁথি নং ২৩০৪, লিপিকাল ১০০৯, মাঘ মাস ২, অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ) পাঠ নিয়ে দেওয়া হইল।

পৃঃ।	শ্লোক বা পদ্য সংখ্যা	মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	প্রাচীন পুঁথির পাঠ
	১	অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য .... শ্রীগুরবে নমঃ	....
	২	শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং....স্বপদান্তিকম্	এই দুইটি শ্লোক নাই
	৪	যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা	প্রসাদে পূরিব সব আশা
	৬	এবে যশঃ	যশ এবে
	৭	মার্জ্জন হয় ভজনে	মার্জ্জনাতে ভবজন
	৯	প্রেমভক্তি রীতি যত	প্রেমভক্তি বলি যত
	১১	সুসেবন	সুসেবনে
	১১	এই ভক্তি পরম কারণ	এই তত্ত্ব পরম যতনে
	১২	হৃদয় করিয়া ঐক্য	করিয়া চিতেতে ঐক্য
	১২	ইহারে	তাহাকে
	১৩	ভজন	যতন
	১৩	পূজির	পূজিহ
	১৪	মহাজনের	মহাজন
	১৪	তাতে	তাহে
	১৫	কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে	আর কর্ম্ম পরিহর দূরে
	১৫	কেবল ভকতসঙ্গ	কেবল ভকতি সঙ্গ

পৃঃ। শ্লোক বা পদ্য সংখ্যা ... মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ ... প্রাচীন পুঁথির পাঠ

প্রেমকথা রসরঙ্গ .... প্রেমভকতি রঙ্গ

১৫ লীলাকথা ব্রজরসপুরে....... তত্বকথা কহিল তোমারে

১৭ গোবিন্দচরণ .... গোবিন্দচরণে

১৭ অনন্যভজন .... চৈতন্যভজনে

১৮ নবভক্তি .... নববিধি

১৯ পূজিব .... পূজিহ

১৯ বড় .... মনে

২৩ নাম .... ধাম

২৩ সাধুজনার .... সাধুজনা

২৫ যার হয় একান্ত ভজন .... প্রেমভক্তি পরম কারণ

২৬ না করিহ...পরম কারণ .... এই পদ্য নাই

২৭ আপন আপন .... আপনা আপনা

২৯ শ্রীনাথে জনকীনাথে .... এই শ্লোক নাই

৩৩ কর পরিত্রাণ .... মোরে কর ত্রাণ

৩৪ তুমি .... তোমায়ে

৩৪ আমা .... মোর

৩৫ তথাপিহ তুমি গতি .... তথাপি তোমায় গতি

৩৬ করোঁ .... করি

৩৭ জানে .... শুনে

৩০ ওহে বাঞ্ছা কল্পতরু .... নাই বাঞ্ছা কল্পতরু

৩৮ পতিত নাই .... পাতকী নাঞিঃ

৩৮ পাবন নাম ধর .... বড়ই পামর

পৃঃ।	শ্লোক বা পদ্য সংখ্যা	মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ			প্রাচীন পুঁথির পাঠ
	৩৮	পতিত পাবন	....	....	পতিত উদ্ধার
	৪০	আনকথা আন ব্যথা	....	....	অন্যকথা অন্য ব্যথা
	৪০	যাঙ	....	....	যাউ
	৪০	গুণ	....	....	গুণে
	৪০	গাই যেন	....	....	গাই সভোঁ
	৪৫	শেখরিনী	....	....	শিখরিনী
	৪৭	দীন নরোত্তম দাস	....	....	তাহা নরোত্তমদাসে
	৪৭	অভিলাষ	....	....	অভিলাষে
	৪৮	জুড়াবে	....	....	জুড়াব
	৪৯	শ্রীরাধিকার	....	....	রাধিকার
	৪৯	বা	....	....	না
	৫৬	পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার		....	পক্কাপক্ক মাত্র বিচার
	৬১	বই	....	....	বিনে
	৬১	তত্ব সর্ব্ববিধি	....	....	ভাব সর্ব্ববৃত্তি
	৬৪	যেন বাল	....	....	ঝলমল
	৬৫	কুলবধূ মরালিনী	....	....	শুনি রাধা ঠাকুরাণী
	৬৫	শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে		....	রহিতে নারে আর ঘরে
	৬৫	গেল	....	....	যায়
	৬৮	হৃদয়	....	....	হৃদয়ে
	৭১	পরিহরি	....	....	পরিহর
	৭১	দুই ত্যাগ করি	....	....	দূরে ত্যাগ কর
	৭২	পরতত্ব	....	....	সারতত্ব

পৃঃ।	শ্লোক বা পদ্য সংখ্যা	মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	প্রাচীন পুঁথির পাঠ
	৭৩	নামগান	.... গুনগান
	৭৪	ভজন	.... ভজনে
	৭৪	ব্রজজনের...ডুবাও চিত...	ব্রজজন যেন রীত, তাহে হবে অনুরত
	৭৫	করিব	.... করিহ
	৭৭	গৌরী তনু	.... তনু গোরি
	৭৯	স্বপ্নেও না বলো	.... সপনে না বল
	৮০	এমতি	.... এমত
	৮০	যেই সেই	.... সেই যেই
	৮১	প্রেমভক্তি রীতি	.... প্রেমভক্তি রতি
	৮২	তাতে মান	.... তাহে মানে
	৮২	সেই	.... সে না
	৮২	সঙ্গ কর	.... সঙ্গে করে
	৮৭	হেন স্থল	.... স্থান যার
	৮৭	স্বপ্রকাশ	.... সুপ্রকাশ
	৮৭	লক্ষবাণ	.... শতধার
	৮৯	মণিময়	.... অঙ্গে ভাল
	৯০	সেব	.... সেবোঁ
	৯২	কৃষ্ণচন্দ্রচরণ	.... নন্দনন্দন
	৯৩	দেহে না করিহ	দেহেতে না করি
	৯৩	মরিলে যে	.... মন্দরীতে
	৯৪	যেবা খায়	.... কেনে খাও
	৯৪	সদা ফিরে	.... ঘুরে ফিরি

পৃঃ।	শ্লোক বা পদ্য সংখ্যা	মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ	প্রাচীন পুঁথির পাঠ
	৯৪	করে	কার
		যায়	যাঁও
	৯৫	দেবে	জনে
	৯৫	প্রেমভক্তি রীতি	প্রেমভকতি
	৯৬	করে	কহে
	৯৭	করিব	করিহ
	৯৮	হব অতি তৃষ্ণ	হও সতৃষ্ণ
	১০২	ব্রজপুরে...পরমতত্ত্ব	ব্রজেশ্বরে প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য
	১০৩	তারে	তায়
	১০৪	পরিহরি	পরিহর
	১০৪	অনুচরী	অনুচর
	১০৬	সংসার স্বপন মান	নিশির স্বপন যেন
	১০৫	করিব	করিহ
	১১৯	কেহ দোষ	মোর দোষ
	১১৯	প্রণমহু	প্রণমহ
	১২০	বিনা	বই

সমাপ্ত